এইবার তাহারা আরও দৃঢ়ভাবে বলিল, হে মূসা! যাবত ঐ জাতি সেই অঞ্চলে থাকিবে তাবত আমরা কিছুতেই কস্মিনকালেও তথায় প্রবেশ করিব না। সুতরাং তুমি যাও আর তোমার খোদা যাউক– তোমরা সেখানে যুদ্ধ কর ,আমরা ত এখানেই বসিয়া পড়িলাম।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لاَ اَمْلِكُ اِلاَّ نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ـ

মূসা (আঃ) আল্লাহর হুজুরে বলিলেন, পরওয়ারদেগার! কাহারও উপর আমার কর্তৃত্ব নাই একমাত্র আমার জান ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত; এখন তুমিই আমাদের এবং এই নাফরমান জাতির মধ্যে ফয়সালা করিয়া দাও।

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ـ فَلاَ تَاسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ـ

আল্লাহ তাআলা বলিলেন, তাহাদের কর্মফল ইহকালে এই ভোগ করিবে যে, ঐ পুণ্য ভূমি–পৈতৃক দেশ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল চল্লিশ বৎসরের জন্য; এই দীর্ঘকাল তাহারা এই মরু অঞ্চলেই দিগভ্রান্তরূপে ঘুরিতে থাকিবে। তুমি কিন্তু হে মূসা! এই নাফরমান জাতির দুরবস্থায় আক্ষেপ অনুতাপ করিও না। (পারা– ৬; রুকু– ৯)

তীহ প্রান্তরে দয়াল মা'বুদের অসীম দয়া

ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, বনী ইসরাঈলগণ তীহ প্রান্তরে শাস্তি ভোগস্বরূপ আবদ্ধ ছিল। আর মূসা (আঃ)ও তথায় তাহাদের সঙ্গেই ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন তাহাদের রক্ষক ও পরিচালকরূপে। সেই মরুভূমিতে পানাহারের ব্যবস্থা ছিল না, বরং সূর্যের উত্তাপ হইতে মাথা ঢাকিবারও কোনরূপ ব্যবস্থার নাম-নিশানা পর্যন্ত তথায় ছিল না। সুতরাং তাহারা তথায় তিনটি জিনিসের অভাবে ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইয়া পড়িল (১) পানীয়, (২) খাদ্য, (৩) ছায়া।

মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার দরবারে ঐ সব অভাব সম্পর্কে দোআ করিলে রহমানুর রহীম আল্লাহ তাআলার করুণা দৃষ্টি সেই শাস্তি ভোগরত জাতির প্রতিও উন্মুক্ত হইল; তাহাদের প্রত্যেকটি অভাবেরই সুব্যবস্থা হইল। পানির জন্য আল্লাহ তাআলা বারটি ঝর্ণা সৃষ্টি করিলেন, খাদ্যের জন্য মান্ন-সালওয়ার ব্যবস্থা করিলেন আর ছায়ার জন্য তাহাদের উপর মেঘমালা সৃষ্টি করিলেন।* ঐ সব ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ

পানির ব্যবস্থা

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ـ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এইসব ঘটনা তীহ প্রান্তর সম্পর্কীয় নহে, বহু পূর্বের ঘটনা– যখন বনী ইসরাঈলগণ সাগর পার হওয়ার পর তুর পর্বতের অনাবাদ অঞ্চলে অবস্থান করিতেছিল।

পূর্বালোচিত পণ্ডিত সাহেব স্বীয় তফসীরুল কোরআনে এস্থানেও কতকগুলি অপদার্থ অপব্যাখ্যার সমাবেশ করিয়াছেন। সরলপ্রাণ মুসলমান! শুধু এইতটুকু স্মরণ রাখিবেন যে, আমরা যে তাফসীর বর্ণনা করিয়ছি তাহা হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তফসীরকার ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে সমস্ত তফসীরের কিতাবে বর্ণিত রহিয়াছে। (তফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড– ১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

مُفْسِدِيْنَ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা– মূসা পানীয় ব্যবস্থার দো'য়া করিলেন স্বীয় জাতির জন্য। আমি আদেশ করিলাম, তোমার লাঠিখানা পাথরটির উপর মার, ফলে সেই পাথর হইতে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হইল। তাহাদের বার গোত্রের প্রত্যেকে নিজ নিজ পানীয় স্থান নির্ধারিত করিয়া নিল। (আল্লাহ তাআলা সতর্ক করিয়া দিলেন), তোমরা আল্লার নেয়ামত– খাদ্য-পানীয় ভোগ কর, দুনিয়াতে ফাসাদ করিয়া বেড়াইও না।

(পারা– ১; রুকু– ৭)

খাদ্য ও ছায়ার ব্যবস্থা

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ـ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ـ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ـ

আর আমি মেঘমালাকে তোমাদের উপর ছায়াদানে নিয়োজিত করিলাম এবং (খাওয়ার জন্য) মান্ন ও বটের পাখি আমদানী করিলাম। (বলিয়াছিলাম,) তোমরা আমার নেয়ামত খাও (নাফরমানী করিও না; কিন্তু সেই অবস্থায়ও তাহারা নাফরমানী করিয়াছিল; নাফরমানী করায়) আমার কোন ক্ষতি করে নাই, বরং নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছে। (পারা– ১; রুকু– ৬)

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ـ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ـ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ـ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ـ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ـ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ـ

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন– আমি বনী ইসরাঈলকে ১২টি গোত্রে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। (যদদ্বারা তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় ছিল)। যখন তাহারা মূসার নিকট পানীয়ের ব্যবস্থা চাহিল তখন আমি মূসার নিকট এই মর্মে অহী পাঠাইলাম যে, তুমি তোমার লাঠিকে ঐ পাথরটির উপর মার, ফলে ঐ পাথর হইতে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হইয়া পড়িল। প্রত্যেক গোত্রের লোকজন নিজ নিজ ঘাট নির্ধারিত করিয়া জানিয়া নিল। আরও আমি মেঘমালা দ্বারা তাহাদের ছায়া দিয়াছিলাম এবং খাদ্যের জন্য তাহাদের নিকট মান ও বটের পাখীর বিপুল সমাবেশ করিয়াছিলাম* আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিল, তোমরা আমার প্রদত্ত এই উত্তম রেজেক খাও (এবং শোকরগুজারী কর, নাফরমানী করিও না, কিন্তু তাহারা নাফরমানী করিল), তাহারা আমার ক্ষতি করে নাই, নিজেদের ক্ষতি করিয়াছিল।

(সূরা আ'রাফ ঃ পারা– ৯;রুকু– ১০)

---

*"মান্ন" এক প্রকার বৃক্ষ হইতে নির্গত মিষ্ট খাদ্য বস্তু। ঐ অঞ্চলে উক্ত বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল এবং লক্ষ লক্ষ বনী ইসরাঈলদের জন্য আল্লাহর বিশেষ কুদরতে তখন ঐ বৃক্ষসমূহ হইতে অসাধারণ পরিমাণে তাহা নির্গত হইতে লাগিল। কিম্বা ঐ জিনিস বৃক্ষ ব্যতিরেকে রাত্রি বেলা আল্লাহর কুদরতে আকাশ হইতে শিশিরের ন্যায় বর্ষিত হইয়া যমীনের উপর জমাট বাঁধিয়া থাকিত।

"সালওয়া" বটের পাখী ইহাও আল্লাহ তাআলার বিশেষ কুদরতে ঝাঁকে ঝাঁকে তথায় উড়িয়া আসিয়া সহজ সুলভরূপে বনী ইসরাঈলদের হস্তগত হইত।

আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি উপেক্ষা ও বেআদবী

আল্লাহ তাআলার অসীম দয়া ছিল যে, বনী ইসরাঈলদিগকে তাহাদের আযাব ভোগ অবস্থায় মান্না সালওয়ার ন্যায় নেয়ামত তাহাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করিতেছিলেন, কিন্তু তাহারা তাহা উপেক্ষা করিল। তাহারা হযরত মূসার নিকট দাবী জানাইল, আমরা সব সময় হালুয়া জাতীয় মিঠাখানা ও গোশ্‌ত খাইতে খাইতে খানার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি; আমাদের জন্য শাক-সব্জি, তরী-তরকারী খাদ্যের ব্যবস্থা করুন। তাহাদের এই দাবীতে মূসা (আঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক তাহাদিগকে কোন শহরে প্রবেশ করার পরামর্শ দিলেন। তীহ প্রান্তর এলাকায় দূর প্রান্তে কোন উপশহর ছিল। হযরত মূসা (আঃ) তাহাদিগকে তাহা প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এই তথ্যসমূহের বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই–

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ـ

হে বনী ইস্রাঈল! একটি স্মরণীয় ঘটনা– তোমরা বলিয়াছিলে, হে মূসা! আমরা কিছুতেই এক রকম খাদ্যের উপর ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারিব না। অতএব আপনি অপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য যমীনের উদ্ভিদজাত শাক-শব্জী, খিরা-কাঁকড়, গম-যব, ডাল-মটর, পেঁয়াজ-রসুনের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ـ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, তোমরা কি উত্তম বস্তু পরিবর্তন করিয়া নিকৃষ্ট বস্তু চাহিতেছ? তবে তোমরা কোন শহরে অবতরণ কর, তথায় তোমাদের প্রস্তাবিত বস্তু পাইতে পারিবে। (সূরা বাকারাহঃ পারা–১; রুকু–৭)

তীহ-প্রান্তরে আবদ্ধ জীবন সমাপ্তির পর

বনী ইস্রাঈলগণ তীহ্-প্রান্তরে আবদ্ধ ছিল চল্লিশ বৎসরের জন্য এবং পুণ্য ভূমি তথা তাহাদের পৈতৃক দেশ শাম বা সিরিয়ায় তাহদের প্রবেশ ঐ চল্লিশ বৎসরের জন্য মুলতবী হইয়া গিয়াছি। যখন সেই চল্লিশ বৎসরের মেয়াদ শেষ হইল তখন পুনরায় তাহাদিগকে সেই পৈত্রিক দেশ দখল করার আদেশ করা হইল। ইতিপূর্বে তীহ প্রান্তরে অবস্থানকালেই হযরত মূসা ও হযরত হারুণের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল এবং হযরত "ইউশা" নবী হইয়াছিলেন। এইবার বনী ইসরাঈলগণ হযরত ইউশার সঙ্গে থাকিয়া আমালেকা জাতির বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনা করিল। ঐ দেশ জয় হইল; কিন্তু ঐ দেশের রাজধানী বাইতুল মোকাদ্দাস শহরে প্রবেশ করা সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে কয়েকটি বিশেষ আদেশ দান করিলেন। দুর্ভাগ্যের কথা যে, বনী ইস্রাঈলগণ তাহাদের চিরাচরিত অভ্যাসের বশে সেই আদেশের বরখেলাফ করিল, ফলে তাহাদের উপর আল্লাহর গজব আসিল। এই সবের বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–)

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوْا الْبَابَ سُجَّدًا ـ وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْلَكُمْ خَطٰيٰكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

স্মরণ কর, আমি আদেশ করিয়াছিলাম, তোমরা এই (শহর) এলাকায় প্রবেশ কর; অবাধে এই এলাকাকে তোমরা নিজেদের খাদ্যখাদক যোগাইতে ব্যবহার করিতে পারিবে। আর তোমাদের প্রতি নির্দেশ– শহরের প্রবেশদ্বার অতিক্রমকালে (আল্লাহর শোকরগুজারী ও তাঁহার প্রতি অগাধ আনুগত্য আত্মনিবেদনের স্বাক্ষরস্বরূপ) শির নত করিয়া উহা অতিক্রম করিবে, আর বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদের সমস্ত গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দিন। (এই কাজ করিলে) আমি তোমাদের গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দিব এবং খাঁটি লোকদের অতিরিক্ত আরও দিব।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ـ

ঐ স্বৈরাচারীরা আদেশকৃত কথার পরিবর্তে অন্য কথা বলিল। ফলে আমি যালেমদের উপর আসমান হইতে আযাব পাঠাইলাম; যেহেতু তাহারা আমার আদেশ লংঘন করিতেছিল।

(সূরা বাকারাহ ঃ পারা– ১, রুকু–৫)

১৬৪১। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, বনী-ইসরাঈলগণকে আদেশ করা হইয়াছিল, (প্রস্তাবিত) শহরে প্রবেশ করাকালীন (নম্রতা ও আনুগত্যের নিদর্শনে) নতশিরে মাথা ঝুঁকাইয়া প্রবেশ করিবে এবং (নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গোনাহের ভয়ে ভীত হইয়া) মুখে বলিবে "হেত্তাতুন" হে খোদা! আমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দাও। "কিন্তু তাহারা (এতই গোঁড়া ছিল যে, হয়ত ঐ সব আদেশ ও বিধি-বিধানকে মোল্লাদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি সাব্যস্ত করিয়া পূর্ণামাত্রায় উহার বিরোধিতা করিল। এমনকি স্বেচ্ছায় শির নত করা ত দূরের কথা, শহরের প্রবেশদ্বার সঙ্কীর্ণ ও নীচ হওয়ায় শির নত হওয়ার বাধ্যতা এড়াইতে নিতম্বের উপর ভর করিয়া চলিল, তবুও শির নত হইতে দিল না। এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন, "হেত্তাতুন অর্থাৎ ক্ষমা চাই" বলিতে; তাহারা উহার পরিবর্তে "হাব্বাতুন ফি-শা'রাতিন" (বা "হেন্তাতুন" অর্থাৎ খাওয়ার জন্য) "যবের দানা (বা গম ইত্যাদি তথা ডাল-ভাতের ব্যবস্থা) চাই" বলিল।*

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ বনী ইসরাঈলরা আল্লাহ তা'আলার আদেশাবলীর এরূপ চরম বিরোধিতা করায় তাহাদের উপর প্লেগের মহামারী ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

পাঠক! বনী ইসরাঈলরা গোঁড়া প্রকৃতির অবাধ্য স্বভাবের ত ছিলই, তদুপরি পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থাকিয়া বিজাতীয় প্রভাবে তাহাদের অন্তঃকরণ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল– আল্লাহ ও রসূলের প্রতি অগাধ

* আল্লাহ তা'আলার আদেশের বিপরীত এইরূপ চুলে-চুলে ও অক্ষরে-অক্ষরে নাফরমানী করা বড়ই আশ্চর্যজনক মনে হয়। কিন্তু জাতির মধ্যে যখন আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ উপেক্ষা করার প্রবণতা ব্যাপক হইয়া পড়ে তখন চুলে-চুলে, অক্ষরে-অক্ষরে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধের বিপরীত চলা অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বর্তমান মুসলিম জাতির অবস্থা দেখিলে ঐরূপ নাফরমানীর অনেক নমুনাই নজরে পড়িবে। যথা– শরীয়তের আদেশ দাড়ি বেশী করিয়া রাখ এবং মোছ ফেলিয়া দাও, জাতি ইহার বিপরীত চলিয়াছে– দাড়ি ফেলিয়া দাও, মোছ রাখ। মোছ সম্পর্কে হুকুম এই যে, উভয় পার্শ্ব রাখিলেও নাক বরাবর অব্যশই ফেলিবে; জাতি ইহার বিপরীত চলিয়াছে– উভয় পার্শ্ব ফেলিয়া নাক বরাবর রাখিয়া দিবে। তদ্রূপ শরীয়তের বিশেষ অলঙ্ঘনীয় আদেশ, পরিধেয় বস্ত্র এত লম্বা পরিবে না যে, পায়ের গিঁটের নীচে চলিয়া যায় এবং এত খাট পরিবে না যে, হাঁটুর উপরে উঠে। জাতির ফ্যাশন হইল– লম্বা পরিলে এত লম্বা যে, পায়ের গিঁটের নীচে অবশ্যই যাওয়া চাই এবং খাট পরিলে হাঁটুর উপরে হাফপ্যান্ট পরিবে। হাঁটু হইতে পায়ের গিঁট পর্যন্ত এক হাত পরিমাণ জায়গা রহিয়াছে; ইহার মধ্যে ফ্যাশনের স্থান হয় নাই; ফ্যাশন রহিয়াছে উহার চার আঙ্গুল নীচে তথা গিঁটের নীচে, অথবা চার আঙ্গুল উপর তথা হাঁটুর উপরে। আমাদের এই অবস্থা কি বনী ইসরাঈলদের গোঁড়ামির তুলনায় কম ?

আনুগত্য, পূর্ণ শ্রদ্ধা ও নম্রতা তাহাদের অন্তর হইতে মুছিয়া গিয়াছিল– যাহার ফলে তাহাদের দুর্ভোগও অনেকই ভুগিতে হইয়াছিল। পূর্বালোচিত ধারাবাহিক ঘটনাবলীতে তাহাদের ঐ স্বভাবের অনেক নজির পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের ঐ স্বভাবের পরিচায়ক আরও দুইটি ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে।

গরু জবাই করার ঘটনা

কোন এক সময়ের ঘটনা– বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে একটি গুপ্ত খুন হইয়াছিল। নিহত ব্যক্তি নিঃসন্তান ছিল, তাহার অগাধ ধন-সম্পত্তি ছিল এবং তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল এক ভাতিজা। যথাসত্বর উত্তরাধিকার লাভ করার জন্য ঐ ভাতিজা তাহাকে গোপনে খুন করিয়া পার্শ্ববর্তী অন্য এক গ্রামে লাশ রাখিয়া আসিয়াছিল এবং ঐ গ্রামবাসীদের উপরই খুনের দোষ চাপাইল। ফলে তাহাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইল যাহার মীমাংসার কোন পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। তাহারা এই ঘটনা হযরত মূসার দরবারে পেশ করিল। মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তাহাদিগকে বলিলেন, একটা গরু জবাই করিয়া উহার কোন একটি অংশ কাটিয়া নিহত ব্যক্তির শরীর স্পর্শ করিলেই নিহত ব্যক্তি মুহূর্তের জন্য জীবিত হইয়া হত্যাকারীর নাম বলিয়া দিবে।

বনী ইসরাঈলগণ গরু জবাই করা সম্পর্কে কেলেঙ্কারির পথ অবলম্বন করিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা করা হইল এবং হযরত মূসার আদেশানুসারে কার্য করার ফলে নিহত ব্যক্তি জীবিত হইয়া হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করিয়া দিল।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বিশ্ববাসীর জন্য এই ঘটনাকে একটি বিশেষ নজিররূপে তুলিয়া ধরিয়া বলিয়াছেন, "এই ঘটনাটি মৃতকে পুনর্জীবিত করার একটি নজির– এইরূপেই আদি-অন্তের সমস্ত মৃতগণকে আল্লাহ তাআলা জীবিত করিয়া তুলিবেন। তিনি ইহজগতে স্বীয় কুদরতের দুই এাটা নজির-নমুনা দেখাইয়া থাকেন, যেন তোমরা ইহার দ্বারা পরকালে পুনঃ জীবিত হওয়াকে বুঝিতে পার।"

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ـ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

স্মরণীয় ঘটনা– তোমরা একটি মানুষকে গোপনে হত্যা করিয়া পরস্পরকে দোষারোপ করিতেছিলে; এদিকে আল্লাহর ইচ্ছা হইল তোমাদের গোপন তথ্য প্রকাশ করিয়া দেওয়া। সুতরাং আমি (আল্লাহ) আদেশ করিলাম, একটি (জবাই করা) গরুর কোন অংশের দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে স্পর্শ কর (সে জীবিত হইয়া ঘটনা বলিয়া দিবে)। এইরূপেই আল্লাহ মৃতগণকে জীবিত করিবেন। আর আল্লাহ তোমাদিগকে দেখাইয়া থাকেন স্বীয় কুদরতের নিদর্শনসমূহ, যেন তোমরা উপলব্ধি করিতে পার।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ـ قَالُوْا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ـ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ـ

স্মরণ কর, মূসা (আঃ) বলিয়াছিলেন, স্বীয় জাতিকে (ঐ হত্যাকান্ডের তথ্য জানিবার জন্য) আল্লাহ তা'আলার আদেশ এই যে, তোমরা একটি গরু জবাই কর। তাহারা বলিল, আপনি কি আমাদের সঙ্গে বিদ্রূপ করিতেছেন? মূসা বলিলেন, আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করি অজ্ঞের ন্যায় কাজ করা (তথা আল্লাহর নামে কথা বলিয়া বিদ্রূপ করা) হইতে।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ ـ لَا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ـ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ـ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ

তাহারা বলিল, হে মূসা! আপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদিগকে বলিয়া দেন ঐ গরুটা কি বয়সের হইবে। মূসা বলিলেন, আল্লাহ বলিতেছেন, গরুটা বুড়া বা কম বয়সের জওয়ান হইলে চলিবে না– মধ্যবর্তী বয়সের হইতে হইবে। (অধিক প্রশ্ন না করিয়া) আদিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিয়া নাও। (কিন্তু গড়িমসির ভাব ধরিয়া) তাহারা বলিল, আপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন যেন আমাদিগকে বলিয়া দেন, গরুটা কি রঙ্গের হওয়া চাই। মূসা (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ বলিতেছেন, গরুটা হলুদ হইবে– খুব গাঢ় হলুদ, দেখিতে সুন্দর।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۔ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيْهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۔ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ۔

তাহারা বলিল, আপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের বলিয়া দেন গরুটা কি ধরনের হইবে? গরুটা ত আমাদের পক্ষে অনির্দিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। এইবারে আমরা ইন্‌শা আল্লাহ উহাকে চিনিয়া লইতে পারিব। মূসা বলিলেন, আল্লাহ বলিতেছেন, গরুটা এইরূপ হইবে যে, জমি চাষ করে নাই এবং জমিনে পানিও দেয় নাই, তদুপরি সব রকম দোষমুক্ত হইতে হইবে এবং উহার সর্বশরীর এক রঙ্গের হইতে হইবে। তাহারা বলিল, এইবার আপনি পূর্ণ বিবরণ আনিয়াছেন। অতপর তাহারা ঐরূপ গরু জবাই করিল। (তাহাদের প্রশ্নোত্তরে এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল যে,) মনে হইতেছিল না তাহারা উহা সামাধা করিতে পারিবে। (পার– ১, রুতু– ৮)

* উল্লিখিত বিভিন্ন প্রশ্ন বস্তুতঃ বনী-ইসরাঈলদের গোঁড়ামীর প্রতিফলন ছিল; নতুবা হযরত মূসার উক্তি সুস্পষ্ট ছিল। যেকোন বয়সের ও রঙ্গের যে কোন একটি গরু জবাই করিলেই আদেশ পালন হইয়া যাইত। কিন্তু নবীর আদেশ পালনে টালবাহানা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল; খাট বিষয়কে দীর্ঘায়িত করিয়া গা বাঁচাইবার বাহানা তাহারা খুঁজিতেছিল।

আল্লাহ তাআলাও তাহাদের শায়েস্তা করার জন্য প্রত্যেক প্রশ্নের উপর এক এক শর্ত আরোপে গরুটিকে এমন পর্যায়ে পৌছাইলেন যে, উহা পাওয়াই কঠিন হইয়া পড়িল। অবশেষে বহু পরিশ্রম ও অগাধ ধন ব্যয়ে উহা লাভ করা গেল। প্রশ্ন উত্থাপন না করিলে একটি সাধারণ গরু দ্বারাই উদ্দেশ্য সফল হইত। হযরত মূসার প্রথম উক্তির মর্ম তাহাই ছিল।

হযরত মূসার প্রতি অপবাদ

বনী-ইসরাঈলরা বড় গোঁড়া ছিল; তাহারা অতি সামান্য ব্যাপার লইয়াও পয়গম্বরের প্রতি পর্যন্ত অপবাদ রটাইতে কুণ্ঠিত হইত না। কোন এক সময়ের ঘটনা– বনী-ইসরাঈলদের একটি বর্বরতা এই ছিল যে, তাহারা প্রকাশ্যে উলঙ্গ হইয়া গোসল করিত। মূসা (আঃ) ঐরূপ করিতেন না, তিনি পূর্ণ পর্দার মধ্যে গোসল করিতেন। হযরত মূসার এই আবশ্যকীয় কার্যকে ভিত্তি করিয়া তাহার অপবাদ রটাইল যে, মূসার শরীরের গোপন অংশে কোন ঘৃণিত রোগ আছে; সেই জন্যই সে অন্যের সম্মুখে উহা খুলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। এই পন্থায় তাহারা হযরত মূসাকে লোক সমক্ষে হেয় করার চেষ্টা করিল এবং তাঁহার প্রতি লোকদের ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া জনগণকে তাঁহার হইতে বিচ্ছিন্ন রাখার ফন্দি করিল।

মূসার মাধ্যমে লোকদের মধ্যে হেদায়াত প্রচারের ব্যাপারে উক্ত ঘটনা বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল। ঐ অপবাদটি এক প্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আকার ধারণ করিয়া বসিল। সুতরাং দয়াময় আল্লাহ তাআলা সাধারণ বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের হেদায়াতপ্রাপ্তির পথ হইতে ঐ কন্টক দূরীভূত করারও ব্যবস্থা

করিলেন; হেদায়াত লাভ করিতে পয়গম্বরের শরণাপন্ন না হওয়ার পক্ষে যেন কাহারও জন্য কোন অজুহাতের অবকাশ বাকী না থাকে।

একদা মূসা (আঃ) নির্জনে গোপন স্থানে একটি পাথরের উপর স্বীয় কাপড় রাখিয়া গোসল করিতেছিলেন। অকস্মাৎ ঐ পাথরটি তাঁহার কাপড় লইয়া ছুটিয়া চলিল। মূসা (আঃ) তাড়াহুড়া ও ব্যতি-ব্যস্ততার মধ্যে পাথরের এই ঘটনায় স্তম্ভিত অবস্থায় কাপড় উদ্ধারের জন্য উহার পিছনে দৌড়াইলেন। আল্লাহর এমনই কুদরত যে, নিজের বস্ত্রহীন অবস্থার প্রতি হযরত মূসার লক্ষ্য রহিল না। পাথরটি সোজাসুজি একদল অপবাদকারী বনী-ইসরাঈলের সম্মুখে আসিয়া থামিল। মূসাও উহার পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং পাথর হইতে স্বীয় কাপড় উঠাইয়া পরিধান করিলেন। আল্লাহর কুদরতের লীলায় আকস্মিক ঘটনার মাধ্যমে অপবাদকারীদের মিথ্যা প্রকাশিত হইয়া গেল।

বাস্তবিকই রহমানুর রহীম আল্লাহ তাআলা কত দয়ালু দয়াময় যে, স্বীয় বান্দাদের হেদায়াত প্রাপ্তির জন্য কত ছোট ছোট প্রতিবন্ধকতা দূর করার প্রতিও কিরূপে বিশেষ দৃষ্টি দান করিয়া থাকেন। এই ঘটনা তাহারই একটি নজির। পবিত্র কোরআনেও এই ঘটনার ইঙ্গিত রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ـ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা মূসাকে মর্মাহত করিয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁহাকে তাহাদের অপবাদ হইতে অব্যাহতি দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আর মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি বড় উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন ছিলেন।

১৬৪২। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, হযরত মূসা (আঃ) অতিশয় হায়াদার-লজ্জাশীল ছিলেন; স্বীয় শরীর সর্বদা সম্পূর্ণ আবৃত রাখিতেন– তাঁহার শরীর খোলা অবস্থায় কেহ দেখিতে পারিত না; তহাতে তিনি লজ্জাবোধ করিতেন।

এই ব্যাপারটিকে ভিত্তি করিয়া বনী-ইসরাঈলদের একদল লোক হযরত মূসাকে কষ্ট দিল– তাহারা এই অপবাদ রটাইল যে, মূসার শরীরে নিশ্চয় কোন আয়েব বা গোপন দোষ আছে, তাই তিনি স্বীয় শরীরকে ঢাকিয়া রাখায় বিশেষ তৎপর। (তাহারা হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে অপবাদ রটাইয়াছিল যে, তাঁহার গুপ্ত শরীরাংশে শ্বেত রোগ কিংবা একশিরা বা কোড়লের রোগ অথবা অন্য কোন ঘৃণিত রোগ আছে)।

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হইল স্বীয় রসূল মূসা সম্পর্কে এই অপবাদ মুছিয়া দিবেন। হযরত মূসা একদিন একাকী নির্জন স্থানে স্বীয় কাপড়-চোপড় একটি পাথরের উপর রাখিলেন এবং গোসল করা আরম্ভ করিলেন। গোসল শেষ করিয়া যখন ঐ কাপড় লইবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন ঐ পাথর তাঁহার কাপড় লইয়া ছুটিয়া চলিল। হযরত মূসা (আঃ) সত্বর স্বীয় লাঠি হাতে লইয়া পাথরকে ধাওয়া করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে পাথর আমার কাপড়! হে পাথর আমার কাপড়! এমনকি (আশ্চর্যজনক পরিস্থিতি ও অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে তাঁহার লক্ষ্য একমাত্র পাথর ও কাপড়ের প্রতি নিবদ্ধ হইয়া গেল; বস্ত্রহীন হওয়ার খেয়াল রহিল না।) ঐ পাথর দৌড়িয়া বন-ইসরাঈলদের একটি মজলিসে আসিয়া থামিল; মূসা (আঃ) ও তথায় পৌঁছিলেন এবং তাড়াতাড়ি কাপড় লইলেন। মুহূর্তের জন্য উপস্থিত লোকগণ তাঁহাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখিয়া ফেলিল এবং তাহাদের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইয়া গেল যে, হযরত মূসার শরীর আল্লাহপ্রদত্ত সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এবং সব রকম দোষমুক্ত।

হযরত মূসা যথাসত্বর কাপড় পরিয়া স্বীয় লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত করিতে লাগিলেন, ফলে পাথরের গায়ে আঘাতের ৪/৫ টা রেখা পড়িয়া গেল। এই ঘটনাই হইল এই আয়াতের উদ্দেশ্য– (আয়াতটি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে)।

১৬৪৩। হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক উপলক্ষে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কিছু চিজ-বস্তু কতিপয় লোকের মধ্যে বন্টন করিলেন। সেই বন্টন উপলক্ষ করিয়া এক (মোনাফেক) ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, এই বন্টন কার্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা করা হয় নাই (নিজ স্বার্থের প্রতি লক্ষ রাখা হইয়াছে)।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি ঐ ব্যক্তির এইরূপ উক্তি শুনিতে পাইয়া তাহা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট প্রকাশ করিয়া দিলাম। হযরত (সঃ) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, এমনকি তাঁহার চেহারার উপর অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হইল। অতপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ মূসাকে বিশেষ বিশেষ রহমত দান করুন; তাঁহাকে ত আরও অধিক কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীছে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সর্বশেষ উক্তিটি আলোচ্য ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত ছিল।

কারুনের ঘটনা

দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনপতি এবং সর্বপ্রসিদ্ধ কৃপণ "কারুন" বনী-ইসরাঈল বংশধর এবং হযরত মূসারই চাচাত ভাই ছিল। ফেরাউনের আমলে বনী-ইসরাঈলদেরকে শোষণ করার জন্য ফেরআউন তাহাদের স্বজাতীয় কারুনকে তাহাদের উপর শোষণের ঠিকাদার নিযুক্ত করিয়াছিল। হযরত মূসার আবির্ভাবে ফেরআউন ধ্বংস হইল, বনী-ইসরাঈলগণ হযরত মূসার আশ্রয় পাইল। ফলে কারুনের আয়-আমদানীর পথ রুদ্ধ হইয়া গেল, তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি স্তিমিত হইয়া আসিল। এই আক্রোশে হযরত মূসার প্রতি তাহার অন্তরে শত্রুতা জন্মিল, কিন্তু মোনাফেকীর সহিত ঈমান প্রকাশ করিয়া সে ভক্ত সাজিয়া থাকিল। হযরত মূসার সম্মান ও প্রাধান্য বৃদ্ধিতে কারুনের অন্তর-অগ্নিও বৃদ্ধি পাইতেছিল। সময় সময় সে ধন-দৌলতের গরিমা দেখাইয়া স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকল্পে জাঁকজমকের প্রদর্শনী করিয়াও ব্যর্থ হইত। মূসা (আঃ) তাহাকে শরীয়তের হুকুম-আহকামের প্রতি আহবান করায়, বিশেষতঃ যাকাতের হুকুম এবং আল্লাহর রাস্তায় ধন ব্যয় করার আদেশে হযরত মূসার প্রতি তাহার চরম শত্রুতার সৃষ্টি হইল। সে হযরত মূসাকে কলঙ্কিত করার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করিল। এক নারীকে ধন-দৌলতের লালসা দেখাইয়া সম্মত করিল যে, সে কোন জনসভার মধ্যে সর্বসমক্ষে হযরত মূসার প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা তোহ্মত লাগাইবে। সেমতে একদিন মূসা (আঃ) এক জনসভায় ওয়াজ-নসিহত ফরমাইতেছিলেন, কারুন ঐ নারীটিকে তথায় উপস্থিত করিয়া তাহার দুশ্চক্রান্ত সিদ্ধ করার ব্যবস্থা করিল। ঐ নারী হযরত মূসার প্রতি অপবাদ লাগাইল। মূসা (আঃ) ঐ নারীকে আল্লাহর গজবের ভয় দেখাইয়া কসম খাইতে বলিলেন, ঐ নারীটি ভয় পাইয়া তাহার দাবী যে মিথ্যা তাহা স্বীকার করিল এবং কারুনের চক্রান্ত ফাঁস করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া দিল।

ঘটনা শ্রবণে ভীষণ জালালী তবিয়তের আজিমুশশান জলীলুল কদর পয়গাম্বর হযরত মূসা (আঃ) ভাবিলেন, এইরূপ ঘটনার দ্বারা তাঁহার প্রতি সর্বসাধারণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে উহা তাহাদের পক্ষে ভীষণ মারাত্মক এবং তাহাদের হেদায়াতের পথ রুদ্ধকারী হইবে। সুতরাং তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। এমনকি হযরত মূসা ঐরূপ কুচক্রী কারুনের প্রতি বদ দোয়া করিলেন। ফলে আল্লাহ তাহাকে তাহার ধন-দৌলত ও বাড়ী-ঘরসহ যমিনে ধসাইয়া দিলেন। পবিত্র কোরআনেও কারুনের এই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে–

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ۔ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهٗ
لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ ۔ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ۔ وَابْتَغِ

فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۔

নিশ্চয় কারুন মূসার জাতির একজন ছিল; সে অহঙ্কার ও গর্বে তাহাদের উপর গরিমা ও প্রাবল্য দেখাইত। আর আমি তাহাকে এত অধিক ধন-ভান্ডার দান করিয়াছিলাম যে, যাহার চাবিসমূহ শক্তিশালী লোকের একটা দল অতি কষ্টে উঠাইতে পারিত। ঐ ঘটনাটি স্মরণীয়, যখন কারুনের জাতি কারুনকে বলিল, তুমি অহঙ্কার করিও না। আল্লাহ প্রদত্ত ধন-দৌলত দ্বারা আখেরাতের জগতে শান্তি লাভের ব্যবস্থা কর এবং দুনিয়ার ধন-দৌলত হইতে আখেরাতের জন্য স্বীয় অংশ লইয়া যাওয়ার কথাও ভুলিও না। আর আল্লাহ ধন-দৌলত দ্বারা তোমার উপকার করিয়াছেন, তদ্রূপ তুমিও আল্লাহর বান্দাদের উপকার কর, দেশে বিপর্যয় ও অশান্তি ঘটাইও না; নিশ্চয় জানিও– আল্লাহ তাআলা ফাছাদকারীদের পছন্দ করেন না।

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ۔ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ۔ وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۔

কারুন বলিল, (আমার প্রতি আল্লাহর কি উপকার!) ধন-দৌলত ত আমার নিজস্ব জ্ঞান-গুণের দ্বারা লাভ হইয়াছে! (আল্লাহ বলেন, সে এত বড় দম্ভের কথা বলিল! তাহার ভয় হইল না?) সে কি জানে না, আল্লাহ তাহার পূর্বে অনেককে ধ্বংস করিয়াছেন যাহারা তাহার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, অধিক ধন-জনের অধকারী ছিল? আর (আখেরাতে ত আযাব আছেই। আল্লাহ তাহাদের সব অপরাধ জ্ঞাত আছেন;) অপরাধীদের অপরাধ জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হইবে না।

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ۔ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِىَ قَارُوْنُ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۔ وَلَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ۔

(এক দিনের ঘটনা–) কারুন বিশেষ সাজ-সজ্জা ও জাঁকজমকের সহিত তাহার জাতির দৃষ্টি আকর্ষণে বাহির হইল। যাহারা দুনিয়াভিলাষী ছিল তাহারা বলিতে লাগিল, হায়! যদি কারুনের ন্যায় ধন-দৌলত আমাদেরও হইত! বাস্তবিকই কারুন বড় ভাগ্যবান। পক্ষান্তরে তাহারা ঐ লোকগুলিকে বুঝাইয়া বলিল যাহারা ছিল প্রকৃত জ্ঞানী– তোমরা কি সর্বনাশের কথা বলিতেছ! জানিয়া রাখিও, যে ব্যক্তির ঈমান ও নেক আমল আছে তাহার পক্ষে আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিফল (কারূনের ধন–সম্পদ অপেক্ষা বহুগুণে) উত্তম হইবে অবশ্য ঐ প্রতিফল একমাত্র তাহারাই লাভ করিবে যাহারা (স্বীয় মাবুদের সন্তুষ্টির-পথে স্থির, দৃঢ়পদ ও) ধৈর্যধারণকারী হইবে।

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ۔ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۔ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۔

অতপর আমি আল্লাহ কারুনকে তাহার মহলসহ যমিনে ধসাইয়া দিলাম। কোন দল খাড়া হইল না যাহারা আল্লাহর মোকাবিলায় তাহার সাহায্য করিতে পারে। আর সে নিজেও জান বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে

পারিল না। ইতিপূর্বে যাহারা কারুনের ন্যায় হওয়ার আরজ-আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল, আজ তাহারা বলিতে লাগিল, বাস্তবিকই (ধন-দৌলতের আধিক্য ভাগ্যবান হওয়ার প্রমাণ নহে, ধন-দৌলতের ব্যাপারটা শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার উপর ন্যস্ত,) আল্লাহ (তাঁহার হেকমতে) স্বীয় বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার পক্ষে ইচ্ছা করেন রিযিক প্রশস্ত করেন, যাহার পক্ষে ইচ্ছা করেন সঙ্কীর্ণ করিয়া দেন। (তাহারা আরও বলিল,) যদি আল্লাহর করুণা আমাদের প্রতি না হইত, তবে নিশ্চয় আমাদিগকেও (কারূনের সঙ্গে) ধসাইয়া দিতেন; (আমরা কারুনকে ভাগ্যবান মনে করায় অপরাধী ছিলাম। এখন বুঝিতে পারিলাম,) বাস্তবিকই শেষ পরিণামে কাফেরদের সফলতা লাভ হয় না। (সূরা কাসাস-পারা ২০, রুকু ১১)

হযরত মূসা ও হযরত খিজিরের ঘটনা

এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত সুদীর্ঘ হাদীছ প্রথম খন্ডে ৯৭নং হাদীছরূপে অনূদিত হইয়াছে। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কোরআনেও ১৫-১৬ পারায় উল্লেখ আছে। যাহার তফসীর উল্লিখিত হাদীছের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

১৬৪৪। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "খাজের"কে খাজের নামে আখ্যায়িত করার সূত্র এই ছিল যে, তিনি একদিন ঘাস-পাতাবিহীন এক স্থানে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ ঐ স্থানটি সবুজ লক-লকে ঘাসে আচ্ছাদিত হইয়া গেল।

ব্যাখ্যা ঃ আরবী ভাষায় খাজরা শব্দের অর্থ "সবুজ"। এই ধাতু হইতেই "খাজের" শব্দ গৃহীত। আরবী ব্যাকরণ সূত্রে শব্দটি "খাজের" হওয়াই অবধারিত; অবশ্য সাধারণ প্রচলন সূত্রে "খিজির" বলাকেও শুদ্ধ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

হযরত খিজিরের আসল নাম "বাল্‌ইয়া।" তিনি কোন্ সময় হইতে দুনিয়াতে আছেন সে সম্পর্কে কাহারও মত এই যে, ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সময় হইতে তাঁহার আবির্ভাব। দুনিয়াতে কতদিন ছিলেন বা এখনও আছেন কিনা এ সম্পর্কে বহু মতভেদ আছে। তিনি নবী বা রসূল কিনা– সে সম্পর্কেও মতানৈক্য রহিয়াছে। অবশ্য কোরআন-হাদীছদৃষ্টে এতটুকু অবধারিত যে, তিনি আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভকারী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সৃষ্ট জগতের গুপ্ত রহস্যের বহু তথ্য-জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে দান করিয়াছেন।

হযরত রসূলুল্লাহর সঙ্গে মূসার মোলাকাত

রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মে'রাজে গিয়াছিলেন তখন বিশিষ্ট রসূলগণের মধ্যে হযরত মূসা এবং হযরত হারুনের সঙ্গেও তাঁহার মোলাকাত হইয়াছিল।

হযরত হারুনের সঙ্গে পঞ্চম আসমানে মোলাকাত হইয়াছিল বলিয়া বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে। হযরত মূসার সঙ্গে ষষ্ঠ আসমানে মোলাকাত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহাও উল্লেখ আছে যে, প্রত্যাবর্তনকালে পুনঃ হযরত মূসার সঙ্গে মোলাকাত হইয়াছিল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় উম্মতের জন্য দিবারাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরয নামাযের হুকুম লইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, কিন্তু হযরত মূসার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে নয় বার আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হইয়া পাঁচ পাঁচ ওয়াক্ত কম করিতে করিতে সর্বশেষ আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত মোকাররার করিয়া দেন। কিন্তু এই পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যেই পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব দানের ঘোষণা দ্বারা পঞ্চাশের তাৎপর্য বজায় রাখেন। বিস্তারিত বিবরণের হাদীছ পঞ্চম খন্ডে মে'রাজ শরীফের বয়ানে উল্লেখ হইবে।

১৬৬৫। হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আকৃতি অনুমান করিতে তোমরা তোমাদের পয়গম্বরের (তথা আমার) প্রতি দৃষ্টি কর। আর মূসা (আঃ) ছিলেন বাদামী বর্ণের, তাঁহার দেহের মাংস জমাট বাঁধা, খুব মজবুত ছিল। একটি লাল উট যাহার নাকের দড়ি খেজুর গাছের ছোবড়ার তৈয়ারী, উহার উপর আরোহণ করিয়া তিনি হজ্জের সফর করিয়াছিলেন। তখন পর্বত পথ অতিক্রমে নিচের দিকে অবতরণকালে তিনি যে, হজ্জের তলবিয়া ও তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া যাইতেছিলেন সেই দৃশ্য আমি যেন এখনও দেখিতেছি। (পৃষ্ঠা–৪৭৩)

ব্যাখ্যা ঃ ইহুদীদের কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাস, মুসলমানদের কেবলা কা'বা শরীফ। কা'বা শরীফ শ্রেষ্ঠ, হজ্জ চিরকাল কা'বা শরীফেই হইয়াছে; সমস্ত নবীগণ কা'বা শরীফেই হজ্জ করিয়াছেন। ইহুদীরা মুসলমানদের কেবলার এই বৈশিষ্ট্য খন্ডনে মিথ্যা দাবী করিত যে, তাহাদের নবী মূসা (আঃ) হজ্জ করেন নাই। তাহাদের এই দাবী মিথ্যা প্রমাণিত করিতে হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক হজ্জের তলবিয়া পড়িতে কা'বা শরীফের দিকে আসিবার অতীত দৃশ্য আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বিশেষ কুদরতে অবলোকন করাইয়াছেন। আলোচ্য হাদীছে হযরত (সঃ) তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। যেরূপ ৬৯৭ নং হাদীছে হযরত (সঃ) মূসা আলাইসিস সালামের সমাধির বর্ণনাও এইভাবে দিয়াছেন।

হাশরের মাঠে হযরত মূসা

হাশরের মাঠে হিসাব আরম্ভ হইবার পূর্বে হাশর মাঠের বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থায় যখন মানুষ অস্থির হইয়া পড়িবে এবং বিভিন্ন পয়গম্বরগণের খেদমতে উপস্থিত হইয়া সুপারিশ কামনা করিবে, তখন ইব্রাহীম (আঃ) তাহাদিগকে হযরত মূসার নিকট উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দিবেন। সকলে হযরত মূসার নিকট উপস্থি হইয়া বলিবে, হে আল্লাহর রসূল মূসা! আপনাকে আল্লাহ তাআলা রসূল বানাইয়া অতঃপর আপনার সঙ্গে কালাম করিয়া আপনাকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করিয়াছিলেন; আপনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের জন্য সুপরিশ করুন। তখন তিনি মিসরে অবস্থানকালে এক কিব্‌তীকে মারিয়া ফেলার অপরাধ উল্লেখ করিয়া স্বীয় ভয়-ভীতি প্রকাশ করতঃ তাহাদিগকে হযরত ঈসার নিকট উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দিবেন। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের হাদীছ ইনশা আল্লাহ তা'আলা হাশরের বিবরণে উল্লেখ হইবে।

হযরত শোআ'য়ব (আঃ)

শোআ'য়ব আলাইহিস সালামের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক এবং মোফাসেসর ও মোহাদ্দেছগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একজন লেখকের বয়ান মতে দেখা যায়, হযরত শোআ'য়বের আবির্ভাব হযরত মূসার আবির্ভাবকালের অনেক পরে, প্রায় ৭০০ বৎসরের ব্যবধানে।

(কাছাছুল কোরআন ১-৩৩৫)।

আবার অনেকের মত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত তাঁহারা বলেন, হযরত শোআ'য়েবের আবির্ভাব হযরত মূসার অনেক পূর্বে ছিল হযরত লূত আলাইহিস সালামের নিকটবর্তীকালে কাছাছুল কোরআন ১-৩৩৫)।

এই মতামতদ্বয় সূত্রে ইহা সুস্পষ্ট যে, মূসা (আঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে মিসর দেশে একটি হত্যাকান্ডের আসামী হইয়া মিসর ত্যাগ করত "মাদইয়ান" অঞ্চলে উপস্থিত হইবার পর যে বৃদ্ধের ঘরে আশ্রয় পাইয়াছিলেন এবং অবশেষে সেই বৃদ্ধ হযরত মূসার শ্বশুর হইয়াছিলেন– সেই বৃদ্ধ হযরত শোআ'য়ব নহেন; অন্য কোন ব্যক্তি ছিলেন। পবিত্র কোরআনে উক্ত ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহার বিস্তারিত বিবরণ হযরত মূসার বয়ানে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কোরআনে সেই লোকটির নাম ও পরিচয় প্রকাশ করা হয় নাই। হাদীছ ভান্ডারেও কোন বিবরণ আসে নাই। পবিত্র কোরআনে তাঁহাকে শুধু شَيْخٌ كَبِيْرٌ "শায়খুন-কবীর" তথা অধিক বয়সের বৃদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিশিষ্ট তফসীরকার ইবনে কাসীর ও ইবনে জরীর এই ব্যক্তি সম্পর্কে নির্দিষ্টরূপে কিছু বলা হইতে বিরত থাকার পথ অবলম্বন করিয়াছেন। অনেকে দৃঢ়তার সহিতই বলিয়াছেন যে, এই ব্যক্তি হযরত শোআ'য়ব (আঃ) ছিলেন। হাসান বসরী (রঃ), ইমাম মালেক (রঃ) প্রমুখ আলেমগণের মত এবং সাধারণ্যে প্রচলিত মত ইহাই যে, হযরত মূসার শ্বশুর ঐ বৃদ্ধ হযরত শোআয়েবই ছিলেন। এই সূত্রে ইহা অবধারিত যে, উভয়ের সময়কাল লাগালাগিই ছিল এবং হযরত শোআ'য়ব "মাদ্‌ইয়ান" ও "আইকাহ্"-বাসীদের নবী ছিলেন, আর হযরত মূসা (আঃ) বনী-ইসরাঈলদের প্রতি রসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

হযরত শোআ'য়ব ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বংশধরই ছিলেন। ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের তিন স্ত্রী ছিলেন। (১) ছারাহ্ (আঃ) যাঁহার গর্ভের ইসহাক (আঃ) ছিলেন এবং তাঁহারই পুত্র ছিলেন ইয়াকুব (আঃ), যাঁহার নাম "ইসরাঈল" ছিল। তাঁহার হইতে বনী ইসরাঈলের বংশধর। (২) হাজেরাহ (আঃ) যাঁহার গর্ভে ইসমাঈল (আঃ) এবং তাঁহার বংশের মধ্যে একমাত্র নবী আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইয়াছেন, যাঁহার উপর নবুয়তের সেলসেলাহ শেষ হইয়াছে। (৩) "কতুরা" (আঃ) তাঁহার গর্ভে হযরত ইব্রাহীমের ছয় ছেলে ছিল। একজনের নাম ছিল "মাদ্‌ইয়ান"। তাঁহার বংশধর যে অঞ্চলে বসবাস করিতেছিল উহার নাম তাঁহারই নামানুসারে "মাদ্‌ইয়ান" ছিল। সেই মাদ্‌ইয়ানের বংশেই হযরত শোআ'য়বের জন্ম। প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ মতামত অনুসারে হযরত শোআ'য়বের প্রপিতামহ ছিলেন "মাদইয়ান"। এই সূত্রে হযরত শোআ'য়বের নসব তিন জনের মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীমের সঙ্গে মিলিত হয়।

(তফসীর হক্কানী, ৪-১৪৪ দ্রঃ)

ভৌগলিক বিবরণ

কম-বেশ ১২৫ মাইল দীর্ঘ আকাবা উপসাগরের পূর্বকূল এবং তৎসংলগ্ন লোহিত সাগরের উপকূলীয় অংশবিশেষসহ ফিলিস্তিন ও আরবের মধ্যবর্তী উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকাই "মাদইয়ান" অঞ্চল। উহার কেন্দ্রীয় শহরকে মাইদয়ান বলা হয়, যাহা লোহিত সাগর হইতে আকাবা উপসাগরের উপৎপত্তিস্থলের সন্নিকটস্থ এলাকায়ই অবস্থিত ছিল। হযরত শোআ'য়ব (আঃ) নিশ্চয়ই এই কেন্দ্রীয় শহর মাদইয়ানেরই বাসিন্দা ছিলেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন–

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْ اُمِّهَا رَسُوْلاً ... .

"আপনার প্রভু কোন বস্তিকে ধ্বংস করেন নাই যাবত না উহার কেন্দ্রীয় শহরে রসূল পাঠাইয়াছেন, যিনি এলাকাবাসীকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন (এবং তাহারা উহা উপক্ষো করিয়াছে)।

(পারা ২০ রুকু ৯)

কাহারও মতে, মাদইয়ান এলাকার বিস্তার আরও উত্তরে জর্দানস্থিত মাআ'ন পর্যন্ত ছিল। সেমতে হযরত লূতের উম্মতের ধ্বংস প্রাপ্ত বস্তি অঞ্চল- "মরু সাগর" এলাকার কাছাকাছি পর্যন্ত মাদইয়ানের বিস্তার ছিল।

পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ রহিয়াছে, وما قوم لوط منكم ببعيد হযরত শোআ'য়ব (আঃ) স্বীয় জাতিকে আল্লাহর আযাব ও গযব হইতে সতর্ককরণার্থে চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, "লূতের উম্মতগণ তোমাদের হইতে অধিক ব্যবধানে নহে"– তোমরা উহার অবস্থা দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ কর। অবশ্য হযরত শোআ'য়বের যুগও হযরত লূতের যুগের নিকটবর্তীই ছিল।

এই মাদ্‌ইয়ানবাসীদের প্রতি শোআ'য়ব (আঃ) রসূলরূপে প্রেরিত ছিলেন, যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে আছে। কোন কোন আয়াতে হযরত শোআ'য়বকে "আইকাহ্'বাসীদের রসূলও বলা হইয়াছে। এ স্থলে ঐতিহাসিক ও তফসীরকারগণের মতভেদ হইয়াছে। এক মত এই যে, "মাদ্‌ইয়ান" ও "আইকাহ্" ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল; শোআ'য়ব (আঃ) উভয় অঞ্চলবাসীর প্রতি রসূল ছিলেন। অপর মত এই যে, মাদ্‌ইয়ান অঞ্চলকেই

"আইকাহ্" বলা হইত। "আইকাহ্" অর্থ বন বা জঙ্গল– যে স্থানে গাছ-পালা ও বৃক্ষাদির আধিক্য হয়। মাদ্ইয়ান অঞ্চলটি উপকূলবর্তী এলাকা হওয়ায় তথাকার মাটি আর্দ্রতাপূর্ণ ছিল এবং তথায় ঘন বন-জঙ্গল ছিল, এই সূত্রে ঐ মাদইয়ানকেই "আইকাহ্" বলা হইত।

মাদ্ইয়ানবাসীর অবস্থা

শেরেক ও মূর্তি পূজা তাহাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। শেরেক ও মূর্তি পূজার পর এই জঘন্যতম দুষ্কৃতিও তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছিল যে, লেন-দেনের মধ্যে মাপিয়া লইতে হেরফের করিয়া বেশী লইত এবং দিতে কম দিত। ইহা এক জঘন্যতম অপরাধ, এই অপরাধের পরিণাম অতি ভয়াবহ; যাহার সম্পর্কে আমাদের পবিত্র কোরআনেও ঘোষণা রহিয়াছে–

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ - وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ -

"ভীষণ শাস্তি ও দুরবস্থার সম্মুখীন ঐ ব্যক্তিগণ যাহারা লোকদের নিকট হইতে আদায় করার সময় পুরাপুরা আদায় করে, অথচ লোকদিগকে পাত্র বা পাল্লা-বাটখারা দ্বারা মাপিয়া দিবার সময় তাহাদের প্রাপ্য হইতে কম দেয়।" এই অপরাধ মাদ্ইয়ানবাসী সমগ্র জাতির দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল; তদুপরি তাহারা রাহাজানি ও ডাকাতির অভ্যাসেও অভ্যস্ত ছিল। হযরত শোআ'য়ব (আঃ) তাহাদিগকে বহু রকমে বুঝাইলেন এবং সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহারা উল্টা হযরত শোআ'য়াবকে ভীতি প্রদর্শন পূর্বক তাঁহাকে তাহাদের পথের পথিক হইতে বলিল। অন্যথায় তাঁহাকে এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার হুমকি দিল। তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা প্রোপাগান্ডাও আরম্ভ করিয়া দিল, ফলে তাহাদিগকে আল্লাহ তাআলা পাকড়াও করিলেন, তাহাদের উপর আল্লাহর গযব নামিয়া আসিল, অতপর সব ধ্বংস হইয়া গেল।

মাদ্ইয়ানবাসীর উপর আল্লাহর গযব

পবিত্র কোরআনে ঐ জাতির ধ্বংস সম্পর্কে বিভিন্ন আযাবের উল্লেখ আছে– (১) ভয়াবহ ভূচাল ভূ-কম্পন এবং (২) ভয়ানক গর্জন ও বিকট আওয়াজ। এতদ্ভিন্ন আরও একটি আযাবের উল্লেখ রহিয়াছে– فاخذهم عذاب يوم الظلة "হযরত শোআ'য়বের বিদ্রোহীগণকে মেঘ-খন্ডের আযাব পাকড়াও করিল।" মেঘ-খন্ডের আযাবের বিবরণে বর্ণিত আছে– ঐ লোকদের উপর আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে অস্বাভাবিক গরম ও উত্তাপ আবর্তিত হইল। সেই গরম ও উত্তাপে তাহারা ছুটাছুটি করিতেছিল, হঠাৎ প্রত্যেক এলাকায় এক একটি মেঘ-খন্ডের আবির্ভাব হয় এবং উহা হইতে শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়। সমস্ত লোক ঐ মেঘ খন্ডের নীচে জমায়েত হয়। তৎক্ষণাৎ উহা হইতে প্রবল বেগে অগ্নি বর্ষিত হইয়া মুহূর্ত মধ্যে কাফেরগোষ্ঠী জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই ভস্ম হইয়া গেল।

পবিত্র কোরআনে যে স্থানে উপরোক্ত আযাবের উল্লেখ আছে তথায় হযরত শোআ'য়বের বিদ্রোহীগণকে اصحاب الايكة বন-জঙ্গলবাসী" বলা হইয়াছে। اصحاب مدين মাদইয়ানবাসী আর اصحاب ايكة আইকাহ্ বা বনবাসী দুইটি জাতির নাম, না এক জাতির নাম এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মতভেদ বর্ণিত হইয়াছে। দুই জাতি হইলে মাদয়নবাসীদের উপর প্রথমোক্ত দুই প্রকারের আযাব আসিয়াছিল, আর তৃতীয় আযাব আসিয়াছিল আইকা্বাসীদের উপর। উভয় নামে একই জাতি হইলে তিন প্রকারের আযাব তাহাদের উপরে এইরূপে আসিয়াছিল যে, প্রথমে ভয়ানক ভূকম্পন ও ভীষণ তর্জন-গর্জন দ্বারা তাহাদের মধ্যে

ত্রাসের সৃষ্টি করা হইয়াছিল যাহাতে তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া ভীষণ উত্তাপের দরুন বাড়ী-ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় মেঘখন্ড আসিয়া তাহাদের উপর অগ্নিবর্ষণ করে এবং নিজেদের দেশ-খেশের মধ্যে থাকাবস্থায়ই তাহারা ধ্বংস হইয়া যায়।

তলদেশ হইতে ভূকম্পন আর উর্ধ্বদেশ হইতে বিকট আওয়াজ ও গর্জন ও এবং অগ্নিবর্ষণ- এই সবের মধ্যে কাফের ও আল্লাহ-রসূলের বিদ্রোহীগণ ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। পর দিন মনে হইতেছিল– এই দেশে যেন কোন বসবাসকারীর অস্তিত্বই ছিল না। আল্লাহ তাআলার ক্রোধানলে পতিত লোকদের পরিণাম এইরূপই হয়। পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় ঐ জাতির ইতিহাস–

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۔ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۔ وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۔ وَاذْكُرُوْا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۔

অর্থ ঃ মাদইয়ানবাসীর প্রতি তাহাদের বংশধর এক ভাই– শোআ'য়বকে রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তাহাদিগকে আহবান জানাইয়াছিলেন, হে আমার জাতি! আল্লাহর গোলামী ও বন্দেগী কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মা'বুদ নাই; এই দাবীর উপর উজ্জ্বল প্রমাণ আমার মারফত তোমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে, সে মতে তোমরা (আল্লাহর আদেশ পালন পূর্বক) দেয়ার সময় মাপে ও ওজনে পুরাপুরি দিও; আর লোকদের তাহাদের প্রাপ্য কম দিও না এবং দেশে শান্তির পর (আল্লাহদ্রোহিতা এবং ঠকাঠকি ও চুরি-ডাকাতির দ্বারা) অশান্তি সৃষ্টি করিও না। ইহা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস কর। আর রাস্তা-ঘাটে বসিয়া ঈমানের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণকে ভীতি প্রদর্শন করিও না এবং আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টি করিও না, উহার মধ্যে বক্রতা দেখাইবার চেষ্টা করিও না। আর এই বিশেষ নেয়ামত স্মরণ কর যে, তোমরা সংখ্যায় নগণ্য ছিলে, তিনি তোমাদিগকে সংখ্যাগুরু করিয়াছেন। আর তোমরা বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় চোখ দিয়া দেখ, নাফরমান ফাসাদকারীদের পরিণাম কি হইয়াছে !

وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۔

এত বুঝান সত্বেও যদি তোমাদের শুধু একদল ঈমান আনিয়াছে অপর দল ঈমান আনে নাই, তবে (তাহাদের আল্লাহই যাহা করেন করিবেন;) তোমরা ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা কর– যাবত না আল্লাহ আমাদের মধ্যে তথা ঈমান গ্রহণকারী ও বর্জনকারীদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেন, তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا ۔ قَالَ اَوَ لَوْ كُنَّا كَارِهِيْنَ ۔ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ۔ وَمَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۔ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ۔

সর্দার শ্রেণীর লোকগণ হুমকি দিল যে, হে শোআ'য়ব! তোমার সমস্ত দলবলসহ যদি আমাদের পথের পথিক না হইয়া যাও তবে নিশ্চয় আমরা তোমাদের সকলকে আমাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দিব। শোআ'য়ব (আঃ) বলিলেন, তোমাদের পথ আমাদের নজরে অত্যন্ত ঘৃণিত ও জঘন্য, তবুও কি তোমরা আশা কর আমরা তাহা গ্রহণ করিব? আল্লাহ আমাদিগকে তোমাদের পথ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। এর পরও যদি আমরা সেই পথের পথিক হই, তবে আমরাও (তোমাদের ন্যায়) আল্লাহ সম্পর্কে মনগড়া মিথ্যা মতবাদ পোষণকারী সাব্যস্ত হইব। আমাদের সম্পর্কে এই সম্ভাবনা মোটেই নাই যে, আমরা তোমাদের পথের পথিক হইব। অবশ্য যদি আমাদের মালিক আল্লাহ তাহা চাহেন, (কিন্তু আল্লাহ ঐরূপ চাহেন না। কারণ) আমাদের প্রভু আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে অবহিত। আমরা সেই আল্লাহর উপর ভরসা করিলাম। প্রভু হে! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে শেষ ফয়সালা করিয়া দাও, তুমিই উত্তম ফয়সালাকারী।

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ـ

কাফের সর্দাররা ইহাও প্রচার করিল যে, হে দেশবাসী! যদি তোমরা শোআ'য়বের অনুসরণ কর তবে তোমরা ভয়ানক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হইবে।

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ـ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ـ

পরিণামে প্রচন্ড ভূ-কম্পন তাহাদেরকে ঘিরিয়া ধরিল, ফলে তাহারা নিজ নিজ ঘরে (বা নিজ দেশেই) উপুড় হইয়া মরিয়া রহিল; সারাদেশ নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল– যেন তথায় ঐ দেশবাসীর বসবাসই ছিল না। যাহারা শোআ'য়বকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছিল তাহারা ভীষণ ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হইল।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ـ

অতপর হযরত শোআ'য়ব ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিলেন, তাহাদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না এবং অনুতাপ আক্ষেপে বলিলেন, হে আমার জাতি! তোমাদিগকে পরওয়ারদেগারের সমুদয় বিষয়াবলী পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই; এখন তোমাদের ন্যায় কাফেরদের ব্যাপারে আক্ষেপ অনুতাপ কিরূপে আসিতে পারে?

(৮ পারার শেষের ৯ পারা আরম্ভ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ মাদ্‌ইয়ান ও আইকাহ্‌বাসী কাফেরদের উপর আল্লাহর গযব আসিয়াছিল, কিন্তু মোমেনগণ অক্ষত রহিয়াছিল। কাফেরদের ধ্বংস হওয়ার পর হযরত শোআ'য়ব (আঃ) ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছিলেন সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কাহারও মতে হযরত শোআ'য়ব অবশিষ্ট মোমেনগণকে লইয়া "আদন" হইতে পূর্বে অবস্থিত আরব সাগরের উত্তর উপকূলে "হায্‌রামাউত" অঞ্চলে চলিয়া আসিয়াছিলেন। এমনকি বর্তমানেও তদঞ্চলে শোআ'য়বের কবর নামে একটি কবর বিদ্যমান আছে। (কাছাছুল কোরআন)

"রুহুল মাআনী" তফসীরে আছে– হযরত শোআ'য়ব মোমেনগণকে লইয়া মক্কায় চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার কবরও তথায়ই অবিস্থত।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْ اَرٰكُمْ بِخَيْرٍ وَاِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ـ وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا

الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ـ بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ـ

মাদ্‌ইয়ানবাসীদের প্রতি তাহাদেরই এক ভ্রাতা শোআয়বকে রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! এক আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্ব কর: তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নাই। আর মাজে ওজনে কম দিওনা; তোমরা স্বচ্ছলতার মধ্যে আছ, তোমাদিগকে ভাল অবস্থায়ই দেখিতেছি: (অন্যকে ঠকাইবার প্রয়োজন হয় না। ঐ অভ্যাস ত্যাগ না করিলে) আমি তোমাদের উপর সর্বগ্রাসী আযাবের আশঙ্কা করিতেছি। হে আমার জাতি! লোকদিগকে মাপে-ওজনে তাহাদের পূর্ণ প্রাপ্য দিও; (চুরি ডাকাতি, ঠগবাজি ইত্যাদি দ্বারা) দেশে অশান্তি সৃষ্টি করিও না। এই সব অবৈধ উপায় ত্যাগ করতঃ হক হালালীরূপে আল্লাহর দান যাহা কিছু থাকে তাহাই তোমাদের পক্ষে উত্তম; তোমরা যদি বিশ্বাস কর তবে আমার কথা গ্রহণ কর (সত্য পথ দেখাইলাম- ইহাই আমার দায়িত্ব)। আমি তোমাদের উপর চৌকিদার নহি।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰؤُ ـ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ـ

তদুত্তরে তাহারা বলিল, হে শোআ'য়ব! মনে হয় তোমার নামায-রোজা তোমাকে এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পূজনীয় দেব-দেবীকে ছাড়িয়া দেই এবং আমরা নিজেদের ধন-সম্পত্তির মধ্যে নিজেদের ইচ্ছানুসারে তছরুপ না করি। তুমি যেন একটা জ্ঞান বুদ্ধির বস্তা।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ـ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ـ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ـ

শেআ'য়ব্ (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি! বল ত দেখি- আমি (আমার দাবীতে) যদি আমার প্রভু হইতে প্রাপ্ত দলিল প্রমাণের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তাঁহার হইতে এক বিশেষ সম্পদ (তথা নবুয়ত) প্রাপ্ত হইয়া থাকি (এমতাবস্থায় আমি উহার প্রচার না করিয়া পারি কি? উহা প্রত্যাখ্যান করার পরিণাম তোমাদের কি হইবে)? আর আমি তোমাদের যাহা নিষেধ করি নিজেও আমি উহার বিপরীত করি না। আমি যথাসাধ্য সংশোধন ও শান্তি আনয়নেরই চেষ্টা করি এবং সব কিছুর সামর্থ আল্লাহর তরফ হইতেই পাই। তাঁহারই উপর আমার ভরসা ও তাঁহার প্রতিই আমি রুজু হই।

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ـ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ـ وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ـ اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ـ

হে আমার জাতি! আমার প্রতি শত্রুতায় তোমরা এমন কোন অপরাধ করিও না, যাহার ফলে তোমাদের উপর ঐ প্রকারের আযাব আসিয়া পড়ে যেরূপ আযাব নূহের জাতি, হুদের জাতি এবং সালেহ্-এর জাতির উপর পড়িয়াছিল; আর লূত-জাতির দেশ বা কাল ত তোমাদের হইতে অধিক দূরে নহে (তাহাদের অবস্থা তোমাদের চোখের সম্মুখেই রহিয়াছে)। আর তোমরা তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে (পূর্বকৃত অপরাধ সমূহের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর (আগামীতে) একমাত্র সেই প্রভুর প্রতিই ধাবিত হও; নিশ্চয় আমার (ও তোমাদের সেই) প্রভু অতি দয়ালু ও স্নেহবান।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۔ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ۔

তাহারা বলিল, হে শোআ'য়ব তোমার অনেক কথাই যুক্তিহীন– আমাদের বুঝে আসে না। আর তুমি ত আমাদের মধ্যে দুর্বল হিসেবেই বিবেচিত, তোমার গোষ্ঠী-জ্ঞাতি (আমাদেরই দলভুক্ত); তাহাদের খাতিরদারীর খেয়াল না হইলে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিয়া ফেলিতাম; আর আমাদের উপর তো তোমার কোনই প্রভাব নাই।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ ۔ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَاۤءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۔ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۔

শোআ'য়ব (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি! আমার গোষ্ঠী-জ্ঞাতি কি তোমাদের নিকট আল্লাহ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বের? (তোমরা গোষ্ঠী-জ্ঞাতির সম্ভ্রম কর,) অথচ মহান আল্লাহকে পিছনে ফেলিয়া রাখিয়াছ! নিশ্চয়ই আমার প্রভু তোমাদের সমস্ত কার্যাবলীর পূর্ণ খবর রাখেন।

وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ۔

হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের অবস্থার উপর কাজ করিয়া যাইতে থাক, আমি আমার অবস্থার উপর কাজ করিয়া যাইব। সত্বরই জানিতে পারিবে অপদস্থকারী আযাব কাহার উপর পতিত হয় এবং কে মিথ্যাবাদী। তোমরাও অপেক্ষা কর আমিও অপেক্ষায় আছি।

وَلَمَّا جَاۤءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۔ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۔ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ۔

যখন (ঐ বিদ্রোহীদের ধ্বংস সম্পর্কে আমার আদেশ উপস্থিত হইল তখন আমি শোআ'য়ব ও তাঁহার সঙ্গী মোমেনগণকে আমার বিশেষ রহমতে বাঁচাইয়া নিলাম। আর স্বৈরাচারীদের পাকড়াও করিল এক বিকট গর্জন; ফলে তাহারা ধ্বংস হইয়া গেল এবং দেশ-খেশের মধ্যেই নিজ নিজ বাড়ীতে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল (কেউ কাহারও সাহায্য করিতে পারিল না। তাহারা ধ্বংস হইয়া সারাদেশ নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল); যেন এই দেশে তাহাদের বসবাসই ছিল না। হে বিশ্ববাসী! দেখ– মাদ্‌ইয়ানবাসীও তদ্রূপ ধ্বংস হইয়া গেল যেরূপভাবে ছামুদ জাতি ধ্বংস হইয়াছিল। (সূরা হুদ পারা ১২ রুকু ৮)

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۔

আর আমি মাদ্‌ইয়ানবাসীদের প্রতি তাহাদেরই জ্ঞাতি শোআ'য়বকে রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! এক আল্লাহর দাসত্ব কর এবং পরকালের ভয় রাখিয়া চল, দেশের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۔

মাদ্‌ইয়ানবাসী শোআ'য়বকে অমান্য করিল; ফলে ভয়াবহ ভূ-কম্পন তাহাদিগকে পাকড়াও করিল, পরিণামে তাহারা নিজেদের বাড়ী-ঘরে উপুড় হইয়া মরিয়া রহিল। (পারা ২০ রুকু ১৬)

كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۔ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۔ وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۔ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ ۔ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۔ وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ۔ قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۔ وَمَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۔ فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۔

"আইকাহ্" (অরণ্য) বাসী সমস্ত রসূলগণের আদর্শ অমান্য করিয়াছিল; যখন শোআ'য়ব (আঃ) তাহাদের বলিয়াছিলেন, তোমরা ভয় ও সতর্কতা অবলম্বন কর না কেন? আমি তোমাদের জন্য সত্যবাদী রসূল রূপে আসিয়াছি। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করিয়া চল এবং আমার অনুসরণ কর। আর এই তবলীগ কার্যের কোন প্রকার প্রতিদান আমি তোমাদের নিকট চাহি না, আমার প্রতিদান তো একমাত্র সারা জাহানের প্রভুর নিকট রহিয়াছে।

তোমরা মাপে-ওজনে পুরাপুরি দিও কম দিও না; শুদ্ধ ও সঠিক মাপযন্ত্রের দ্বারা মাপিও, লোকদিগকে কম দিও না তাহাদের প্রাপ্য হক। আর দেশে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না। আর অন্তরে ভয় রাখিয়া চল ঐ প্রভু-পরওয়ারদেগারের, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদের এবং তোমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদেরকে। তাহারা বলিল, নিশ্চয় তুমি জাদুগ্রস্ত (হইয়া এই সব বলিতেছ)। তুমি ত আমাদেরই মত একজন মানুষ (রসূল হওয়ার দাবী সম্পর্কে) আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। আমাদের এইসব ধারণা যদি অবাস্তব হয় এবং বস্তুতঃ তুমিই সত্যবাদী হও, তবে আকাশ ভাঙ্গিয়া উহার বড় বড় খন্ড আমাদের উপর ফেলিয়া আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও।

قَالَ رَبِّىْ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۔ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۔

শোআ'য়ব (আঃ) বলিলেন, (আযাবের ক্ষমতাবান) আমার প্রভু-পরওয়াদেগার ভালরূপ জ্ঞাত আছেন যাহা কিছু তোমরা করিতেছ (তাঁহার নির্ধারণ অনুযায়ী আযাব আসিবেই)। তাহারা শোআ'য়বকে অমান্য করিল; ফলে মেঘখন্ডের ঘটনার আযাব তাহাদেরকে পাকড়াও করিল, নিশ্চয় উহা ছিল এক ভীষণ ও ভয়াবহ দিনের আযাব।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ ۔ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۔

নিশ্চয়ই এই ঘটনায় বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ রহিয়াছে। (তাহাদের উপর এই জন্যই আযাব আসিয়াছিল যে,) তাহাদের অধিকাংশই আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্য ছিল। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু সর্ব ক্ষমতার অধিকারী; (তাঁহার কার্যে বাধার সৃষ্টি করা যায় না) এবং অত্যন্ত দয়ালু (তাই কোন সময় আযাব বিলম্বে আসে বা ইহজগতে আযাব আসেও না)।

হযরত ইউনুস (আঃ)

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের বংশ পরিচয়ের কোন তথ্য ইতিহাস ভান্ডারে নাই। এ সম্পর্কে শুধু দুইটি কথাই পাওয়া যায়- (১) বোখারী শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে, হযরত ইউনুসের পিতার নাম "মাত্ত্বা" ছিল। (২) বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যে প্রমাণিত হয়, হযরত ইউনুস (আঃ) বনী ইসরাঈল বংশীয় নবী ছিলেন।

হযরত ইউনুসের সময় কাল সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইবনে হাজার (রঃ) কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাবলী দৃষ্টে মনে হয়- হযরত ইউনুসের আবির্ভাবকাল খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ছিল। (কাছাছুল কোরআন ২০২)

কোন কোন ইতিহাস বিশারদ তফসীরকার বিভিন্ন তথ্য-দৃষ্টে মন্তব্য করিয়াছেন- হযরত ইউনুসের আবির্ভাব খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে ছিল।

ইরাকের সুপ্রসিদ্ধ অঞ্চল "মাওসেল" (বর্তমান তৈল সমৃদ্ধ "মুসল" নামীয় এলাকা) এই অঞ্চলে "দিজলা" (তাইগ্রীস) নদের তীরবর্তী তৎকালীন রাজধানী, সুপ্রসিদ্ধ শহর "নিনওয়া" অঞ্চলের নবী ছিলেন হযরত ইউনুস (আঃ)।

হযরত ইউনুসের একটি বিশেষ ঘটনা পবিত্র কোরআনের একাধিক স্থানে উল্লেখ হইয়াছে। উহার বিবরণ এই যে, এক লক্ষ বিশ হাজার লোকের আবাদী অঞ্চল "নিনওয়া" এলাকার নবী হইয়া হযরত ইউনুস (আঃ) তথাকার অধিবাসীগণকে তাহাদের চিরাচরিত শেরেক- মূর্তি ও দেব-দেবীর পূজা ত্যাগ করার এবং আল্লাহ তা'আলার দ্বীন গ্রহণ করার প্রতি আহবান জানাইলেন। দীর্ঘ সাত বৎসরকাল তাহাদিগকে তবলীগ করিলেন, কিন্তু তাঁহার আহবানে দেশবাসী মোটেই কর্ণপাত করিল না। হযরত ইউনুস (আঃ) তাহাদিগকে আল্লাহর গযব ও আযাবের সতর্কবাণী শুনাইলেন, কারণ আল্লাহর দ্বীনের ও আল্লাহর নবীর সঙ্গে বিদ্রোহ করিলে পরিণামে আল্লাহর আযাব আসিয়া থাকে। ইউনুস (আঃ) নিনওয়াবাসীকে শত রকমে বুঝাইলেন, ভয় দেখাইলেন, সতর্ক করিলেন, কিন্তু আযাব আসিতে বিলম্ব হইল, তাই তাহারা তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না। হযরত ইউনুস (আঃ) তাহাদের প্রতি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া "নিনওয়া" ত্যাগ কল্পে তথা হইতে অন্যত্র যাত্রা করিলেন।

এ স্থলেই হযরত ইউনুস (আঃ)-এর একটু ভুল হইয়া গেল একজন নবীর পক্ষে এক দেশ ত্যাগ করতঃ অন্য দেশে চলিয়া যাওয়া, বিশেষতঃ যেই দেশে তবলীগ করার সেই জন্য নবী আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে আদিষ্ট হন, সেই দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া নবীর পক্ষে কোন অবস্থাতেই সঙ্গত হয় না, যাবত না আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে স্পষ্ট অনুমতি লাভ করিয়া নেন। ইহা একটি বাস্তব নিয়ম এবং সব নবীগণই এই রীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন।

আমাদের হযরত রসূলে করীম (সঃ) দীর্ঘ তের বৎসরকাল মক্কা নগরীতে অসহনীয় দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত অবস্থায় দিন কাটাইলেন। এমনকি ছাহাবীগণকে হিজরত তথা মক্কা ত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়ায় চলিয়া যাওয়ার অনুমতি দিলেন, পরে মুসলমানদের হিজরত স্থলরূপে খেজুর গাছের দেশ স্বপ্নে দেখিয়া তাহাদিগকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতিও দিয়াছিলেন, কিন্তু নিজে মক্কা হইতে হিজরত করেন নাই। এমনকি এ সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ইহাই বলিয়াছেন যে, আমি পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে এখনও মক্কা ত্যাগ করার অনুমতি পাই নাই, তবে (অবস্থাদৃষ্টে) আশা করি অনুমতি আসিয়া যাইবে। এই প্রতীক্ষায় তিনি আবু বকর (রাঃ)-কে হিজরত হইতে বারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং আবু বকর এই উদ্দেশে বিশেষ দুইটি উট যত্নের সহিত পুষিয়া রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ একদিন আকস্মিকরূপে উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরে হযরত

(সঃ) আবু বকরের গৃহে তশরীফ আনিলেন এবং বিশেষ গোপনীয়তার মধ্যে প্রকাশ করিলেন যে, মক্কা ত্যাগ করতঃ মদীনায় চলিয়া যাওয়া সম্পর্কে পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে আমার জন্য অনুমতি আসিয়া গিয়াছে। এই অবস্থার পরে রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা ত্যাগপূর্বক মদীনাপানে হিজরত করিয়াছিলেন।

অন্যান্য নবীগণের ইতিহাসেও এই রীতিই পরিলক্ষিত হয়। হযরত লূত (আঃ) তাঁহার দেশবাসীর দ্বারা কতই না নির্যাতিত হইতেছিলেন! কিন্তু আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট আদেশ না আসা পর্যন্ত ঐ দেশ ত্যাগ করেন নাই।

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের এখানেই ভুল হইল যে, আল্লাহ তা'আলার অনুমতির প্রতীক্ষা না করিয়া ঐ দেশ ত্যাগ করিবার উদ্দেশে তথা হইতে রওয়ানা হইয়া পড়িলেন। হযরত ইউনুসের কার্যের সপক্ষে যুক্তির অভাব ছিল না। কারণ, দীর্ঘ সাত বৎসরের তবলীগেও তাহাদের মধ্যে কোনই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই এবং তাহাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত বা আল্লাহ তা'আলার বিজ্ঞপ্তি অনুসারেও তাহাদের উপর আযাব অত্যাসন্ন হইয়াছিল। এমনকি আযাব আসিয়া পড়ার অবকাশস্বরূপ আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতেই যে, তিন দিন নির্ধারিত করা হইয়াছিল সেই তিন দিনের পূর্ণ দুই দিন গত হইয়া তৃতীয় দিনের মধ্যরাত্র আসিয়া গিয়াছিল, তবুও দেশবাসীর অবস্থার কোন পরিবর্তনই আসে নাই। এমতাবস্থায় ঐ অঞ্চলে অবস্থান করার কোন সুফল বা কার্যকারিতা দেখা যাইতেছিল না। এইসব ভাবিয়াই হয়ত হযরত ইউনুস (আঃ) ঐ দেশ ত্যাগে অন্যত্র রওয়ানা হইয়াছিলেন এবং ইহা যুক্তিযুক্তই মনে হয়। কিন্তু নবীগণের সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে এমন পর্যায়ের থাকে, যাহা সাধারণ সম্পর্কের অনেক উর্ধ্বে নবীগণের উপর অতি সূক্ষ্ম বিষয়কেও যাচাই-বাছাই করা কর্তব্য হয়, তাঁহাদিগকে চুলচেরা পদ্ধতিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়।

بود ادم دیدۂ نور قدیم # موئے در دیدہ بود کوہ عظیم ۔

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার দরবারে নবীগণের মর্যাদা মানব দেহের চোখ তুল্য; চোখের মধ্যে অতি সামান্য একটি লোম বা বালুকণাও পাহাড় সমতুল্য হইয়া দাঁড়ায়। তদ্রূপ নবীগণের মামুলী ত্রুটিও আল্লাহর দরবারে অনেক বড় বিবেচিত হয়– যে, এত বড় মর্যাদার অধিকারী হইয়া এতটুকু ত্রুটিই বা কেন করা হইল?

এই দৃষ্টিতেই আল্লাহ তাআলা হযরত ইউনুস (আঃ)-কে তাঁহার উক্ত ত্রুটির জন্য গেরেফত করিলেন– তাঁহাকে ভুলের মাসুলদানে পতিত করিলেন।

রাত্রিকালে ইউনুস (আঃ) "নিনওয়া" হইতে বাহির হইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। নিনওয়ার অনতিদূরেই দিজলা– তাইগ্রীস নদী (মানচিত্রের বিবরণে পূর্বেই বলা হইয়াছে, "নিনওয়া" দিজলা নদীর তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত)। ইউনুস (আঃ) নদী পার হওয়ার জন্য অন্যান্য লোকের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিলেন।*

নৌকাটি তীর হইতে দূরে আসার পরই উহা ডুবিয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। নৌকাটি যেরূপে আকস্মিক বিপদে পতিত হইল, তাহাতে ঐ দেশীয় লোকদের সাধারণ রেওয়াজ অনুসারে নৌকার মাঝি বলিল, আরোহীদের মধ্যে কোন একজন পলাতক গোলাম আছে; যে স্বীয় মনিবের অনুমতি ছাড়া পালাইয়া আসিয়াছে। সুতরাং সেই গোলামকে নৌকা হইতে ফেলিয়া না দিলে নৌকা রক্ষা করা সম্ভব হইবে না; অচিরেই নৌকা ডুবিয়া সকল আরোহীই ধ্বংস হইবে।

---

* ইউনুস আলাইহিস সালামের উল্লিখিত বিবৃত নৌকার ঘটনা কোথায় ঘটিয়াছিল সে সম্পর্কে তওরাতে ভূমধ্যসাগরের নাম উল্লেখ আছে। পবিত্র কোরআনে বা হাদীছে এ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ নাই। অবশ্য তফসীরকারগণের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ তফসীর রুহুল মাআ'নী ২৩-১৪৫ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, ঘটনাস্থল দিজলা– তাইগ্রীস নদী ছিল। ১২৭০ হিঃ সনে মৃত তথা মাত্র শতাধিক বৎসর পূর্বের এই তফসীরকার শেখ মুহাম্মদ আলুসী বাগদাদী তথায় ইহাও লিখিয়াছেন যে, "আমি নিজে দিজলা নদের মধ্যে অনেক বড় বড় বিরাট আকারের মাছ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।" বর্তমানের দিজলা নদ তখন অনেক বড় ছিল। ইউনুস (আঃ)-এর যুগে কত বড় ছিল এবং তাহাতে কত বড় বড় মাছ ছিল তাহা আল্লাহ তাআলাই জানেন।

এই মতামতটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কারণ ভূগোল ও মানচিত্র দৃষ্টে দেখা যায়, নিনওয়া শহর দিজলা নদের তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত ছিল, উহা ভূমধ্য সাগরের ধারে-কাছেও নহে।

একজন বিশিষ্ট আলেমের লিখিত পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যায় ফোরাত নদীর নাম দেখা গেল এবং তিনি উল্লিখিত তফসীর রুহুল মাআ'নীরই বরাত দিয়াছেন। আমরা তফসীর রুহুল মাআ'নীকে বিশেষরূপে বার বার দেখিলাম, কিন্তু তথায় "ফোরাত" শব্দই নাই, বরং একাধিকবার দিজলা নদেরই নাম রহিয়াছে; মনে হয় উহা ছাপার ভুল।

অধুনা এই শ্রেণীর বিষয়াবলীর বিশেষ গবেষক একজন প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকারও দিজলা নদের নামই উল্লেখ করিয়াছেন।

ইউনুস (আঃ) ঘটনার সূচনা ও মর্ম বুঝিয়া ফেলিলেন। ঘটনার বিবরণ দানকারী কোন কোন বর্ণনাকারের মতে মাল্লাদের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং হযরত ইউনুসই অগ্রসর হইয়া বলিলেন, সেই পলাতক গোলাম আমিই, অতএব আমাকেই দরিয়ায় ফেলিয়া দাও। উপস্থিত লোকগণ মূল ঘটনা অবগত ছিল না; তাহারা হযরত ইউনুসের ন্যায় এমন একজন সুধী মানুষকে নদীতে ফেলিবে তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। যাই হউক–

অবশেষে ব্যালট প্রথায় অপরাধীর নাম বাহির করার ব্যবস্থা করা হইল, তাহাতে হযরত ইউনুসের নামই প্রকাশ পাইল। এমনকি তিন বার ঐ ব্যবস্থা করা হইল; প্রত্যেক বারই হযরত ইউনুসের নামই আসিল। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া সকলে তাঁহাকেই দরিয়ায় ফেলিয়া দিল। উপস্থিত একটি বিরাট মাছ তাঁহাকে আস্ত গিলিয়া ফেলিল।

আল্লাহ তাআলার কুদরত অসীম শিশু সন্তান মায়ের পেটে জরায়ুর ভিতর ঝিল্লি বা পর্দার আবরণের মধ্যে জীবিত থাকে– শুধু এক দুই দিন নহে, কয়েক মাস জীবিত থাকে; তদ্রূপ ইউনুস (আঃ) ঐ মাছের পেটে জীবিত ও অক্ষত রহিলেন।

ইউনুস (আঃ) মাছের পেটের ভিতর নিজেকে জীবিত পাইয়াই আরম্ভ করিলেন আল্লাহ তয়ালার দরবারে কান্না-কাটি, আবেদন-নিবেদন, তওবা-এস্তেগফার, স্বীয় ত্রুটির উপর অনুতাপ-অনুশোচনা। তাঁহার বিশেষ জপনা ছিল– لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ـ

অর্থাৎ "হে খোদা! একমাত্র আপনিই আমার প্রভু, আপনিই আমার মা'বুদ ও মকসুদ-মতলুব; আপনি ছাড়া কেহ মা'বুদ ও মকসুদ-মতলুব হইতে পারে না। আপনি পাক-পবিত্র (আপনার কোন কার্যে দোষ-ত্রুটির লেশমাত্র থাকিতে পারে না;) বস্তুতঃ আমিই অপরাধী (আপনি আমাকে ক্ষমা করুন)।"

তফসীরকারগণের কাহারও মতে তিন দিন কাহারও মতে দীর্ঘ চল্লিশ দিন মাছের পেটের ভিতর তওবা-এস্তেগফারের মধ্যে অতিবাহিত হইল। আল্লাহ তাআলা হযরত ইউনুসের ত্রুটি মার্জনা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিপদ মুক্তির ব্যবস্থা করিলেন। আল্লাহর আদেশে ঐ মাছটি কোন এক চরের মধ্যে বমি করিয়া হযরত ইউনুসকে ফেলিয়া গেল। আলো-বাতাসবিহীন আবদ্ধ স্থানে থাকিয়া তাঁহার শরীর নবজাত শিশুর শরীরের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। এমতাবস্থায় তিনি এক বালুচরে পতিত হইলেন– যেখানে পানাহারের কোন বস্তু ছিল না, এমনকি সূর্যের উত্তাপ হইতে ছায়া লাভেরও কোন উপায়-উপকরণ তথায় মোটেই ছিল না।

আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতে তথায় কদু-কুমড়া গাছের ন্যায় বড় বড় পাতার একটি উচু বৃক্ষ জন্মিল। ইউনুস (আঃ) ঐ গাছের বড় বড় পাতার ছায়ায় আশ্রয় পাইলেন এবং উহার ফল দ্বারা তাঁহার পানাহারের আবশ্যক পূরণ করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যে তাঁহার শরীর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

নিনওয়াবাসীদের অবস্থা

হযরত ইউনুস (আঃ) রাত্রিকালে নিনওয়া হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন; পর দিন ভোরবেলা হইতেই আল্লাহ তা'আলার গযব ও আযাবের ঘনঘটা ও নিদর্শন পরিলক্ষিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসী হযরত ইউনুসের সতর্কবাণী স্মরণ করিল, এবং তাঁহার সত্যবাদিতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাঁহার তালাশে ছুটাছুটি করিল, কিন্তু তাঁহাকে পায় কোথায়? তিনি ত শহর হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

হযরত ইউনুসকে না পাইয়া দেশবাসী অধিক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল এবং সকলে সমবেতভাবে বাড়ী-ঘর, আরাম-আয়েশ ত্যাগপূর্বক ময়দানে একত্রিত হইয়া পরওয়ারদেগারের দরবারে চীৎকার করিয়া কান্না-কাটি করিতে লাগিল। এমনকি পশুপালগুলিকে ঘাস-পানিবিহীন রাখিয়া এবং শিশু সন্তানগুলিকে মায়ের বুক হইতে পৃথক করিয়া রাখিল। একদিকে সেই সব নিষ্পাপদের চীৎকার, অপর দিকে অপরাধীদের

তওবা-এস্তেগফারের চীৎকার; ফলে তৎক্ষণাত করুণাময় আল্লাহ তাআলার রহমত তাহাদের প্রতি নাযিল হইল এবং অত্যাসন্ন গযব ও আযাব তাহাদের উপর হইতে হটিয়া গেল। আল্লাহ ও রসূলের বিরোধিতা হইতে তওবা-এস্তেগফারের উপর খাঁটি এবং পরিপক্করূপে পদস্থিতি হাসিল করায় তাহারা আযাব হইতে রক্ষা পাইয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট করুণার পাত্র হইয়া গেল।

একদিকে নিনওয়াবাসী সৎপথাবলম্বী হইয়া আল্লাহ তা'আলার করুণার পাত্র হইল, অপরদিকে হযরত ইউনুস (আঃ) ত্রুটি মার্জিত অবস্থায় বালুচরের মধ্যে বল-শক্তি ও স্বাস্থ্য পুনঃ ফিরিয়া পাইলেন। আল্লাহ হযরত ইউনুস (আঃ)-কে নিনওয়া শহরে প্রত্যাবর্তনের আদেশ করিলেন। তিনি তথায় ফিরিয়া আসিলেন। দেশবাসী তাঁহাকে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত অভ্যর্থনা করিল এবং পূর্ণ আনুগত্যের সহিত তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল। হযরত ইউনুস (আঃ) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঐ শহরবাসীদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকিয়া তথায়ই ইহকাল ত্যাগ করিলেন। বাগদাদ শহর এলাকায়ই এখনও তাঁহার সমাধিস্থল বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা যিয়ারতের সৌভাগ্য নরাধমের হইয়াছে। মূল ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ۔ فَلَوْلَا اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۔ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۔ فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ۔ وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ۔ وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ۔ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۔

নিশ্চয় ইউনুস রসূলরূপে প্রেরিতগণের দলভুক্ত ছিলেন। তখনকার ঘটনা একটি স্মরণীয় ঘটনা– যখন ইউনুস (তাঁহার নিযুক্তি স্থান বিনানুমতিতে ত্যাগ করতঃ পথ অতিক্রম করাকালে) একটি বোঝাই নৌকার নিকট পৌঁছিলেন, অতপর লটারি ব্যবস্থায় শরীক হইলেন; ফলে তিনি-ই অপরাধী সাব্যস্ত হইলেন এবং একটি মাছ তাঁহাকে গিলিয়া ফেলিল; তখন তিনি অনুতপ্ত ছিলেন। যদি তিনি সেই অবস্থায় তসবীহ– আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা জপনে লিপ্ত না হইতেন, তবে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত তাঁহাকে মাছের পেটেই থাকিতে হইত। তারপর আমি তাঁহাকে (মাছের পেট হইতে) একটা চিজ বস্তুহীন উন্মুক্ত বালুচরে ফেলিয়া দিলাম, তিনি তখন স্বাস্থ্যহীনতায় রুগ্ন অবস্থায় ছিলেন। আর আমি (তাঁহার ছায়া ও পানাহারের উদ্দেশে) গুল্মজাতীয় একটি গাছ সৃষ্টি করিয়া দিলাম এবং তাঁহাকে পুনঃ প্রেরণ করিলাম এক লক্ষ, বরং তারও অধিক লোকের (আবাদী স্থান নিনওয়া শহরের) প্রতি। সেই দেশীয় লোকগণ পূর্ণ ঈমান আনিল, ফলে আমি তখনকার আযাবে তাহাদিকে ধ্বংস না করিয়া একটি সময়কাল (জীবনের দিনগুলি) পর্যন্ত ইহকালের সুখ ভোগের সুযোগ দিলাম। (পারা–২৩, রুকু–৯)

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ۔ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۔

মাছের ঘটনায় পতিত নবীর কথা স্মরণ কর– যখন তিনি (তাঁহার নিয়োগস্থলের লোকদের প্রতি) রাগ করিয়া (আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তথা হইতে) চলিয়া গেলেন তাঁহার ধারণা ছিল যে (এতটুকু ত্রুটির জন্য) আমি তাঁহার উপর কড়াকড়ি করিব না– (তাঁহাকে অভিযুক্ত করিব না, কিন্তু ঘটনা তাঁহার ধারণার বিপরীত হইল– আমি তাঁহাকে ঐ ত্রুটির জন্য অভিযুক্ত করিলাম। তিনি মাছের ঘটনায় পতিত হইলেন)। অতপর তিনি (রাত্রের অন্ধকার, নদীগর্ভের অন্ধকার, মাছের পেটের অন্ধকার– এই তিন) অন্ধকারে থাকিয়া জপনা করিলেন, হে আল্লাহ! তুমি ভিন্ন কোন মা'বুদ, মাকসুদ ও মাতলুব নাই; তুমি পাক-পবিত্র (বিনা অপরাধে তুমি শাস্তি দিও না)। বস্তুতঃ আমি অপরাধীদের দলভুক্ত হইয়াছিলাম।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ .

এই জপনার ফলে আমি তাঁহার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাহাকে যন্ত্রণাময় অবস্থা হইতে মুক্তি দিলাম। আমি আমার খাঁটি অনুগতগণকে এইরূপেই বিপদমুক্ত করিয়া থাকি।

(সূরা আম্বিয়া রুকু–৬ পারা– ১৭)

فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا الاَّ قَوْمُ يُوْنُسَ . لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ .

যত দেশ আল্লাহর গযবে পতিত হইয়াছে কোন দেশই এমন পরিস্থিতিতে ঈমান আনিয়াছিল না যে, তাহাদের ঈমান তাহাদিগকে উপকার করিতে পারে; হাঁ– ইউনুসের জাতির ঘটনা এই ছিল যে, (আযাব আসিয়া যাওয়ার পূর্বক্ষণে আযাবের লক্ষণ দেখিয়াই) যখন তাহারা ঈমান গ্রহণ করিয়া নিল তখন অপদস্থকারী আযাব তাহাদের হইতে আমি হটাইয়া দিলাম; এবং তাহাদিগকে ইহজীবনের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুখ ভোগের সুযোগ দিলাম (আখেরাতে তাহাদের পরবর্তী অবস্থার হিসাব অনুসারে ব্যবস্থা করা হইবে)।

(রুকু– ১১, পারা– ১৫)

اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ . لَوْلاَ اَنْ تَدٰرَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ . فَاجْتَبٰهُ رَبُّهُ نَجْعَلَهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ .

ইউনুস ভীষণ চিন্তামগ্ন অবস্থায় প্রভুকে ডাকিলেন। যদি তাঁহার প্রভুর বিশেষ করুণা তাঁহার সাহায্য না করিত তবে তিনি বালু চরেই দুরবস্থায় পতিত হইয়া থাকিতেন। (কিন্তু তওবা এস্তেগফারের ফলে) তাঁহার প্রভূ তাঁহাকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করিলেন এবং তাঁহাকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণদের শ্রেণীভুক্তরূপেই বহাল রাখিলেন।

(পারা– ২৯ রুকু– ৪)

হযরত ইউনুসের ইতিহাসে শিক্ষণীয় বিষয়

এই ইতিহাসে দুইটি উত্তম শিক্ষা আছে। প্রথম এই যে, তওবা-এস্তেগফার তথা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন দ্বারা দুর্যোগ-দুর্ভোগ, আপদ-বিপদ ও আল্লাহর গযব সহজে দূর হয়; যেরূপ নিনওয়াবাসীদের হইয়াছিল।

দ্বিতীয় এই যে, যত মর্যাদাবান মানুষই হউক না কেন তাহাকে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণানুগত্যের সহিত চলিতেই হইবে। এই ব্যাপারে ত্রুটি বিপদ টানিয়া আনিবে; ইহাতে কাহারও ব্যক্তিত্ব বা কোন সম্বন্ধ ব্যতিক্রমের ছিদ্র পথ সৃষ্টি করিতে পারে না। বরং যে যত বেশী নৈকট্যলাভকারী হইবে তাহার পক্ষে তত বেশী আশঙ্কার কারণ থাকিবে। হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ তাআলার পয়গম্বর– নিষ্পাপ ছিলেন, তবুও তাঁহার সামান্য ত্রুটি– যাহা গোনাহ পর্যায়ের ছিল না– শুধু ত্রুটি পর্যায়ের ছিল, উহার উপর কত বড় ঘটনা ঘটিয়া গেল!

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ তা'আলার পয়গম্বর ছিলেন। পয়গম্বরের মর্তবা অনেক বড়, তাই তাঁহার সামান্যতম ত্রুটি আল্লাহ তা'আলার দরবারে অনেক বড় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। উহারই পরিপ্রেক্ষিতে পবিত্র কোরআনে হযরত ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে ঐ ধরনেরই কোন কোন বাক্য ও শব্দ আল্লাহ তা'আলা ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন– ২৯ পারার ৪র্থ রুকুর আয়াতে আছে– ولا تكن كصاحب الحوت "আপনি মাছের ঘটনায় পতিত নবীর মত করিবেন না।" রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে সতর্ক করতঃ ইউনুস আলাইহিস সালামের প্রতিই আল্লাহ তাআলা এই ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং কোন স্বল্প

জ্ঞান ও স্বল্প বুদ্ধির মানুষই ইউনুস আলাইহিস সালামের উচ্চ মর্যাদার বিপরীত কোন ধারণা পোষণ করিতে পারে। অথচ ঐরূপ ধারণা ঈমান ধ্বংসকারী,* তাই রসূল্লাহ (সঃ) স্বীয় উম্মতকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করিয়াছেন। এমনকি স্বয়ং উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তুলনামূলকভাবে হযরত ইউনুসের উচ্চ মর্যাদাহানিকররূপে আমাকে উচ্চ শ্রেণীর এবং হযরত ইউনুসকে নিম্ন শ্রেণীর বলা হইলে বা ঐরূপ ধারণা করা হইলে তাহাও মস্ত বড় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। এই ধরনের তুলনামূলক তারতম্য কখনও করা যাইবে না। নিম্নের হাদীছে এই বিষয়টিকেই রসূলুল্লাহ (সঃ) বিভিন্ন উপলক্ষে ব্যক্ত করিয়াছেন–

১৬৬৪। হাদীছ ঃ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اِنِّيْ خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, খবরদার! তোমাদের কেহ যেন আমাকে উল্লেখ করিয়াও এইরূপ না বলে, আমি উচ্চ শ্রেণীর আর মাত্তার পুত্র ইউনুস নিম্ন শ্রেণীর।

ব্যাখ্যা ঃ তুলনামূলকভাবে এইরূপ উক্তি ইউনুস আলাইহিস সালামের মর্যাদাহানিকর হইবে, তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন ; নতুবা প্রকৃত প্রস্তাবে নবী ও রসূলগণের মর্তবায় তারতম্য আছে; আল্লাহ তাআলা স্বয়ং পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন–

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ـ

"আমি রসূলগণের মধ্যে পরস্পর ফযিলত মর্তবার তারতম্য রাখিয়াছি।"

তাই বলিয়া কোন নবীর মর্যাদাহানিকর তুলনা ও উক্তি কখনও জায়েয হইবে না।

হযরত দাউদ (আঃ)

হযরত দাউদের সময়কাল ও স্থান

বনী ইসরাঈলগণ সীনাই উপত্যকাস্থিত তীহ্ প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর আবদ্ধ থাকাকালেই হযরত মূসা ও হযরত হারুনের ইন্তেকাল হইয়া যায়। তারপর হযরত মূসার বিশিষ্ট প্রতিনিধি হযরত ইউশা নবী হন এবং তাঁহার পরিচালনায় বনী-ইসরাঈলগণ তাহাদের পৈতৃক ভূমি আরদ্ মোকাদ্দাস তথা ফিলিস্তিন জয় করিতে সমর্থ হয় এবং তাহারা ফিলিস্তিনের বিস্তীর্ণ এলাকায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়া লয়। তথায় হযরত ইউশার পর হযরত কালব, তাঁহার পর হযরত হি'যকীল, তাঁহার পর হযরত ইল্ইয়াস তাঁহার পর হযরত ইয়াসা' প্রমুখ নবী বনী ইসরাঈলদিগকে পরিচালিত করেন। (রুহুল মাআনী – ২- ১৬৫) এইভাবে হযরত মূসার পর তিন বৎসরের অধিককাল অতিবাহিত হইয়া যায়।

হযরত মূসার পর চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফিলিস্তিন ও মিসরের মধ্য ভাগে ভূমধ্য সাগরের উপকূল অঞ্চলে বসবাসকারী দুর্ধর্ষ "আমালেকা" জাতির এক পরাক্রমশালী অত্যাচারী রাজা "জালুতের" পুনঃ আক্রমণ চলে ফিলিস্তিনের উপর। এই আক্রমণে বনী ইসরাঈলগণ অত্যাচারী জালুত রাজার হাতে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি তাহাদের বিশেষ পাক-পবিত্র বস্তু "তাবুতে-সকীনা– শান্তির সিন্দুক" যাহার মধ্যে তওরাতের মূল পাণ্ডুলিপি, হযরত মূসার আ'ছা বা অলৌকিক লাঠি এবং হযরত মূসা ও হারুনের জামা ইত্যাদি বিভিন্ন বরকতের বস্তু রক্ষিত ছিল, সেই সিন্দুক পর্যন্ত শত্রুগণ লুট করিয়া নিয়া গিয়াছিল। বনী

* বাদশার ছেলে শাহজাদা কোন ত্রুটি করিলে মুরুব্বি স্বয়ং বাদশাহ শাহজাদাকে তাম্বীহ করিতে পারেন, শাহজাদাকে তাঁহার মর্যাদানুরূপ সংশোধন করিবার উদ্দেশে নিজে শাস্তিও দিতে পারেন, রাগও করিতে পারেন, কিন্তু তাহা দেখিয়া কোন চাপরাশি বা প্রজা যদি শাহজাদার প্রতি মানহানিকর ব্যবহার করে তবে তাহা কি কখনও বরদাশত করা যাইবে?

ইসরাঈলদের এই দুর্দিনে শিমবীল (আঃ) তাহাদের নবী হইলেন। তিনি খৃষ্টপূর্ব ১১ শতাব্দী হইতে ১০ম শতাব্দীরও অংশবিশেষ পর্যন্ত ছিলেন। হযরত শিমবীলের সময়েও বনী-ইসরাঈলদের উপর জালুত রাজার অত্যাচার অব্যাহত ছিল।

এই জালুত রাজার বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্যই বনী ইসরাঈল সরদারগণ তাহাদের নবী শিমবীল আলাইহিস সালামের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ বা নেতা মনোনীত করিয়া দেন, যাহার পরিচালনায় আমরা সমবেতভাবে সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধরূপে আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ করিব। অতপর শিমবীল (আঃ) বলিলেন, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য "তালুত" নামক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নেতা মনোনীত করিয়াছেন। এই মনোনয়নে তাহারা আপত্তি করিল, কিন্তু তাহাদের আপত্তি অগ্রাহ্য হইল। তালুতের প্রতি যে, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ করুণার দৃষ্টি রহিয়াছে তাহার নিদর্শনস্বরূপ বনী ইসরাঈলদের হারান ধন "তাবুতে সকিনাহ্" শান্তির সিন্দুক" আল্লাহ তাআলার কুদরতে ফেরেশতাগণ কর্তৃক শত্রু কবল হইতে বনী ইসরাঈলদের নিকট প্রত্যর্পিত হইল। অবশেষে তালুতের পরিচালনাধীনে সৈন্য বাহিনী রওয়ানা হইল জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। পথিমধ্যে বনী ইসরাঈল বাহিনী এক পরীক্ষার সম্মুখীন হইল। মাত্র ৩১৩ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইল। রণক্ষেত্রে শত্রু সেনার মুখোমখি হইয়া সকলে আল্লাহ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। প্রতাপশালী রাজা তালুত স্বয়ং রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল, সে ছিল নিতান্ত দুর্ধর্ষ বাহাদুর যোদ্ধা; তার সম্মুখে যাইতে কেহ সাহস করিতে ছিল না।

তালুতের সেই সৈন্যদলের মধ্যে দাউদ (আঃ)-ও শামিল ছিলেন। দাউদ তখন নবুয়ত প্রাপ্ত হন নাই, বরং তখন তাঁহার কোন বিশেষ প্রসিদ্ধিও ছিল না।

রণক্ষেত্রে রাজা জালুত হুঙ্কার মারিতেছিল, কেহই তাহার দিকে অগ্রসর হইতে ছিল না; দাউদ তাহার মোকাবিলায় অগ্রসর হইলেন এবং পাথর নিক্ষেপ করিলেন। পাথরের আঘাতে রাজা জালুত নিহত হইল, শত্রুদল পরাজিত হইল।

মুষ্টিমেয় তালুত বাহিনীর এই বিরাট সাফল্যের বাহ্যিক অসিলা ছিল দাউদের অসীম সাহসিকতা এবং তাঁহার বীরত্ব। এই ঘটনায়ই দাউদের প্রসিদ্ধি লাভ হইল। আল্লাহ তাআলার প্রিয় ত তিনি ছিলেনই, এখন তিনি জনপ্রিয়ও হইলেন।

আল্লাহ তাঁহাকে হযরত শিমবীল আলাইহিস সালামের পরে নবুয়ত দান করিলেন এবং তালুতের স্থলে তিনিই বনী ইসরাঈলদের বাদশাহও মনোনীত হইলেন। হযরত দাউদ (আঃ) একাধারে বনী ইসরাঈলদের নবীও হইলেন এবং বাদশাহও হইলেন।

ঐতিহাসিকদের মতে তালুতের সময়কাল খৃষ্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীর মধ্যে ছিল। তখন বনী ইসরাঈলগণ ফিলিস্তিনে বসবাসকারী ছিল। এই তথ্যের দ্বারা দাউদের সময়কাল এবং আবির্ভাবস্থল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা সহজ। ঘটনার বিবরণ কোরআনে নিম্নরূপ–

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ـ قَالُوْا وَمَا لَنَا اَنْ لَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ـ

জান কি? বনী ইসরাঈলদের ঘটনা যাহা মূসার পরে ঘটিয়াছিল? যখন তাহারা তৎকালীন নবী (শিমবীল আঃ)-কে বলিয়াছিল যে, আপনি আমাদের জন্য একজন বাদশাহ– নেতা মনোনীত করিয়া দিন যাহার পরিচালনাধীনে আমরা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিব। নবী বলিলেন, এরূপ আশঙ্কা ত নাই যে, তোমাদের নেতা মনোনীত করিয়া তোমাদের উপর জেহাদ ফরয হইলে তোমরা জেহাদে অগ্রসর না হও? তাহারা বলিল,

আমাদের জন্য জেহাদ না করার কি কারণ থাকিতে পারে? শত্রুগণ কর্তৃক আমরা সন্তান-সন্ততি ও ঘর-বাড়ী হারাইয়াছি। فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْهُمْ ـ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ـ

অতপর যখন (নেতা মনোনীত করিয়া) তাহাদের উপর জেহাদ ফরয করা হইল, তখন তাহারা অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলে জেহাদ হইতে ফিরিয়া রহিল। (যাহার বিবরণ সম্মুখে আছে) এই ধরনের জালেম-অন্যায়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ সব অবগত রহিয়াছেন।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ـ قَالُوْا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ـ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ـ وَاللّٰهُ يُؤْتِى مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ـ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰئِكَةُ ـ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিলেন, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন তালুতকে বাদশাহ ও নেতারূপে। তাহারা বলিল, তালুত আমাদের নেতা কিরূপে হইতে পারে? আমরা তাহার তুলনায় নেতৃত্বের অধিক উপযুক্ত। তালুতের ত টাকা-পয়সার সচ্ছলতাও নাই। নবী বলিলেন, তাহাকে ত আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর প্রাধান্য দান করিয়া মনোনীত করিয়াছেন, আর তাহাকে দৈহিক গঠনে, শক্তিতে ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে আধিক্য দিয়াছেন। অধিকন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন রাজত্ব দান করিয়া থাকেন, আল্লাহ সর্বাধিকারী, সর্বজ্ঞ। (নিজ বিজ্ঞতায় নেতা বানাইবেন)। নবী তাহাদিগকে আরও বলিলেন, তালুতের বাদশাহ ও নেতা মনোনীত হওয়ার বাহ্যিক নিদর্শন এই যে, তোমাদের প্রভুর বিশেষ কুদরতে তোমাদের নিকট আসিয়া যাইবে "তাবুতে সকিনা"– শান্তির সিন্দুক যাহাতে রহিয়াছে মূসা ও হারুনের পরিত্যক্ত বস্তু। ঐ সিন্দুককে তোমাদের নিকট নিয়া আসিবেন * ফেরেশতাগণ। এই ঘটনায় (তালুত আল্লাহর মনোনীত হওয়ার) বড় নিদর্শন রহিয়াছে। যদি তোমরা সত্য সত্যই মোমেন হও (তবে ইহা স্বীকার করিবে)।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ـ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ـ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّىْٓ اِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ

অতপর যখন তালুত সৈন্যদল লইয়া অগ্রসর হইলেন তখন সঙ্গীগণকে বলিলেন, আল্লাহ তোমাদিগকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করিবেন– (শত পিপাসা হইলেও উহার পানি পেট পুরিয়া পান করা নিষিদ্ধ), অতএব যে কেহ উহার পানি পান করিবে সে আমার সঙ্গী হইবে না, আর যে পানি মুখেও লইবে না সে আমার সঙ্গী হইবে, অবশ্য যে শুধু এক অঞ্জলি পান করিবে (সেও সঙ্গী হইবে)।

فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ـ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

* অর্থাৎ আল্লাহর কুদরতে ফেরশতাদের মাধ্যমে উহা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়া যাইবে। কথিত আছে– আল্লাহর কুদরতে এরূপ হইল যে, শত্রুগণ ঐ সিন্দুক যথায়ই রাখে তথায়ই মহামারী রোগ দেখা দেয়, ফলে কোথাও রাখিতে বা কেহ উহার নিকট যাইতে রাজি হয় না। অবশেষে তাহারা ঐ সিন্দুককে গাড়ী ইত্যাদির কৌশলে দুইটি গরুর ঘাড়ে উঠাইয়া চালক ছাড়া গরুদ্বয়কে মরু অঞ্চলের দিকে তাড়াইয়া দিল, তখন ফেরেশতাগণ গরুদ্বয়কে হাঁকাইয়া বনী ইসরাঈলদের নিকট লইয়া আসিলেন।

(মরু অঞ্চলের প্রখর উত্তাপে পিপাসাতুর অবস্থায় ঐ নদীর নিকটে পৌঁছিয়া তাহারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইল।) তাহাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পেট পুরিয়া পানি পান করিল। (এই অকৃতকার্য দল তথায়ই হাত-পা ছাড়িয়া বসিয়া পড়িল, নদী পার হইল না)। অতপর যখন তালুত কৃতকার্য মোমেনগণকে সঙ্গে লইয়া নদী পার হইলেন তখন দুর্বল ঈমানের লোকগণ (–যাহারা এক অঞ্জলী পানি পান করিয়াছিল) বলিল, আমাদের (সংখ্যা কম হইয়া যাওয়ায়) আজ জালুৎ রাজা ও তাহার সৈন্যদলের সম্মুখীন হওয়ার শক্তি আমাদের হইবে না। পক্ষান্তরে পক্ক মোমেনগণ যাহারা অন্তরে জাগরুক রাখে যে আল্লাহর সন্নিধ্যে অবশ্যই হাজির হইতে হইবে (–যাহারা পানি মুখে না লাগাইয়া পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছিল) তাহারা বলিল, কতবার দেখা গিয়াছে, ছোট দল আল্লাহর হুকুমে বড় দলের উপর জয়ী হইয়াছে। আল্লাহর সাহায্য ত একমাত্র ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে থাকে।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

যখন তাহারা জালুত ও তাহারা জালুৎ ও তাহার সৈন্যদলের মোকাবিলায় রণাঙ্গণে খাড়া হইল তখন তাহারা এইরূপ দোয়া করিল, হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে পূর্ণ ছবর ও ধৈর্যের তওফিক দান করুন, আমাদের কদম মজবুত করুন এবং কাফের জাতির উপর আমাদিগকে জয়যুক্ত করুন।

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ ـ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ـ

আল্লাহর হুকুমে তালুতের মুষ্ঠিমেয় দল জালুতের বৃহৎ দলকে পরাজিত করিল এবং (হযরত) দাউদ রাজা জালুতকে মারিয়া ফেলিল। আর আল্লাহ দাউদকে রাজত্ব এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান-বিদ্যা (তথা নবুয়ত) দান করিলেন, অধিকন্তু আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছা মতে তাঁহাকে বিভিন্ন শিক্ষা দান করিলেন, (যেমন বিশেষ হস্তশিল্প ইত্যাদি)।

হযরত দাউদের বংশ

হযরত দাউদ (আঃ) বনী-ইসরাঈল বংশের ছিলেন। ইসরাঈল তথা হযরত ইয়াকুবের "ইয়াহুদা" নামক পুত্রের সঙ্গে নয়জন পিতা-পিতামহের মাধ্যমে হযরত দাউদ মিলিত হন। (কাছাছোল কোরআন ১–৫৫)

হযরত দাউদের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ তা'আলা বৈশিষ্ট্য দান করিয়া থাকেন যাহা তাঁহার মো'জেজা রূপে গণ্য হইয়া থাকে। কারণ, উহা সাধারণতঃ অলৌকিক হয়। দাউদ (আঃ)-কেও আল্লাহ তাআলা বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিলেন, পূর্বোল্লিখিত আয়াতে وعلمه مما يشاء অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজ ইচ্ছামতে বিভিন্ন বিষয় দাউদকে শিক্ষা দিয়াছেন" বলিয়া এই তথ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে হযরত দাউদের দুইটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। প্রথমটি এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদকে আসমানী কেতাব "যবুর" তেলাওয়াত করিতে এবং আল্লাহ তা'আলার "তছবীহ" পড়িতে এইরূপ খোশ লেহান– মধুর সুর এবং এই রূপ আকর্ষণীয় তাছীর দান করিয়াছিলেন যে, তিনি যবুর তেলাওয়াত করিলে বা তছবীহ পড়িলে ঝাড়-জঙ্গল, গাছ-পালা হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী আসিয়া তাঁহার নিকটে জমায়েত হইত এবং হযরত দাউদের যবুর তেলাওয়াত বা তছবীহ পড়া শ্রবণে অভিভূত হইয়া তাঁহার সঙ্গে পাখী সমূহও মধুর স্বরে তছবীহ পড়িত। এমনকি, হযরত দাউদের পড়ার আওয়াজে পাহাড়ও

ঠিক থাকিতে পারিত না, তাঁহার সঙ্গে তছবীহ পড়ার ধ্বনি করিয়া উঠিত।

দ্বিতীয়টি এই যে, রাসায়নিক দ্রব্য বা কোন উপায়-উপকরণের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু হযরত দাউদের হাতের স্পর্শে লৌহ নরম হইয়া যাইত; তিনি ঐসব উপকরণ ছাড়াই বিভিন্ন লৌহ-দ্রব্য হাতে তৈরী করিতেন। এইসব বিষয়াবলীর বর্ণনা পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ـ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ـ وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ـ فَهَلْ اَنْتُمْ شَاكِرُوْنَ ـ

পর্বতমালাকে এবং পাখী দলকে দাউদের অনুসরণকারী সাথী বানাইয়া দিয়াছিলাম– ঐ গুলি দাউদের সঙ্গে তছবীহ– (আমার) মহিমা-জপ করিত। (এই বিষয়টা অসম্ভব নহে;) ইহার কর্মকর্তা ছিলাম আমি। আরও দাউদকে শিক্ষা দিয়াছিলাম নিপুণতার সহিত লৌহ-বর্ম তৈরী করা– যুদ্ধে তোমাদের শোকর করা আবশ্যক নয় কি? (সূরা আম্বিয়া, পারা– ১৭ রুকু– ৬)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ـ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ـ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ـ

আমার তরফ হইতে দাউদকে বিশেষ মর্যাদা দিয়াছিলাম– পর্বতমালা এবং পাখী দলকে আদেশ করিয়াছিলাম, দাউদের সঙ্গে মিলিয়া আমার তছবীহ– মহিমা-জপ কর। আর আমি তাঁহার হস্তে লৌহ নরম হওয়ার মো'জেযা দিয়াছিলাম। তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম, লৌহ-বর্ম পূর্ণাঙ্গরূপে তৈরী করিতে এবং উহার খুচরা অংশ তৈরী করিতে বিশেষ পরিমাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে। অতএব এই নেয়ামত স্মরণে পরিবার পরিজনসহ আমার শোকরগুজারী স্বরূপ নেক আমল করিও। আমি তোমাদের সমুদয় কার্যাবলী নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। (পারা– ২২ রুকু– ৮)

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ـ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ـ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِىِّ وَالْاِشْرَاقِ ـ

আমার বিশিষ্ট বান্দা অলৌকিক ক্ষমতাধারী দাউদকে স্মরণ কর। তিনি ছিলেন আমার বিশেষ ভক্ত ও অনুরক্ত। পর্বতমালাকে তাঁহার অনুসরণকারী সাথী বানাইয়া দিয়াছিলাম; ঐগুলি তাঁহার সঙ্গীরূপে সকালে-বিকালে আমার তছবীহ-মহিমা-জপ করিত।

وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ـ كُلٌّ لَّهٗ اَوَّابٌ ـ وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ـ

এবং পাখীর দলও তাঁহার নিকট সমবেত হইতে; ঐগুলিও তাঁহার সঙ্গে যিকিরে আত্মনিয়োগ করিত। আর আমি দাউদের রাজত্বকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে বিশেষ জ্ঞান-বিদ্যা, সুস্পষ্ট বাকশক্তি বা ন্যায় বিচারের দক্ষতা দান করিয়াছিলাম। (সূরা ছাদ্, পারা– ২৩ রুকু– ১১)

হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের আরও একটি মো'জেযা নিম্নে বর্ণিত হাদীছে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার উপর অবতারিত (আমাদের কোরআন শরীফের ন্যায়) আসমানী কেতাব "যবুর" যাহা সাধারণতঃ দীর্ঘ সময়ে খতম করা সম্ভব, সেই যবুর কেতাবের তেলাওয়াত তিনি অতি অল্প সময়ে খতম করিতে পারিতেন।

১৬৪৭। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, (আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে হযরত) দাউদের পক্ষে আসমানী কেতাব যবুরের তেলাওয়াত অতি সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এমনকি তিনি (চাকরকে) স্বীয় যানবাহনের উপর জিন বা গদি ও

আসন বাঁধিবার আদেশ করিয়া যবুর তেলাওয়াত আরম্ভ করিতেন; (চাকরের) জিন্ বাঁধা সমাপ্তের পূর্বেই দাউদ (আঃ) যবুর তেলাওয়াত সমাপ্ত করিতেন। আর হযরত দাউদ শুধু নিজ হস্ত-কার্যের উপার্জন দ্বারা স্বীয় ব্যয় বহন করিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'আলার কুদরত অসীম, আর মানুষের জ্ঞান-বিবেক ও অনুভূতি সবই অকিঞ্চিৎকর, নেহায়েত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। তাই অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর কুদরতের লীলা মানুষের জ্ঞান-বিবেক ও অনুভূতির সীমারেখার অনেক উর্দ্ধে হইয়া থাকে; সেইরূপ ক্ষেত্রেই মোমেন ও ঈমানহীনের পরিচয় হয়। মোমেন ব্যক্তি অতি সহজেই ঐ শ্রেণীর বিষয়কে গ্রহণ ও স্বীকার করিয়া লইতে সক্ষম হয়, পক্ষান্তরে ঈমানহীন ব্যক্তি অস্বীকার বা সংশয়ের মধ্যেই থাকিয়া যায়। সে কূপে পতিত ব্যঙের ন্যায় তাহার অকিঞ্চিৎকর সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জ্ঞান-বিবেক ও অনুভূতিকেই বাস্তবতার মাপমাঠি ধারণা করিয়া এই সীমার বাহিরে সব কিছুকেই অবাস্তব মনে করে। বলা বাহুল্য, ঐ ব্যঙের ধারণার কারণে যেরূপ সারা বিশ্বের বাস্তবতা উপেক্ষা করা বোকামি বৈ নহে, তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অসাধারণ ও অস্বাভাবিক লীলাকে উপেক্ষা করাও বোকামিই বটে।

আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অসংখ্য লীলার একটি বিশেষ হইল "তাইয়্যে-আরদ" অথ্যাৎ বহু দূরে দূরে অবস্থিত দুইটি স্থানের ব্যবধান ও দূরত্বকে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বাস্তবেই কম করিয়া দেয়া। এইরূপ করা মানুষের শক্তির বাইরে বটে, কিন্তু উহা বুঝিবার জন্য সামান্য সঙ্গতি সম্পন্ন একটি নজির আমাদের সম্মুখে আছে–

দুরবীণের সাহায্যে আমরা দূরে দূরে অবস্থিত দুইটি স্থানের ব্যবধান ও দূরত্বকে অতি কম দেখিতে পাইয়া থাককি দূরের জিনিষকে নিকটে দেখিয়া থাকি। এ স্থলে একটি যন্ত্রের সাহায্যে যে অবস্থা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে সৃষ্টি হয় সেই অবস্থাটাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার কুদরতে বাস্তবে পরিণত হওয়ার নামই হইল "তাইয়্যে-আরদ্"। যাহা আল্লাহ তা'আলা তাঁহারে বিশিষ্ট বান্দাদের পক্ষে ক্ষেত্র বিশেষে সংঘটিত করিয়া থাকেন, ফলে কোন প্রকার দ্রুতগতি ব্যতিরেকেই উভয় স্থানের দূরত্বকে অপেক্ষাকৃত অতি অল্প সময়ে অতিক্রম করিয়া যাওয়া সম্ভব হইয়া পড়ে।

ইহা হয় স্থান ও জায়গার ক্ষেত্রে; এই ধরনেরই আর একটি ব্যবস্থা হয় সময় ও কাল ব্যাপারে– উহাকে বলা হয় "তাইয়্যে-যমান"। অর্থাৎ স্বাভাবিক ও সর্বসাধারণের পরিমাপ এবং হিসাবে যাহা দীর্ঘ পরিমাণের সময়, সেই দীর্ঘ সময়কালই ব্যক্তি বিশেষের জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে অল্প ও সামান্য পরিমাণের হইয়া যাওয়া। যেমন, স্বাভাবিক ও সর্বসাধারণের হিসাবে ১ মাস ব্যক্তি বিশেষের জন্য ১ দিন হইয়া যাওয়া, দিবারাত্র ১ দিন ব্যক্তি বিশেষের জন্য মাত্র ১০ মিনিট হইয়া যাওয়া!

ইহা পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্র এই যে– একটি কাজ যাহার সম্পাদন স্বাভাবিক স্তরে সুদীর্ঘ সময়ের; সেই কাজটি ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা এমনভাবে সম্পন্ন হওয়া যে, উহা সম্পাদনার সময়টাই সর্বসাধারণের হিসাবে অল্প পরিমাণের হয়।

অতি সামান্য সঙ্গতির একটি নজির লক্ষ্য করুন! একজন লোক স্বপ্নে এমন কার্যাবলী করে বা এমন ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে যাহা ২/৪/১০ দিন বা মাস ও বৎসরের দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ; এই দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ কার্য বা ঘটনাটি ঐ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কোন দ্রুততা অবলম্বন ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হয় এইরূপে যে, সেই দীর্ঘ সময়ব্যাপী কার্যাবলী ও ঘটনাটির সময় ও কাল জাগ্রত সর্বসাধারণের পক্ষে সামান্য পরিমাণের হয়– শুধু অর্থ ঘন্টা বা এক ঘন্টা মাত্র।

স্বপ্নে আমাদের জন্য যেইরূপে দীর্ঘ সময়ের ঘটনা অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়, ঐরূপে আল্লাহর কুদরতে ব্যক্তি বিশেষের জন্য দীর্ঘ সময়ের কার্য বা ঘটনা অল্প সময়ে বাস্তবে এবং প্রকৃত প্রস্তাবেও সম্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থাকেই "তাইয়্যে-যমান" বলা হয়।

নবীগণ ও ওলিগণ আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই দীর্ঘসময়ের কার্য ও ঘটনা অল্প সময়ে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সঙ্কীর্ণ যুক্তিবাদী লোকগণ উহাকে উপলব্ধি না করিতে পারিয়া হয়ত অস্বীকার করিয়া বসে, না হয় "স্বপ্ন" বলিয়া আখ্যায়িত করে। কারণ স্বপ্নের মাধ্যমে ঐ ব্যবস্থা তাহাদের বিবেকে বোধগম্য হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার কুদরতে যে এই ব্যবস্থাটি বাস্তবেও সম্পন্ন হইতে পারে তাহা অস্বীকার করিতে তাহারা দ্বিধাবোধ করে না।

এই "তাইয়্যে-যমান" ব্যবস্থার মাধ্যমেই হযরত দাউদ (আঃ) দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ "যবুর" কেতাবের খতম অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতেন, অথচ তাঁহাকে কোন প্রকার বিশেষ দ্রুততাও অবলম্বন করিতে হইত না।*

হযরত দাউদ (আঃ) এবাদত-বন্দেগীর মধ্যেই অধিক সময় মশগুল থাকিতেন। স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অধিক এবাদৎ করার জন্য হযরত দাউদের আদর্শ বিশেষ অনুসরণীয় ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বিভিন্ন সময়ে হযরত দাউদের আদর্শ ছাহাবীদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি ঐ শ্রেণীরই

১৬৪৮। হাদীছ ঃ قال عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ وكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَاَحَبُّ الصَّلٰوةِ اِلَى اللّٰهِ صَلٰوةُ دَاوُدَ وكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ ـ

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, যেই রীতিতে দাউদ (আঃ) নফল রোযা রাখিতেন সেই রীতি আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়। দাউদ (আঃ) সর্বদা একদিন রোযা রাখিতেন, একদিন রোযাহীন কাটাইতেন।

আর যেই নিয়মে দাউদ (আঃ) তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেন সেই নিয়ম আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়। দাউদ (আঃ) রাত্রের প্রথমার্ধে নিদ্রা যাইতেন, তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদ পড়িতেন অবশিষ্ট ষষ্ঠাংশ পুনঃ নিদ্রা যাইতেন।

হযরত দাউদের বিশেষ ঘটনা

সর্বদার জন্য স্মরণীয় একটি উপদেশ– এক হাদীছে বর্ণিত আছে, কোন বান্দা নেক কাজ করিয়া যদি বলে, হে পরওয়ারদেগার! আমি এই নেক কাজ করিয়াছি– আমি ছদ্‌কা করিয়াছি, আমি নামায পড়িয়াছি, আমি গরীব মিছকিন খাওয়াইয়াছি। তবে আল্লাহ তা'আলা (তাহার এই আমিত্বে অসন্তুষ্ট হইয়া) বলেন, আমি তোমার সাহায্য করিয়াছি, আমি তোমাকে তৌফিক এবং শক্তি ও সামর্থ দান করিয়াছি। (অর্থাৎ এইসব দানের ফলে তুমি এই সব কাজ সমাধা করিতে পারিয়াছ, এখন তুমি আমার নাম উল্লেখ কর না, শুধু নিজের কথাই বলিতেছ)।

* হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মতের মধ্যেও অনেক অনেক ওলীর দ্বারা এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। হিজরী একাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলেম শেখ নুরুদ্দিন আলী ইবনে সুলতান– মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যায় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কিতাব 'মেরক্বাত' ৫-৩৪৪ পৃষ্ঠায় মোল্লা জামীর এক কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান কিরয়াছেন যে, একজন বিশিষ্ট বুজুর্গ কা'বা শরীফের তাওয়াফ করাকালে হজরে আছওয়াদ ও কা'বা শরীফের দরওয়াজার মধ্যবর্তী স্থান, যাহা মিনিটের মধ্যে অতিক্রম করতে পারে– এই সামান্য স্থান অতিক্রম করিতে পূর্ণ কোরআন শরীফ খতম করিয়াছেন।

চতুর্দশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ আলেম দেওবন্দ মাদ্রাসার মুহাদ্দেস মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রঃ)-এর বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা "ফয়যুল বারী ৪-৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, সুফীকুলশিরমণি শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রঃ) একদিন এক রাত্রে ষাট বার কোরআন শরীফ খতম করিতেন এবং দিল্লীর শাহ ইসমাঈল (রঃ) আছর হইতে মাগরেব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ধীর স্থিরতার সহিত কোরআন শরীফ খতম করিতেন।

কোরআন হাদীছের অসংখ্য প্রমাণাদিতে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রসিদ্ধ মে'রাজ শরীফের ঘটনা উক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্পন্ন হইয়াছিল– বাস্তব ছিল, স্বপ্ন ছিল না।

পক্ষান্তরে যদি বান্দা নেক কাজ করিয়া বলে, হে পরওয়ারদেগার! (নেক কাজ সমাধায়) তুমি আমার সাহায্য করিয়াছ, তুমি আমাকে তৌফিক এবং শক্তি ও সামর্থ দান করিয়াছে, এই ব্যাপারে তুমি আমার বহু উপকার করিয়াছ; তবে আল্লাহ তা'আলা (তাহার উক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া) বলেন, তুমি এই নেক কাজ সম্পন্ন করিয়াছ; তুমি ইহা সমাধা করার ইচ্ছা করিয়াছ, তুমি নেকী কামাই করিয়াছ। (মাদারেজুছ ছালেকীন ১-১৯)

এই হাদীছের মর্মে বুঝা যায়, বান্দা যত নেক কাজই করুক উহার সম্বন্ধ নিজের প্রতি করাকে আল্লাহ তাআলা আদৌ পছন্দ করেন না।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা দাউদ (আঃ) বলিলেন, " হে পরওয়ারদেগার! রাত্র দিনের এক সেকেন্ডও দাউদের ঘর তোমার এবাদত হইতে খালি থাকে না।"

হযরত দাউদ নিজের পরিবারবর্গের মধ্যে একের পর এক এবাদতের জন্য এইরূপে দিন-রাতের সময় বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঘরে যেন দিবারাত্র সর্বদাই আল্লাহ তাআলার এবাদত হইতে থাকে, এক মুহূর্তও যেন এবাদত হইতে তাঁহার ঘর খালি না থাকে।

এতদ্ভিন্ন হযরত দাউদ স্বীয় কার্যের রুটিন এইরূপে তৈরী করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, একদিন নির্জনে একমাত্র এবাদতে মশগুল থাকিয়া কাটাইতেন ঐদিন তাঁহার সঙ্গে কাহারও সাক্ষাত করার অনুমতি থাকিত না। বাড়ীর গেইটে পাহারাদার রাখিয়া দিতেন, যেন কেহ আসিয়া হযরত দাউদের এবাদতে বাধার সৃষ্টি করিতে না পারে। আর একদিন মামলা-মকদ্দমার রায় ও ফয়ছালা দানের জন্য, আর একদিন নিজের সাংসারিক ও পারিবারিক কাজের জন্য, আর একদিন সর্বসাধারণকে ওয়াজ-নছীহত, তবলীগ-তলকীন করার জন্য রাখিয়াছিলেন। এইরূপে চার দিনের প্রোগ্রামের উপর স্বীয়কার্যের রুটিন তৈরী করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহার উপর তিনি চলিতেন। (কাছাছুল কোরআন)

হযরত দাউদ (আঃ) নিজ গৃহে আল্লাহ তাআলার এবাদতের যে সুশৃংখল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন, উহার উপর তিনি আত্মতুস্তি বাবাপন্ন হইয়া বলিলেন, " হে পরওয়ারদেগার! দিন-রাত্রের প্রতি মুহূর্তে দাউদ-পরিবারের কোন একজন অবশ্যই তোমার এবাদতে মশগুল থাকে।"

হযরত দাউদের এই আত্মতুষ্টি আল্লাহ তাআলার না-পছন্দ হইল, (যেরূপ পূর্বে বর্ণিত হাদীছেও উল্লেখ রহিয়াছে।)* আল্লাহ তাআলা বলিলেন, এসবই একমাত্র আমার সাহায্য-সহায়তায় এবং তৌফিক দানের বদৌলতে হয়। আমার সাহায্য না পাইলে তুমি কোন কিছুর উপর সক্ষম হইতে পার না। আমার মহানত্বের

---

* এই ধরনের আত্মতুষ্টি- আমিত্ব অতি সাধারণ মনে হইলেও নবীগণের পক্ষে আল্লাহ তা'আলা উহাকে ব্যর্থ না করিয়া ছাড়েন না। নবীগণের মর্তবা অনেক বড়; বড় মর্তবার লোকের ছোট ত্রুটিও বড় অপরাধের ন্যায় গণ্য হয় এবং উহাকে ব্যর্থ ও খন্ডনকারী ঘটনার সম্মুখিন করা হয়। যেন মূসা (আঃ) কোন এক উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন, "সর্বাধিক বিজ্ঞ আমি" নবীর পক্ষে এই দাবী অবাস্তব ছিল না, কিন্তু এই আমিত্ব আল্লাহ তা'আলার না-পছন্দ হইয়াছিল, যদ্দরুন হযরত মূসা এক বিরাট ঘটনার সম্মুখিন হইয়াছিলেন- যাহার বিবরণ প্রথম খন্ডে খিজির (আঃ) সম্পর্কীয় হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) একদা জেহাদের প্রস্তুতি উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, অদ্য আমি আমার একশত স্ত্রীর প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গম করিব, প্রত্যেকে একটি সন্তান জন্ম দিবে যাহারা আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ হইবে। কথাটা ভালই ছিল, কিন্তু নিজের উপর আস্থা রাখিয়া বলা হইয়াছিল, আল্লাহ তা'আলার উপর তোয়াক্কা করিয়া বলা হয় নাই। ফলে আল্লাহ তা'আলা হযরত ছোলায়মানকে বিফল মনোরথ করিলেন, শুধুমাত্র একজন ব্যতীত কোন স্ত্রীই গর্ভধারণ করিল না এবং গর্ভধারিণী স্ত্রীও একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করিল; যাহার একহাত এক পা ছিল না। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সেই ঘটনা উপলক্ষে শপথ করিয়া বলিয়াছেন, যদি হযরত ছোলায়মান স্বীয় উক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর তোয়াক্কা রাখিয়া বলিতেন, তবে নিশ্চয়ই প্রত্যেক স্ত্রী এক একজন মুজাহিদ জন্ম দান করিতেন। বিস্তারিত বিবরণ হযরত ছোলায়মানের বর্ণনায় আসিবে।

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামেরও একটি ঘটনার প্রতি পবিত্র কোরআনেই ইঙ্গিত রহিয়অছে- একদা কাফেরগণ তাঁহাকে পরীক্ষামূলকভাবে "আছহাবে-কাহাফের" ঘটনা জিজ্ঞাসা করিল। হযরত (সঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আগামীকল্য বলিব। হযরতের মনে এই ছিল যে, অহীর দ্বারা জ্ঞাত হইয়া পরদিন তাহাদিগকে বলিয়া দিবেন, কিন্তু কথাটি তিনি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা না রাখিয়া শুধু নিজের উপর ভরসা রাখিয়া বলিলেন, ইহা আল্লাহ তা'আলার নিকট না পছন্দ হইল, ফলে ১৫ দিন পর্যন্ত অহী বন্ধ রহিল। হযরত (সঃ) অত্যন্ত চিলিত হইলেন। অতপর অহী নাযিল হইল এবং তাঁহাকে সর্বদার জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল যে, কখনও আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রাখা ব্যতীত কোন কাজ করার বা কোন কিছু বলার ঘোষণা দিয়া বসিবেন না। (পবিত্র কোরআন সূরা কাহাফ দ্রষ্টব্য)

শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে একদিন তোমার নিজের উপর ছাড়িয়া দিব। (আমার সাহায্য হটাইয়া লইব, তখন দেখা যাইবে, তুমি তোমার শৃংখলা ও সুব্যবস্থা কতদূর ঠিক রাখিতে পার!)

হযরত দাউদের যেই দিনটি এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল একদা সেই দিন তিনি বিশেষ পাহারা ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থার মধ্যে নির্জনে স্বীয় এবাদতে মশগুল হইলেন। বাড়ীর গেটের উপর কড়া পাহারা রহিয়াছে, কেহ যেন আসিয়া হযরত দাউদের এবাদতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে না পারে।

আজ আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদকে তাঁহার নিজের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন, স্বীয় সাহায্য-সহায়তা হটাইয়া লইয়াছেন, ফলে হযরত দাউদের বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থাবলীও কোন কাজে আসিল না। হঠাৎ দুই দল লোক বাড়ীর গেট দিয়া না আসিয়া অন্য দিক দিয়া দেয়াল টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং হযরত দাউদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমতঃ তাহাদের আকস্মিক আগমনে হযরত দাউদ (আঃ) শঙ্কিত হইলেন, এমনিক এবাদতের একাগ্রতা হইতে বিচ্যুৎ হইয়া পড়িলেন। অতপর তাহারা তাঁহার নিকট একটি ঝগড়ার মীমাংসা চাহিয়া একপক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করিল এবং তাহারা হযরত দাউদের সঙ্গে যে কথোপকথন করিল তাহাতেও রুষ্টতা অবলম্বন করিল। তাহাদের ঝগড়াও অতি সামান্য ছিল, যাহার জন্য এত কড়া বিশৃঙ্খলাজনক কার্য বাস্তবিকই বিরক্তিজনক ও দুঃখজনক হয়। এইসব ঘটনা প্রবাহের হযরত দাউদের এবাদত পরিচালনার রুটিন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়া গেল, তাঁহার ঘরে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর এবাদত করার যে ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা বাতিল হইয়া গেল।

এখন হযরত দাউদের চক্ষু খুলিল; তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার উপর দিয়া আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষা প্রবাহিত হইয়া গেল। আল্লাহ তাআলা এই পরীক্ষায় তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ব্যতিরেকে শত শত ব্যবস্থাও নিষ্ফল হয়। এই অনুভূতির সাথে সাথে হযরত দাউদ তৎক্ষণাৎ আল্লাহর দরবারে সেজদায় নত হইলেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদের ত্রুটি ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহাকে সান্তনা দানে তাঁহার মর্তবা বাড়াইয়া দিলেন। ঘটনাটির বর্ণনা পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَهَلْ اَتٰكَ نَبَؤُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۔ اِذْ دَخَلُوا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَاتَخَفْ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ۔

তুমি কি বিরোধমান দলদ্বয়ের ঘটনা জ্ঞাত আছ? যখন তাহারা দেয়াল টপকাইয়া এবাদত খানায় প্রবেশ করিল– যখন তাহারা দাউদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহাদের আকস্মিক আগমনে দাউদ সন্ত্রস্ত হইলেন। তাহারা বলিল, ভয় পাইবেন না, (আমরা দেও-ভুত বা শত্রু নহি)। আমরা দুইটি বিবাদমান দল; একে অপরের প্রতি অন্যায় করিয়াছি। আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায় ফয়ছালা করিয়া দিন, অন্যায় করিবেন না এবং আমাদিগকে মীমাংসার সহজ পথ বাতলাইয়া দিন।

اِنَّ هٰذَا اَخِىْ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِىَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ ۔ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ ۔

একজন অপরজনের প্রতি অভিযোগ করিল, আমার এই ভাই– নিরানব্বইটি দুম্বা তাহার আছে, আমার আছে শুধু একটি দুম্বা; এতদসত্ত্বেও সে আমাকে বলেন, তোমার দুম্বাটা আমাকে দিয়া দাও এবং তর্কে সে আমার উপর জিতিয়া যায়; আমি কথায় তাহার সঙ্গে পারি না।

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ۔ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ۔

দাউদ (আঃ) উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে এই রায় দান করিলেন যে, এই ব্যক্তির এতগুলি দুম্বা থাকা সত্ত্বেও তোমার দুম্বাটা চাওয়া তাহার জন্য তোমার প্রতি অবিচার। একত্রে বসবাসকারী লোকগণ অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর এইরূপ অন্যায়-অবিচার করিয়া থাকে। অবশ্য যাহারা খাঁটি মোমেন ও নেককার হন তাঁহারা সতর্ক হইয়া চলেন, অবিচার অন্যায় করেন না; অবশ্য এইরূপ লোকের সংখ্যা নগণ্য।

وَظَنَّ دَاوُدَ اَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ - فَغَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ - وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ -

দাউদ বুঝিয়া ফেলিলেন, তিনি আমার পরীক্ষায় পড়িয়াছেন। তৎক্ষণাৎ স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন, এবং সেজদায় পড়িয়া আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হইলেন, ফলে আমি তাঁহার ত্রুটি ক্ষমা করিলাম। তাঁহার জন্য আমার নৈকট্য এবং শুভ পরিমাণ রহিয়াছে। (পারা-২৩, রুকু-১১)*

হযরত দাউদ আলাহিস্ সালামের উম্মতের বিশেষ উপদেশমূলক একটি ঐতিহাসিক ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে। হযরত দাউদের শরীয়তে শনিবার দিনটি আমাদের শুক্রবার দিনের ন্যায় এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ দিন ছিল। বরং আমাদের শরীয়তে যেরূপ জুমআর আযানের পর দুনিয়ার কাজ-কর্মে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ হইয়া যায় হযরত দাউদের শরীয়তে তদপেক্ষা অধিক কড়াকড়ি ছিল যে, শনিবার পূর্ণ দিন দুনিয়ার কাজ-কর্ম ও উহার লিপ্সা হারাম ছিল। এক সময়ে দাউদ আলাইহিস সালামের উম্মতের একটি সম্প্রদায় যাহারা সমুদ্রোপকূলের বাসিন্দা ছিল- তাহারা ঐ শনিবার সম্পর্কে একটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইল। অনেকে সেই পরীক্ষায় নিজেদের সামলাইতে না পারিয়া আল্লাহ তাআলার নিষেধাজ্ঞা লংঘন করিয়া বসিল, ফলে তাহারা আল্লাহ তা'আলার গযবে পতিত হইল। তাহাদের পরীক্ষার ও আযাবের বিবরণ এই-

তাহারা ছিল জেলে সম্প্রদায়। সমুদ্রে মাছ শিকার করাই ছিল তাহাদের কাজ ও ব্যবসা। তাহাদের শরীয়ত অনুযায়ী শনিবার দিন তাহাদের জন্য মাছ শিকার বন্ধ রাখা ফরয ছিল। সুতরাং মাছ শিকার করা ছিল হারাম। এদিকে আল্লাহর কুদরত- শনিবার দিন সমুদ্রের অসংখ্য মাছ পানির উপর ভাসিয়া কিনারায় আসিয়া যাইত; অন্য কোন দিন এই সমস্ত মাছ দেখাও যাইত না। জেলে সম্প্রদায়ের ঐ লোকেরা শনিবার দিন মাছের এই অবস্থা দৃষ্টে লোভ সামলাইতে পালি না; তাহারা এই দিনে অবৈধরূপে মাছ শিকারের নিমিত্ত ফন্দি আঁটিল-

তাহারা সমুদ্রকূলে পুকুর কাটিল এবং সমুদ্র হইতে খাল কাটিয়া ঐ পুকুর সমূহে সংযোগ করিয়া দিল। শনিবার দিন মাছগুলি সমুদ্র কিনারায় খেলা করিতে করিতে ঐ খাল পথে পুকুরে আসিয়া জমা হইত। ঐ লোকেরা যখন দেখিত, পুকুরগুলি মাছে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তখন খাল্লের মুখ বন্ধ করিয়া দিত, ফলে মাছগুলি পুকুরে আবদ্ধ হইয়া যাইত। পরদিন রবিবার তাহারা ঐসব মাছ পুকুরসমূহ হইতে উঠাইয়া নিয়া আসিত তাহারা ভাবিত, মাছ শিকার করা শনিবারে হইল না, রবিবারে হইল, অথচ ঐ মাছ শিকারের মূল কাজটা

* পাঠকবর্গ। পবিত্র কোরআনের উল্লিখিত বিবরণ সম্পর্কীয় ঘটনা সম্বন্ধে যে বর্ণনা দান করা হইল শাইখুল-ইসলাম মাওলানা শাব্বির আহমদ (রঃ) তাঁহার প্রসিদ্ধ কোরআনের ব্যাখ্যায় ইহাই লিখিয়াছেন। বাইবেল সঙ্কলনকারী খৃষ্টানদের একটি সাধারণ স্বভাব যে, তাহারা ঈসা আলাইহিস্ সালামকে এত উর্ধ্বে উঠায় যে, তাঁহাকে প্রভুত্বের স্থান দেয়, পক্ষান্তরে অন্যান্য অনেক অনেক নবীগণের সম্পর্কে এমন এমন ভিত্তিহীন ঘটনা রচনা করে যদ্দারা তাঁহাদের মান মর্যাদা নষ্ট হয় এবং তাঁহারা হেয় প্রতিপন্ন হন। আলোচ্য বিবরণ সম্পর্কে এই খৃষ্টানগণই কোন একটি লোকের সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে হযরত দাউদের এমন একটি জঘন্য ঘটনা গড়িয়াইয়াছে যাহা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষেও অতীব কলঙ্কময় বলিয়া গণ্য হইবে।

দুখের বিষয় কোন কোন তফসীরকার যাহাদের নীতি হইল- কোন ঘটনা সম্পর্কে ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা সব রকম বর্ণনা সমাবেশ করা; তাঁহারা সত্য-মিথ্যার বিচার করেন না। কিম্বা তাঁহারা হয় ত সত্য-মিথ্যার বিচারের সঙ্গেই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইসলাম দুশমনগণ তাঁহাদের সেই সত্য-মিথ্যার বিচার বাদ দিয়া শুধু ঘটনাকে ঐ তফসীরকারদের নামে উদ্ধৃত করিয়াছে- এইরূপে খৃষ্টানদের সেই গর্হিত বিবরণ মুসলমান তফসীরকারদের নামেও প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ ধরনের বিবরণ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

শনিবারই সম্পন্ন করা হইয়াছে। অতএব উহা তাহাদের জন্য হারাম কাজে লিপ্ত হওয়াই ছিল– বরং জঘন্যরূপে তথা ফন্দি-ফেরেব আকারে। এই ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী সৃষ্টি হইল– (১) এক শ্রেণী যাহারা ঐ ফন্দি-ফেরেবে মাছ শিকারে লিপ্ত ছিল। (২) আর এক শ্রেণী যাহারা ওয়াজ-নছিহত করিয়া ঐ হারাম কাজে বাধা দিতে ছিল। (৩) আর এক দল ঐ কাজে লিপ্ত হয় নাই, কিন্তু লিপ্তদিগকে বাধাদানেও তৎপর হয় নাই, এমনকি ঐ তৎপরতাকে নিরর্থক ভাবিত।

প্রথম শ্রেণীর লোকগুলি তাহাদের অসৎ কার্য হইতে বিরত না থাকায় তাহাদের উপর আল্লাহর আযাব আসিল; তাহারা বানর হইয়া গেল এবং তিনদিন বানর থাকিয়া সবাই মরিয়া গেল। ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, ঐ আযাবে তৃতীয় শ্রেণীও ধ্বংস হইয়াছে। কারণ, অসৎ কাজে বাধাদানের ফরয তাহারা আদায় করে নাই। অবশ্য দ্বিতীয় শ্রেণী আযাব হইতে রেহাই পাইয়াছিল বলিয়া পবিত্র কোরআনেই উল্লেখ রহিয়াছে। ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এইরূপ–

وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَايَسْبِتُوْنَ لَاتَاْتِيْهِمْ كَذٰلِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ـ

২২০ইহুদীদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ঐ বস্তিবাসীদের ঘটনা যাহারা সমুদ্রোপকূলবাসী ছিল। যখন তাহারা শনিবার সম্পর্কীয় নিষেধাজ্ঞার সীমা লংঘন করিতে ছিল। শনিবার দিন তাহাদের নিকট সমুদ্রের মৎস্যসমূহ পানির উপরে ভাসিয়া কিনারায় আসিয়া যাইত। শনিবার ছাড়া অন্য দিন ঐরূপে আসিত না; ইহা তাহাদের জন্য আমার পরীক্ষা ছিল। কারণ তাহারা সীমালংঘনে অভ্যস্ত ছিল।

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا نِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ـ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ـ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ ـ

আরও একটি স্মরণীয় কথা– (কিছু সংখ্যক লোক তাহাদের ঐ অসৎ কার্যে বাধা দিলে) তাহাদেরই এক শ্রেণীর লোক (বাধাদানকারীদিগকে নিরুৎসাহ করার উদ্দেশ্যে) বলিল, ঐ লোকদেরকে কেন ওয়ায-নছিহত কর যাহাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করিবেন বা কঠিন আযাব দিবেন? বাধাদানকারী দল বলিলেন, আমরা পরওয়ারদেগারের নিকট ক্ষমার্হ গণ্য হইতে চাই এবং আশা রাখি, হয়ত এই অসৎ লোকেরা অসৎ কাজ হইতে ফিরিয়া যাইবে। অতপর অসৎ লোকের দল সব ওয়ায-নছিহতকে উপেক্ষা করিল তখন আমি বাধাদানকারী দলকে রক্ষা করিলাম।

وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ـ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ ـ

আর অন্যায়কারী সকলকে কঠিন আযাবে পাকড়াও করিলাম তাহাদেরই সীমা লংঘনের কারণে। (যাহার বিবরণ এই যে–) যে কাজ তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল তাহারা যখন গোড়ামী করিয়া সেই কাজে লিপ্ত হইল তখন তাহাদের উপর আমার আদেশ বলবৎ হইল যে, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও।

তাহারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে চালাকী-বজ্জাতী করার ফন্দি আঁটিয়াছিল, তাই তাহাদের সেই স্বভাবের জীবেই পরিণত করিয়া লাঞ্ছনার সহিত ধ্বংস করা হইয়ছে। বানর হইয়া তাহারা তিন দিন জীবিত ছিল; তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং উপলব্ধি অনুভূতি সবই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু কথা বলার শক্তি ছিল না। সবকিছু স্মরণ করিয়া একে অপরকে দেখিয়া কাঁদিয়া বেড়াইত। তিন দিন এই লাঞ্ছনা ভোগের পর সবাই মৃত্যুমুখে

পতিত হইয়াছিল। এই ঘটনা বিশ্ববাসীকে সতর্ক করার এবং উপদেশ দান করার এক বিশেষ শিক্ষা বলিয়া স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে উল্লেখ করিয়াছেন–

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ ـ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ

নিশ্চয়ই তোমরা অবগত আছ ঐ লোকদের পরিণতি যাহারা সীমা লংঘন করিয়াছিল শনিবার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার। ফলে আমি তাহাদের প্রতি আদেশ প্রয়োগ করিয়াছিলাম যে, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও। উক্ত ঘটনার শাস্তিকে আমি বানাইয়া রাখিলাম তৎকালীন ও পরবর্তী লোকদের জন্য সতর্ককারী ও আদর্শমূলক শিক্ষা এবং খোদাভক্ত ও খোদাভীরুগণের জন্য উপদেশ ও নছীহত। (পারা–১, রুকু–৮)

হযরত ছোলায়মান (আঃ)

যহরত ছোলায়মান (আঃ) হযরত দাউদের পুত্র ছিলেন। খৃস্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীর বাদশা তালুতের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন হযরত দাউদ। তাঁহার সময়কাল ছিল খৃস্টপূর্ব ৯ম শতাব্দী। সুতরাং হযরত দাউদের স্থলাভিষিক্ত হযরত ছোলায়মানের সময়কাল ছিল খৃস্টপূর্ব ৮ম শতাব্দী। তাঁহাদের সকলেরই কেন্দ্রীয় স্থান ছিল ফিলিস্তিন। ছোলায়মান (আঃ) হযরত দাউদের সুযোগ্য পুত্রই ছিলেন। হযরত দাউদ (আঃ) অতি সুদক্ষ ও সূক্ষ্ম ন্যায় বিচারক ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে বিশেষরূপে উহার দক্ষতা দান করিয়াছিলেন। পবিত্র কোরআনের সূরা ছাদে এ সম্পর্কেই ঘোষণা আছে– واتينه الحكمة وفصل الخطاب "আমি দাউদকে সূক্ষ্ম জ্ঞান ও ন্যায় বিচারের বিশেষ দক্ষতা দান করিয়াছিলাম।" এই গুণে ছোলায়মান (আঃ)-ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিলেন। বাল্য বয়সেই এক ঘটনায় তাঁহার রায় ও বিচার পিতা হযরত দাউদের রায় অপেক্ষা অধিক সুষ্ঠু হইয়াছিল।

ঘটনার বিবরণ এই যে, এক ব্যক্তির পশুপাল অপর ব্যক্তির ক্ষেতের ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে। ক্ষেত্রের মালিক হযরত দাউদের নিকট নালিশ করিল। হযরত দাউদ তদন্তে জানিতে পারিলেন, পশুপালের মালিকের ত্রুটিতেই ঘটনা ঘটিয়াছে এবং ক্ষতির পরিমাণ পশুপালের মূল্যের সমান। সুতরাং হযরত দাউদ (আঃ) সেই ঘটনায় রায় দিলেন যে, শস্যহানির বিনিময়ে ক্ষেতের মালিককে পশুপালগুলি দিয়া দেওয়া হইবে– ইহা আইনগত রায় ছিল এবং নির্ভুল রায়ই ছিল।

হযরত ছোলায়মান তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি ঘটনা শুনিতেছিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র এগার বৎসর। তিনি পিতাকে বলিলেন, আইনের ধারা অবলম্বন না করিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতার দ্বারা ঘটনার মীমাংসা অন্য পন্থায়ও হইতে পারে এবং উহা বাদী-বিবাদী উভয়ের পক্ষে উত্তম হইবে। তাহা এই– এখন পশুগুলি সাময়িকভাবে বাদীকে দেওয়া হউক, সে উহার দুগ্ধ ও পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হইতে থাকুক এবং বিবাদী-বাদীর ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেতের চাষ-বাস করিতে থাকুক। যখন ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত পূর্ববর্তী ভাল অবস্থার উপর আসিয়া যাইবে, তখন বিবাদী স্বীয় পশুপাল বাদীর নিকট হইতে ফেরত লইয়া লইবে। ফলে বাদীর ক্ষতিপূরণও হইয়া যাইবে এবং বিবাদীও তাহার পশুপাল হইতে বঞ্চিত হইবে না। এই রায় দাউদ (আঃ) পছন্দ করিলেন। পবিত্র কোরআনে এই ঘটনার বিবরণ–

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ـ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ـ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ـ وَكُلاًّ اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ـ

দাউদ ও ছোলায়মানের একটি ঘটনা শুনুন। যখন উভয়ের উপস্থিতিতে একটি (আঙ্গুর) ক্ষেতের বিষয়ে বিচার হইতেছিল– ঐ ক্ষেত্রে অপর লোকের ছাগল-পাল আসিয়া পড়িয়াছিল (এবং গাছের ক্ষতি করিয়াছিল) আমি তাহাদের রায়কে প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। সে মতে ঘটনার উত্তম মীমাংসার বুঝ ছোলায় মানকে দান করিলাম, আমি তাঁহাদের উভয়কেই সূক্ষ্ম বিচার-শক্তি ও জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। (সূরা আম্বিয়া, পারা–১৭, রুকু–৬)

হযরত ছোলায়মান বিচারকার্যে অতি নিপুণ, সুদক্ষ এবং সুকৌশলীও ছিলেন, যাহার একটি নজির নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে–

১৬৪৯। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, (হযরত দাউদ ও ছোলায়মানের কালের ঘটনা– একস্থানে) দুইজন মহিলা তাহাদের সঙ্গে তাহাদের দুইটি শিশু ছিল। হঠাৎ বাঘ আসিয়া একটি শিশু লইয়া গেল। অবশিষ্ট শিশুটি সম্পর্কে মহিলাদ্বয়ের প্রত্যেকের দাবী, এই শিশু আমার; বাঘে নিয়াছে তোমার শিশুকে। (অতি ছোট শিশুর সনাক্ত আকৃতির দ্বারা হয় না।)

অতপর তাহারা উভয়ে এই বিরোধের মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হইল। (স্ত্রীলোকদ্বয়ের মধ্যে যে অধিক বয়স্কা ছিল শিশুটি তাহার হস্তে ছিল এবং তাহার বিরোধিনী কম বয়স্কার নিকট স্বীয় দাবীর কোন সাক্ষ্য ছিল না, তাই শরীয়তের এবং আদালতের বিধান মতে) হযরত দাউদ (আঃ) বয়স্কা স্ত্রীলোকটির পক্ষে রায় দিলেন।

মহিলাদ্বয় তথা হইতে যাওয়ার সময় হযরত ছোলায়মানের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা তাঁহাকে ঘটনার বিবরণ শুনাইলেন। হযরত ছোলায়মান ভান করিয়া লোকদিগকে বলিলেন, একটি ছুরি নিয়া আস, আমি শিশুটিকে দ্বিখন্ডিত করিয়া তাহাদের উভয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দিব। এতদশ্রবণে কম বয়স্কা মহিলাটি চীৎকার করিয়া বলিল, এইরূপ করিবেন না– এইরূপ করিবেন না; আমি মানিয়া লইতেছি, শিশুটি আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর। (স্নেহ-মমতা কৃত্রিম উপায়ে আসিতে পারে না, তাই বয়স্কা মহিলাটির অবস্থা তদ্রূপ হইল না, ফলে সর্বসমক্ষে ইহা প্রকাশ পাইয়া গেল যে, বস্তুতঃ কম বয়স্কা মহিলাটিই শিশুর জননী। এই অকৃত্রিম সাক্ষ্যে বিপক্ষিণী বাস্তবকে স্বীকার না করিয়া কোথায় যাইবে?) অবশেষে পুনর্বিচার হইয়া কম বয়স্কা মহিলাটিই শিশুটিকে লাভ করিল।

হযরত ছোলায়মান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর হযরত দাউদের ইন্তেকাল হইল। হযরত ছোলায়মান নবুয়ত ও রাজত্ব উভয় ক্ষেত্রে স্বীয় পিতা হযরত দাউদের স্থলাভিষিক্ত হইলেন এবং আল্লাহ তা'আলা হযরত ছোলায়মানকে কতিপয় বৈশিষ্ট্য দান করিলেন যাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল–

জিন, পাখী ও বায়ু-বাতাসের উপর ক্ষমতা *

আল্লাহ তা'আলা হযরত ছোলায়মানকে একটি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজত্ব শুধু মানুষ জাতির উপরই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং দুর্ধর্ষ জিন জাতি এবং পাখী জাতিও তাঁহার করায়ত্তে ও শাসনাধীনে ছিল, বায়ু-বাতাসও তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিল– ঐসব তাঁহার আদেশ পালনে সাধারণ মজুর ও সৈনিকের ন্যায় কাজ করিয়া যাইত। পবিত্র কোরআনে এই সম্পর্কে বর্ণনা–

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا ۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عٰلِمِيْنَ ۔

আমি ছোলায়মানের জন্য বতাসকে বশীভূত করিয়া দিয়াছিলাম; বকরতপূর্ণ (দেশ– সিরিয়া হইতে কোথাও যাইতে এবং তথা হইতে ঐ) দেশের দিকে (প্রত্যাবর্তনে) বাতাস তাঁহাকে তাঁহার আদেশ মতে বহন করিয়া প্রবলবেগে চলিত। আমি ত সর্বজ্ঞ আছি; (আমার পক্ষে সবই সহজ)

* জিন, পাখি ও বাতাস এইসব হযরত ছোলায়মানের বশীভূত ছিল। উহারা তাঁহার আজ্ঞাবহ মজুর ও সৈনিকের কাজ করিয়া থাকিত। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন বর্ণনায় শুধুমাত্র এই তিনটি জাতিই উল্লেখ আছে; এই সূত্রেই একদল তফছীরকারের মত এই যে, পশু জাতির উপর হযরত ছোলায়মানের সাধারণ আধিপত্য ছিল না, নতুবা উহারও উল্লেখ কোরআনে থাকিত। তফছীরকারদের অপর দলের মত এই যে, কোরআনের উল্লিখিত তিনটি জাতিকে বশীভূত রাখার ক্ষমতা দ্বারা পশু জাতিকেও বশীভূত রাখা অধিক সহজ সাধ্য। তাঁহাদের মতে পশু-পক্ষী, জিন-পরী, বায়ু-বাতাস, মানব-দানব সকলের উপরই হযরত ছোলায়মানের আধিপত্য ছিল।

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلاً دُوْنَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ـ

আর দেও-জ্বিনদের মধ্য হইতে অনেকগুলি তাঁহার জন্য (মণি-মুক্তা আহরণের উদ্দেশ্যে সমুদ্র গর্ভে) ডুবুরির কাজ করিত, এতদ্ভিন্ন তাহারা আরও অনেক কাজ করিত। (পারা-১৭, রুকু- ৬)

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ـ وَاَرْسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ـ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ـ

আমি ছোলায়মানের জন্য বাতাসকে বশীভূত করিয়াছিলাম যাহার গতি এরূপ ছিল যে, শুধু এক ভোর বেলায় এক মাসের পথ এবং শুধু এক বিকাল বেলায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিত।* আরও আমি প্রবাহিত করিয়াছিলাম তাঁহার জন্য বিগলিত তাম্রের খনি। আর জ্বিনদিগকেও তাঁহার অধীনস্থ করিয়াছিলাম; অনেকে তাঁহার জন্য পরওয়ারদেগারের আদেশে বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত থাকিত। যে কেহ আমি আল্লাহর আদেশ লংঘন করিলে তাহাকে দোযখের শাস্তি ভোগাইব।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَاۤءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ـ

জ্বিনগণ ছোলায়মানের ইচ্ছা মোতাবেক বিভিন্ন জিনিস তৈরী করিত- বড় বড় দালান কোঠা তৈরী করিত, বিভিন্ন শিল্পকাজ করিত এবং প্রয়োজন মোতাবেক বিরাট বিরাট পাত্র তৈরী করিয়া বসাইয়া রাখিত।

اِعْمَلُوْۤا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ـ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ ـ

(দাউদ-পুত্র ছোলায়মানকে এইসব নেয়ামত দানের) আদেশ দিয়াছিলাম, হে দাউদ-পরিবার! (রাজত্বের মোহে আমাকে ভুলিও না;) আমার শুকর-গুজারি কার্যে মনোনিবেশ করিবে। সতর্ক থাকিও- আমার বান্দা হইয়াও আমার শোকর গুজারী কম লোকেই করে। (সূরা সাবা, পারা-২২ রুকু- ৮)

পাখীর ভাষা ও বুলি বুঝি বার শক্তি *

হযরত ছোলায়মানকে আল্লাহ তা'আলা আরও একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিলেন যে, একটি মানুষ অপর মানুষের ভাষা যেইরূপে বুঝিয়া থাকে, তদ্রূপ হযরত ছোলায়মান (আঃ) সমস্ত রকম পাখীর বুলি ও ভাষা বুঝিয়া থাকিতেন, উহাদের সঙ্গে তাঁহার কথোপকথন হইত। পবিত্র কোরআনে ইহারও উল্লেখ রহিয়াছে-

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ـ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ـ

ছোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হইলেন; তিনি ঘোষণা করিলেন, হে লোক সকল! আমাকে পাখীর

---

* হযরত ছোলায়মান (আঃ) এবং প্রয়োজনে তাঁহার সৈন্য-সামন্ত কোন বাহনের উপর আরোহণ করিতেন এবং বাতাস উহাকে বহন করিয়া চলিত এবং আদিষ্ট স্থানে নামাইয়া দিত।

বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যন্ত্রের সাহায্যে যেভাবে বাতাসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহা দ্বারা বহন করার কাজ লওয়া হয় তদপেক্ষা অধিক উন্নতরূপে আল্লাহর আদেশক্রমে হযরত ছোলায়মান (আঃ) বাতাসের দ্বারা প্রয়োজনীয় বহন করার কাজ সমাধা করিতেন।

* পবিত্র কোরআনে শুধু পাখীর বুলি ও ভাষা বুঝিবার বিষয় উল্লেখ আছে, যেসব তফছীরকারদের মতে হযরত ছোলায়মানের আধিপত্য পশু জাতির উপরও ছিল তাহাদের মতে তিনি পাখী জাতির ন্যায় পশু জাতিরও ভাষা বুঝিয়া থাকিতেন। নিম্নে বর্ণিত পিপীলিকার ঘটনা ইহার প্রমাণ।

বুলি ও ভাষা বুঝিবার শক্তি দান করা হইয়াছে, আমার রাজত্বের প্রয়োজনীয় সব কিছু আমাকে প্রদান করা হইয়াছে। নিশ্চয় ইহা আমার প্রতি আল্লাহর একটি সুস্পষ্ট কৃপা ও দান। (পারা–১৯, রুকু– ১৭)

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হযরত ছোলায়মানের বিভিন্ন ঘটনা দ্বারাও তাঁহার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রমাণিত হয়। নিম্নে ঐসব ঘটনার উদ্ধৃতি দেওয়া গেল।

পিপীলিকার ঘটনা

একবার হযরত ছোলায়মান কোন ভ্রমণ বা অভিযানের প্রস্তুতি করিলেন। সেমতে মানুষ, জ্বিন ও পাখী জাতির সমন্বয়ে একটি বিরাট বাহিনী গঠন করা হইল। জ্বিনদের দ্বারা ভারী কার্য সমাধা করা হইত এবং পাখীর দ্বারা সাধারণতঃ ছায়াদানের কাজ লওয়া হইত। এতদ্ভিন্ন পাখীর দ্বারা আরও বিশেষ কাজ লওয়া হইত– যেমন, কোন পার্বত্য বা মরু অঞ্চলে পানির আবশ্যক হইল, "হুদ্ হুদ্– কাঠ-ঠোকরা" নামক এক প্রকার পক্ষী আছে, ভূগর্ভে কোথায় কোন স্তরে পানির অস্তিত্ব আছে, তাহা ঐ শ্রেণীর পক্ষী নিজ অভিজ্ঞতায় অতি সহজেই সন্ধান লাভ করিতে পারে। অতএব ছোলায়মান (আঃ) ঐ পাখির দ্বারা পানির সন্ধান লইয়া জ্বিনদের দ্বারা ততায় মাটি খুঁড়িয়া পানি বাহির করিতেন।

সারকথা এই যে, বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যান্ত্রের সাহায্যে ব্যয়-বহুল কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা যে সব কার্য সামাধা করা হয় হযরত ছোলায়মান জ্বিন, পাখী ইত্যাদি দ্বারা অতি সহজে সেইরূপ আবশ্যকাদি পূরণ করিতেন।

হযরত ছোলায়মানের বিরাট বাহিনী পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। তাহারা যেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল সেই পথেই সম্মুখভাগে একস্থানে একদল পিপীলিকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ছোলায়মান বাহিনী এই পথে এ স্থলে পৌঁছিবে এবং তাহাদের পদতলে পিপীলিকাগুলি নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে, তাই দলপতি পিপীলিকাটি ঘোষণা দিল, হে পিপীলিকাগণ! তোমরা সত্বর গুহায় প্রবেশ করিয়া যাও; ছোলায়মান বাহিনী দ্বারা যেন তোমরা পিষ্ট না হইয়া পড়।

হযরত ছোলায়মান নিকটেই পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন, কিম্বা বাতাস তাঁহার বশীভূত থাকায় তিনি ছোট আওয়াজ অনেক দূর হইতে শুনিতে পাইতেন। পিপীলিকার সেই সতর্কবাণী সবকিছু তিনি শুনিলেন এবং উহা বুঝিতেও পারিলেন। সামান্য পিপীলিকার এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন এবং সুশৃঙ্খলতার সহিত আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া হাসিয়া পড়িলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে এত প্রশস্ত জ্ঞান দান করিয়াছিলেন যে, তিনি ক্ষুদ্র পিপীলিকার কথাবার্তা বুঝিতে সক্ষম হইলেন! এবং আল্লাহ তা'আলা যে, তাঁহাকে এত বড় বিশাল রাজত্ব দান করিয়াছেন– উহার উপর আল্লাহ তা'আলার শোকরগুজারী করার তওফিক এবং অধিক নেক কাজ করার তৌফিক চাহিয়া এই উপলক্ষে ছোলায়মান (আঃ) আল্লার দরবারে আবেদন-নিবেদন করিলেন। পবিত্র কোরআনে ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ–

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ـ حَتّٰى اِذَا اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يٰاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَايَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ ـ

একদা ছোলায়মানের (অভিযান প্রস্তুতি) উদ্দেশ্যে মানব, দানব ও পাখী জাতি হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা হইল। এত বড় বাহিনী ছিল যে, উহার অগ্র ও পশ্চাতে শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইত। এই বিরাট বাহিনী একটি ময়দানের নিকটে পৌঁছিল; এই ময়দানে পিপীলিকার দল বাস করিত। ছোলায়মান বাহিনীর আগমন লক্ষ্য করিয়া একটি পিপীলিকা তাহার সঙ্গীদেরকে বলিল, হে পিপীলিকাগণ! তোমরা নিজ

গুহায় চলিয়া যাও, ছোলায়মান এবং তাঁহার বাহিনী তোমাদিগকে অজ্ঞাতে যেন পিষ্ট করিয়া না ফেলে।

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

ছোলায়মান সেই পিপীলিকার কথায় হাসিয়া পড়িলেন এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে বিশেষ মোনাজাত করিলেন– হে পরওয়ার দেগার! আমাকে এবং আমার মাতাপিতাকে যেসব বিশেষ নেয়ামত দান করিয়াছ উহার শোকর-গুজারী করার তৌফিক আমাকে দান কর এবং তোমার সন্তুষ্টি ভাজন নেক কাজ যেন করিতে পারি সেই তৌফিক দান কর এবং আমাকে নিজ করুণাবলে নেককার দলভুক্ত করিয়া রাখ।

(পারা–১৯, রুকু– ১৭)

শিক্ষণীয় বিষয়

শক্তি ও ক্ষমতার আধিক্য মানুষকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করিয়া দেয়, প্রভু পরওয়ারদেগার আল্লাহ তাআলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, মানুষকে অহঙ্কারী অত্যাচারী বানায়। ফেরাউন, শাদ্দাদ, কারূণ ও নমরূদ প্রমুখ লোকদের ইতিহাস ইহার প্রকৃষ্ট নজীর। এইসব মহা রোগের প্রতিষেধক এই যে, প্রথম হইতেই সকল শক্তি-সামর্থ ও ক্ষমতাকে আল্লাহ তা'আলার দান উপলব্ধি করতঃ আল্লাহর দিকে ঝুকিয়া থাকিবে। আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের তরীকা সর্বদা ইহাই রহিয়াছে।

বিলকীস রাণীর ঘটনা

একদা হযরত ছোলায়মান (আঃ) তাঁহার কার্যরত বিভিন্ন জাতির সৈন্য-সামন্তদের, বিশেষতঃ পাখীদের তল্লাশি লইলেন। "হুদ্‌হুদ্– কাঠ ঠোকরা" পাখী– যাহা দ্বারা পানিহীন অঞ্চলে ভূগর্ভে পানির খোঁজ নেওয়া হইত উহাকে অনুপস্থিত দেখিলেন। এতদ্দৃষ্টে তিনি ঐ পাখির প্রতি রাগান্বিত হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে হুদ্‌হুদ পাখী হাজির হইল এবং নতুন খবর হযরত ছোলায়মানকে জ্ঞাত করিল যে, আপনার অজ্ঞাতে এক স্থানে "সাবা" নামক এক গোত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাদের শাসনকর্তা হইল এক রাণী, যাহার একটি বিরাট ও অতি মূল্যবান সিংহাসন আছে এবং তাহার আরও সব রকমের সাজ-সরঞ্জাম রহিয়াছে। সেই রাণী এবং তাহার জাতি তাহারা সকলেই আল্লাহ তাআলার বন্দেগী ছাড়িয়া দিয়া সূর্য পূজায় লিপ্ত। তাহারা সূর্যের সম্মুকেই মাথা নত করিয়া থাকে। শয়তান তাহাদিগকে আরও অনেক রকম গোমরাহীতে লিপ্ত রাখিয়াছে।

হযরত ছোলায়মান বলিলেন, তোমার খবরের পরীক্ষা এখনই করিতেছি– দেখিব, তুমি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী। এই বলিয়া তিনি সেই রাণীর প্রতি একটি পত্র লিখিয়া উহা হুদহুদের হাওয়ালা করিলেন। তাহাকে আদেশ করিলেন, পত্রটি সেই রাণীর সম্মুখে রাখিয়া দিয়া তুমি দূরে সরিয়া অপেক্ষা করিবা এবং ইহার কি প্রতিক্রিয়া হয় তাহা লক্ষ্য করিবা। হুদ্‌হুদ তাহাই করিল।

রাণীর নিকট যখন পত্র পৌঁছিল এবং তিনি উহা পাঠ করিলেন, তখন তিনি স্বীয় পরিষদ আহবান করিয়া পরিষদবর্গের নিকট বলিলেন, সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ব সম্রাট ছোলায়মানের তরফ হইতে একটি পত্র আসিয়াছে যাহার মর্ম এই–

"বিছমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম" আমার মোকাবেলায় বাহাদুরী দেখাইও না, আমার পূর্ণ অনুগত হইয়া যাও" রাণী পরিষদবর্গের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। পরিষবর্গ নিজেদের শক্তি-সামর্থের উল্লেখ করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাণীর উপর ন্যস্ত করিল।

রাণী বলিলেন, যুদ্ধের পরিণামে এক দেশে অপরদেশের বাদশাহ্ প্রবেশ করিলে সেই দেশের ধ্বংস অনিবার্য, সেই দেশের বড় বড় লোকগণ নিষ্পেষিত হয়– এই ধরনের বহু অঘটন ঘটিয়া থাকে, অতএব সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যাইব। প্রথমতঃ আমি বিশ্ব-সম্রাট ছোলায়মানের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনস্বরূপ কিছু উপঢৌকন পাঠাইব; দেখি– উহার প্রতিউত্তর কি আসে।

হযরত ছোলায়মানের দরবারে যখন ঐ উপঢৌকন বহনকারীগণ পৌছিল, তিনি তাহাদের উপঢৌকনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন এবং সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার হুমকি দিলেন। তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া রাণীকে সমুদয় পরিস্থিতি বুঝাইয়া বলিল। বুদ্ধিমতি রাণী পরিস্থিতি অনুধাবন করিতে পারিয়া হযরত ছোলায়মানের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য স্বীকার করতঃ তাঁহার দরবারে হাজির হইবার জন্য সদলবলে রওয়ানা হইলেন। হযরত ছোলায়মান সব সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি রাণীকে প্রভাবান্বিত করার জন্য তাঁহার পৌছিবার পূর্বে দুইটি আশ্চর্যজনক ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। একটি এই যে, রাণীর যে বিশেষ সিংহাসনটি ছিল উহাকে হযরত ছোলায়মান কোন জ্বিনের দ্বারা বা স্বীয় বিশেষ বিদ্যা দ্বারা এক পলকের মধ্যে তাঁহার দেশ হইতে নিয়া আসিলেন এবং নিজের বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা এই করিলেন যে, রাণীর থাকার জন্য এক বিশেষ ধরনের শীশমহল তৈরী করিলেন। উহার মধ্যে একটি ঘর সুসজ্জিত করিলেন। অতপর সেই ঘরের সম্মুখে বড় একটি পানির হাউজ তৈরী করিলেন। পানি ও মাছ ভর্তি করিয়া হাউজটির মুখ মজবুত কাঁচ বা আয়নার দ্বারা আবৃত করিয়া দিলেন। পানির উপর কাঁচের আবরণ! আবরণ বলিয়া মনে হয় না এবং আবরণরূপে দেখাও যায় না। ইহাতে মনে হয়, ঐ সুসজ্জিত ঘরে যাইতে পানি অতিক্রম করিতে হইবে, বস্তুতঃ তাহা নহে, বরং পানির উপর মজবুত কাঁচ রহিয়াছে যাহার উপরে শুষ্ক পথ।

রাণী হযরত ছোলায়মানের দরবারে পৌছিলেন। ছোলায়মান (আঃ) তথায় অবস্থিত সিংহাসনটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সিংহাসনটি কি এই ধরনের? রাণী বলিলেন, আমার ত ধারণা হয় ইহা সেইটিই। আমরা পূর্বেই জানি, আপনি এই ধরনের অলৌকিক শক্তি রাখেন। অতপর রাণীকে তাঁহার জন্য প্রস্তুত শীশমহলে লইয়া যাওয়া হইল এবং সুসজ্জিত ঘরে যাইবার জন্য বলা হইল। সম্মুখে বিশেষরূপে তৈরী হাউজ রহিয়াছে। রাণী সাধারণ দৃষ্টিতে ভাবিলেন, বোধ হয় আরাম উপভোগের জন্য অল্প পানির উপর দিয়া যাওয়ার পথ করা হইয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি পায়ের গোছার উপরে কাপড় টানিয়া ধরিলেন। তখন ছোলায়মান (আঃ) বলিলেন, পানির উপর কাঁচের আবরণ রহিয়াছে, পায়ে পানি লাগিবে না।

রাণী সব অবস্থা অনুধাবন করার পর স্বীকার করিলেন যে, আমি স্বীয় সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা আল্লাহ হইতে দূরে থাকিয়া নিজেই নিজের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত ছিলাম। এখন আমি হযরত ছোলায়মানের হস্তে সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনিলাম এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলাম।* উল্লিখিত ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَاأَرَى الْهُدْهُدَ ـ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ ـ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَذْبَحَنَّهُ اَوْلَيَاتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ـ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ـ

একদা ছোলায়মান হুদ্‌হুদ (কাট– ঠোকরা সদৃশ) পাখীকে অনুপস্থিত দেখিলেন। বলিলেন, হুদ্‌হুদকে দেখিতেছি না, সে কি উপস্থিত হয় নাই? তাহাকে কঠোর শাস্তি দিব কিম্বা উহাকে জবাই করিয়া ফেলিব যদি না সে সুস্পষ্ট কারণ দর্শাইতে পারে। অল্প সময়েই হুদ্‌হুদ উপস্থিত হইল এবং আরজ করিল, আমি এমন

* সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের বর্ণনা এই যে, ঐ কুমারী রাণীর অনুরোধে হযরত ছোলায়মান (আঃ) তাঁহাকে পরিণীতারূপে গ্রহণ করিয়া নিয়াছিলাম।

বিষয়ের খোঁজ নিয়া আসিয়াছি যাহার খোঁজ আপনি রাখেন না– আমি "সাবা" গোত্রের দেশ হইতে একটি বাস্তব খবর লইয়া আসিয়াছি।

اِنِّیْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِیْمٌ

আমি সেই দেশে দেখিয়াছি, এক রাণী সেই দেশের শাসনকর্ত্রী; তাহার সকল রকমের সাজ-সরঞ্জাম রহিয়াছে এবং অতি বড় বিশেষ একটি সিংহাসনও তাহার আছে।

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا یَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیْلِ فَهُمْ لَایَهْتَدُوْنَ ۔

সেই রাণী এবং তাহার জাতি সকলকেই দেখিয়াছি, আল্লাহকে ছাড়িয়া সূর্যের পূজা করে এবং শয়তান তাহাদের এই কার্যকেই উত্তম বুঝাইয়াছে; ফলে শয়তান তাহাদিগকে সৎপথ হইতে হটাইতে সক্ষম হইয়াছে; ফলে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে।

اَلَا یَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِیْ یُخْرِجُ الْخَبْءَ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَیَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ۔

তাহারা ঐ মহান আল্লাহর বন্দেগী ছাড়িয়া দিয়াছে যিনি (সকলের প্রতিপালনের জন্য) আসমানের গুপ্ত জিনিস (বৃষ্টির পানি) প্রকাশ (–বর্ষণ) করেন এবং যমীনেরও গুপ্ত জিনিস (উহার উদ্ভিদ) প্রকাশ করেন (জন্মাইয়া থাকেন।) তদ্রূপ তিনি সকলের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবকিছু জানেন; (কেয়ামতের তথা হিসাবের দিন সব প্রকাশ করিয়া দিবেন) এই আল্লাহই একমাত্র মা'বুদ ও উপাস্য-পূজনীয়; তিনি ভিন্ন আর কোন উপাস্য-পূজনীয় নাই, তিনি মহান আরশের মালিক।

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِیْنَ ۔ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِیْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَیْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا یَرْجِعُوْنَ ۔

হযরত ছোলায়মান বলিলেন, এখনই আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব, তুমি সত্য খবর বলিতেছ, না– মিথ্যা বলিতেছ। সেই রাণীর নিকট আমার এই পত্র লইয়া যাও এবং পত্রখানা তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া তুমি দূরে সরিয়া লক্ষ্য কর যে, তাহারা কি কথাবার্তা বলে।

قَالَتْ یٰۤاَیُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّیْۤ اُلْقِیَ اِلَیَّ كِتٰبٌ كَرِیْمٌ ۔ اِنَّهٗ مِنْ سُلَیْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۔ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَیَّ وَاْتُوْنِیْ مُسْلِمِیْنَ ۔

রাণী স্বীয় পরিষদবর্গকে ডাকাইয়া বলিলেন, আমার নিকট একখানা বিশেষ মর্যাদাবান লিপি আসিয়াছে। লিপিখানা বিশ্ব-সম্রাট ছোলায়মানের তরফ হইতে আসিয়াছে। উহার মর্ম এই "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বিশেষ খবর এই যে, আমার মোকাবিলায় মাথা উঁচু করিও না, আমার অনুগত হও।

قَالَتْ یٰۤاَیُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِیْ فِیْۤ اَمْرِیْ ۔ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰی تَشْهَدُوْنِ ۔

রাণী পরিষদবর্গকে বলিলেন, এই বিষয়ে তোমরা আমাকে পরামর্শ দান কর, আমি ত তোমাদের উপস্থিতিতে পরামর্শ করা ছাড়া কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করি না।

قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِیْدٍ ۔ وَّالْاَمْرُ اِلَیْكِ فَانْظُرِیْ مَاذَا تَاْمُرِیْنَ ۔

পরিষদবর্গ বলিল, আমাদের জনবল ও অস্ত্রবল পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে, অনুমতি প্রদান আপনার হাতে, সুতরাং কি সিদ্ধান্ত করিবেন তাহা আপনিই ভাবিয়া ঠিক করুন।

قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ـ

রাণী বলিলেন, (যুদ্ধ বিগ্রহের পরিণাম ভাল নহে, কারণ) রাজ-রাজাগণ কোন দেশ দখল করিলে পর তাহারা সেই দেশের পতন ঘটাইয়া দেয়; সেই দেশের বড় বড় লোকগণকে অপদস্ত করে– এই ধরনের আরও অনেক কিছু করে। পত্রলেখকগণের প্রতি প্রথমতঃ আমি কিছু উপঢৌকন পাঠাইতেছি; দেখি, আমার লোকজনেরা ইহার উত্তরে কি খবর নিয়া আসে।

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَا اٰتٰنِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا اٰتٰكُمْ ـ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ـ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لاَّ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا اَذِلَّةً وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ ـ

উপঢৌকন বহনকারী দল যখন ছোলায়মানের দরবারে পৌঁছিল, তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ধন-দৌলতের দ্বারা আমার সহায়তা করিতে আসিয়াছ? আমাকে ত আল্লাহ তোমাদের অপেক্ষা অনেক দিয়াছেন। মনে হয়, তোমরা এই উপঢৌকনের দ্বারা নিজেদের গৌরব দেখাইতে আসিয়াছ! তোমরা যাও; তোমাদের লোকদেরকে খবর দাও, আমরা এত বড় বাহিনী লইয়া তাহাদের উপর আক্রমণে আসিতেছি যেই বাহিনীর মোকাবিলার ক্ষমতা তাহাদের নাই; আমরা তাহাদিগকে অপদস্ত করিয়া দেশ হইতে বিতাড়িত করিব।

وَقَالَ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ـ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ـ

(অবশেষে রাণী আত্মসমর্পণরূপে ছোলায়মানের প্রতি যাত্রা করিলেন) ছোলায়মান (সংবাদ অবগত হইয়া) তাঁহার সকল জ্বিন জাতীয় অধীনস্থকে ডাকিয়া বলিলেন, রাণী আমার নিকট পৌঁছিবার পূর্বে তাঁহার সিংহাসনটি আমার নিকট পৌঁছাইতে পারে কে? একটি শক্তিশালী জ্বিন বলিল, আপনি দরবার হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহাকে নিয়া আসিব– ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই; এই কার্য সমাধায় আমি সক্ষম ও বিশ্বস্ত।

قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ـ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ـ لِيَبْلُوَنِيْ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ـ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ـ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ـ قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لاَ يَهْتَدُوْنَ ـ

যাঁহার নিকট আল্লার কেতাবের বিশেষ এল্‌ম ছিল তিনি বলিলেন, আমি (তোর চেয়ে অধিক দ্রুত–) তোর চক্ষুর পলক মারার পূর্বে উহাকে নিয়া আসিতে সক্ষম হইব। (বাস্তবে তাহাই করা হইল;) ছোলায়মান যখন সেই সিংহাসনটি পলকের মধ্যে নিজের সম্মুখে উপস্থিত দেখিলেন তখন বলিলেন, এই অসাধারণ কার্য একমাত্র আমার প্রভুর অনুগ্রহেই সম্ভব হইয়াছে; ইহার পরিণাম হইল আমার পরীক্ষা যে, আমি প্রভুর কৃতজ্ঞ

থাকি, না অকৃতজ্ঞ হই? যে প্রভু-পরওয়ারদেগারের কৃতজ্ঞ হয় প্রকৃত প্রস্তাবে সে নিজেই লাভবান হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে অকৃতজ্ঞ (সে নিজেরই ক্ষতি করে।) নিশ্চয় আমার প্রভু অপ্রত্যাশী, সর্ব গুণাকর। ছোলায়মান (আঃ) ঐ সিংহাসনটির আংশিক রূপ পরিবর্তনের আদেশ দিলেন। বলিলেন, রাণী ইহাকে চিনিতে পারে কি-না, তাহা পরীক্ষা করিব (এবং জ্ঞানের পরিমাণ বুঝিব)।

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۔ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ۔

রাণী ছোলায়মানের রাজ-প্রাসাদে পৌঁছিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সিংহাসনটি কি এইরূপ? রাণী বলিলেন, মনে হয় যেন এইটা সেইটাই। (রাণী আরও বলিলেন,) এই আশ্চর্যজনক ঘটনার পূর্বেই আপনার নবুয়ত আমরা অবগত আছি; তখন হইতেই আমাদের আন্তরিক আনুগত্য রহিয়াছে।

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۔

(আল্লাহ্ বলেন, পূর্ণ ঈমানের পথে) ঐ রাণীর জন্য এই বাধা ছিল যে, সে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর উপাসনা করিত; সে কাফের দলভুক্ত ছিল।

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۔ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۔ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۔ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

অতপর রাণীকে বলা হইল, আরাম কক্ষে চলুন। কক্ষের বিশেষ পথকে দেখিয়া তিনি উহাকে পানিপূর্ণ ভাবিয়া (পানি হইতে কাপড় বাঁচাইবার জন্য) পায়ের গোছা হইতে কাপড় টানিলেন, তখন ছোলায়মান (আঃ) বলিলেন, ইহা ত কাঁচের তৈরী শীশমহলের আঙ্গিনা।

অবশেষে রাণী বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার হইতে দূরে থাকিয়া নিজেরই ক্ষতি করিয়াছি। এখন আমি ছোলায়মানের দলভুক্তির ঘোষণা দিতেছি এবং আমি ঈমান আনিলাম সারাজাহানের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার প্রতি। (সূরা নমল, পারা–২০, রুকু– ৪৪)

রাণীর পরিচয় ও তাঁহার জাতির শিক্ষামূলক ইতিহাস

আলোচ্য ঘটনার রাণীর নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে সত্য, কিন্তু সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত ইহাই যে, তাঁহার নাম ছিল "বিল্‌কীছ"। পবিত্র কোরআনেই স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে যে, তিনি "ছাবা" গোত্রীয় রাজ্যাধিকারিণী ছিলেন। ছাবা গোত্রের ইতিহাসে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে, তাহারা ইয়ামান দেশের অধিবাসী ছিল। ইয়ামানের ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহর বর্তমান ইয়ামানের রাজধানী صنعا "সানা" হইতে প্রায় ৬০ মাইল পূর্বে অবস্থিত "মারিব্" অঞ্চল তাহাদের কেন্দ্রস্থল ছিল।

হযরত ছোলায়মানের কেন্দ্রীয় রাজধানী ছিল সিরিয়ার অন্তর্গত ফিলিস্তিনে। ভূগোল প্রসিদ্ধ ১৩১০ মাইল দৈর্ঘ্য লোহিত সাগরের শেষ প্রান্তের পরে ফিলিস্তিন অঞ্চল। আর আরব সাগর হইতে লোহিত সাগর প্রবাহিত হওয়ার তথা উভয়ের সংযোগ স্থলের পর্বূ উপকূলে ইয়ামান অঞ্চল। সুতরাং হযরত ছোলায়মানের কেন্দ্রীয় স্থল হইতে বিলকীছ রাণীর দেশ কম-বেশ ১৫০০ মাইল দূরে ছিল।

ইয়ামান দেশে রাণীর গোত্র ছাবা জাতি দীর্ঘকাল হইতে বিশেষ আরাম-আয়েশে ছিল। তাহাদের দেশের উন্নতির অছিলা ও বাহ্যিক সূত্র ছিল তাহাদের বিশেষ সেচ পরিকল্পন। (Water control & Irriagation development)

দেশের পার্বত্য অঞ্চলে সময়-অসময় বৃষ্টিপাত হইয়া বৃষ্টির পানি বিভিন্ন গিরিপথ বহিয়া একত্রিত অবস্থায় "মারেব" অঞ্চলের বিরাট উচু দুইটি পর্বতের মধ্যস্থল দিয়া আসিত। এইরূপে একত্রে অধিক পানি আসিবার কারণে দেশে প্লাবন হইত, আবার ঐ পানি কিছু অংশ মরুভূমিতে ছড়াইয়া এবং কিছু সমুদ্রে যাইয়া নিঃশেষ হইত, ফলে দ্বিতীয়বার প্লাবন না আসা পর্যন্ত পানিবিহীন অবস্থায় সারা দেশ মরুভূমি রূপ ধারণ করিয়া থাকিত। এইরূপে প্লাবন ও পানি শূন্যতার মধ্যে সারা বৎসর দেশের জায়গা-জমি উৎপাদন বিহীন থাকিত।

খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৮ম শতাব্দীতে "মারেব" অঞ্চলের উচু পাহাড়দ্বয়ের মধ্য ১৭০ ফুট দৈর্ঘ্যে, ৫০ ফুট প্রস্থ একটি বাঁধ নির্মিত হয় এবং বাঁধের মধ্যে ছোট ছোট দরওয়াজা রাখা হয়। এতদ্ভিন্ন বাঁধের অভ্যন্তরে ডান ও বাম দিকে ছোট-বড়, নদী-নালা কাটিয়া দেওয়া হয়। ঐ সব দরওয়াজা ও নদী-নালার সাহায্যে সমগ্র দেশে সারা বছর আবশ্যকানুরূপ সেচ কার্য করা হইতে থাকিত।

এই সময়ে ঐ দেশে খাঁটি দ্বীন-ধর্ম এবং ঈমানেরও প্রসার হইয়াছিল। কারণ ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে বিলকীছ রাণীর রাজত্বকাল ঐ সময়েই সাব্যস্ত হয়। যেহেতু রাণী ছিলেন, ছোলায়মান আলাইহিস্ সালামের সমসাময়িক; আর ছোলায়মান (আঃ) ছিলেন, খৃষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীর এবং ছাবা গোত্রের উন্নতির উৎস বাঁধটিও খৃষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীতে তৈরী হইয়াছিল।

রাণী বিলকীস হযরত ছোলায়মানের সাক্ষাতে ঈমান গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রজাগণ স্বভাবতঃই রাজার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং তখন ঐ দেশে খাঁটী দ্বীন-ধর্ম ও ঈমানের প্রভাব বিস্তার হওয়াই স্বাভাবিক।

অল্প দিনের মধ্যেই সারা দেশ বেহেশতরূপ বাগ-বাগিচায় পরিপূর্ণ হইল এবং শস্য-শ্যামল হইয়া গেল। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া অর্থনৈতিক উন্নতি হইলে পর দেশবাসী বৈদেশিক বাণিজ্যের পথও প্রশস্ত করিতে থাকে। ইয়ামানের উত্তর-পশ্চিম দিক কম-বেশ ১৫০০ মাইল দূরে বিশেষ উন্নত দেশ সিরিয়া অবস্থিত এবং পূর্ব-উত্তর দিকে প্রায় ১০০০ মাইল দূরে (বর্তমান ওমান রাজ্যের) "মছকট" প্রভৃতি উন্নত অঞ্চলসমূহ ছিল। সেই সব দেশ ও অঞ্চলের সঙ্গে "ছাবা" গোত্রীয় লোকগণ ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্র প্রতিষ্ঠা করিল এবং ঐ সব দেশে যাতায়াতের জন্য বড় বড় মনোরম সড়ক তৈরী করিয়া নিল। সড়কের উভয় পার্শ্বে ফল-ফুলের বাগ-বাগিচা লাগাইয়া দিল এবং মাঝে মাঝে আরাম-আয়েশপূর্ণ হোটেল-রেস্তোঁরা এবং ছোট ছোট বস্তি-মহল্লা প্রতিষ্ঠা করিয়া দিল। দেশবাসী এইরূপ আরাম-আয়েশের সুব্যবস্থার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারাও বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া নিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহাদের এই আরাম-আয়েশ ও উন্নতি উর্ধ্বগতিতে চলিতে লাগিল এবং তাহারা বেহেশতরূপ বাগ-বাগিচাময় দেশের সুখ-শান্তি ভোগ করিয়া যাইতে লাগিল।

ভোগ-বিলাসের পরিণতি স্বভাবতঃ যাহা হইয়া থাকে দীর্ঘকাল পরে তাহাদের বেলায়ও তাহাই ঘটিল; তাহারা সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা মাবুদ বরহক্ আল্লাহ তাআলাকে ভুলিয়া তাঁহার নাফরমান হইয়া গেল, নবীগণের আদর্শের পরিপন্থী জীবন ধারায় পরিচালিত হইল। ফলে তাহাদের উপর আল্লাহ তা'আলার গযব নামিয়া আসিল।

"মারেব" স্থিত যেই বাঁধের উপর তাহাদের সমুদয় ভোগ-বিলাস ও উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল, সম্ভবতঃ ৫৪২ খৃষ্টাব্দে বড় বড় পাহাড়িয়া ইঁদুর ১৩০০ বছরের সেই প্রাচীন বাঁধে ছিদ্র করিয়া দিল। পানির প্রবল চাপে মুহূর্তের মধ্যে ছোট ছেট ছিদ্র বিরাট ফাটলে পরিণত হইল এবং বাঁধ ধ্বংস হইয়া গেল। ১৩০০ বছরের জমা পানি হঠাৎ দেশের উপর চড়াও হইয়া সমগ্র দেশকে গ্রাস করিয়া ফেলিল– কোথায় সেই সুরম্য

অট্টালিকাসমূহ আর কোথায় সেই বেহেশতরূপী বাগ-বাগিচা সমূহ? দীর্ঘ ১৩০০ বৎসর পার্বত্য অঞ্চলের আবদ্ধ পানির মধ্যে স্বভাবতঃ বা উপস্থিত আল্লাহ তা'আলার গযবের লীলাস্বরূপ সেই পানির মধ্যে এক প্রকার তেজস্ক্রিয়াও ছিল, যদ্দরুন অতি সহজেই প্লাবিত সব কিছু নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। দেশবাসীর মধ্যে যাহারা দৌড়াইয়া বা কোন আশ্রয়ে জান বাঁচাইল তাহারাও চিরতরে তাহাদের ভোগ-বিলাস হইতে বঞ্চিত হইল এবং বিভিন্ন দেশে পথের ভিখারীরূপে শরণার্থী হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল।

অতপর পানি কমিয়া গেল, কিন্তু সেই "মারেব" অঞ্চলে বেহেশতরূপী বাগ-বাগিচার চিহ্নও আর কেহ দেখিতে পাইল না। পরিপূর্ণ চরা মরুভূমিতে পরিণত হইয়া গেল। কুল-কাঁটার ঝোপ, বাবলা কাঁটার গাছ ও বিশ্রী বিস্বাদ তিক্ত ফলধারী নানা প্রকার জংলী গাছপালা ব্যতীত অন্য সব কিছুর নাম-নিশানী তথা হইতে মুছিয়া গেল।

দীর্ঘ ১৩০০ বৎসরের প্রাচীন বাঁধটি ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে বাহ্যিক কার্য-কারণ যাহাই ঘটিয়া থাকুক না কেন, মূলতঃ উহার ধ্বংস যে আল্লাহ তাআলার গযবস্বরূপ হইয়াছিল তাহার স্পষ্ট উল্লেখ পবিত্র কোরআন রহিয়াছে।

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ جَنَّتَيْنِ عَنْ يَمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ـ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُوْرٌ ـ

"ছাবা" জাতির জন্য তাহাদের আবাস ভূমিতে (আল্লাহর শোকর-গুজারীর কর্তব্য বহনের) নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। তাহাদের সড়কসমূহের উভয়পার্শ্ব ফল-ফুলের বাগ-বাগিচাপূর্ণ ছিল। (এত এত নেয়ামতের সমাবেশ তাহাদিগকে বুঝাইতে ছিল,) স্বীয় প্রভু প্রদত্ত নেয়ামত ভোগ কর আর তাঁহার শোকর গুজারী কর। একদিকে সুখ-শান্তির দেশ (অভাব-অনটনমুক্ত,) অপর দিকে প্রভু অতি ক্ষমাশালী; (কর্তব্য আদায়ে সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দিবেন)।

فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ـ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَىْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ـ

তাহারা কর্তব্য পালন করিল না, ফলে আমি তাহাদের উপর বাঁধ-ভাঙ্গা প্লাবন আনিয়া দিলাম এবং দেশের উভয় পার্শ্বের বাগ-বাগিচা ধ্বংস করিয়া ইহার স্থলে উভয় পার্শ্বে বিভিন্ন বিশ্রী, বিস্বাদ জংলী ফল, বাবলা কাঁটা ও সামান্য কুল গাছের জঙ্গল সৃষ্টি করিয়া দিলাম।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا وَهَلْ نُجٰزِىْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ـ

এই প্রতিফল তাহাদেরই নাফরমানীর দরুন তাহাদের দিয়াছিলাম। এক মাত্র নাফরমান জাতিকেই আমি এইরূপ প্রতিফল দিয়া থাকি।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ـ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِىَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ـ فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ـ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ـ

(তাহাদের সুখের আরও ব্যবস্থা ছিল–) তাহাদের দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ উন্নত দেশ (তাহাদের বাণিজ্য স্থল "সিরিয়া" বা "মছকট") পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথের পার্শ্ববর্তী স্থানে স্থানে বস্তি প্রতিষ্ঠা করিয়অ দিয়াছিলাম এবং পথিকদের সুযোগ-সুবিধার পরিমাপ লক্ষ্য রাখিয়া উহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, যেন তাহারা দিবারাত্র নির্ভয়ে শান্তির সহিত ভ্রমণ করিতে পারে। (অবস্থা দৃষ্টে মনে হইত, যেন) তাহারা বলিতেছে, প্রভু হে! আমাদের ভ্রমণকে দূরপাল্লার করিয়া দিন। (অর্থাৎ তাহারা যেন এইসব সুযোগ-সুবিধা ও সুখ-শান্তিকে

কষ্ট-ক্লেশ ও দুঃখ-যাতনায় পরিবর্তন করিয়া লইতে চায়। নতুবা এত এত নেয়ামত দানকারী প্রভুর নাফরমান তাহারা কিরূপে হইল? তাহারা আমার নাফরমান সাজিয়া) নিজেদের ক্ষতিসাধন করিল। ফলে আমি তাহাদেরকে কিচ্ছা-কাহিনীতে পরিণত করিয়া দিলাম এবং সেই দেশকে ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত ও ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলাম। নিশ্চয় এই ঘটনায় বহু উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ লোকদের জন্য। (পারা- ২২, রুকু-৮)

হযরত ছোলায়মানের দুইটি বিশেষ ঘটনা

প্রথম ঘটনা ঃ আল্লাহ তা'আলার দ্বীন প্রচার এবং দ্বীনের জন্য জেহাদের উদ্দেশ্যে ছোলায়মান (আঃ) বহু সংখ্যক ঘোড়া পুষিতেন। একদা বৈকাল বেলা তিনি ঐ ঘোড়াগুলি পরিদর্শনে গেলেন। সূর্যাস্তের পূর্বে ঐ সময়টি কোন এক ফরয এবাদতের সময় ছিল, (যেরূপ আমাদের জন্য ঐ সময়টি আছর নামাযের সময়)। ছোলায়মান (আঃ) ঘোড়া পরিদর্শনে এত অধিক মগ্ন রহিলেন যে, ঐ এবাদত আদায়ের কথা ভুলিয়া গেলেন; তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন- এইরূপ কেহ সাহস করিল না; এদিকে সূর্য অস্তমিত হইয়া গেল।

অতপর হঠাৎ হযরত ছোলায়মানের চৈতন্য আসিল, কিন্তু তখন সেই এবাদত আদায়ের সময় নাই। ইহাতে ছোলায়মান (আঃ) ভীষণ অনুতপ্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত ঘোড়াগুলি আল্লাহর নামে জবেহ করিয়া ফকির মিছকিনদের দান করিয়া দিলেন। তাঁহার শরীয়তে ঘোড়ার গোশত হালাল ছিল। আমাদের মধ্যেও হানাফী মাযহাব ভিন্ন অন্য ইমামদের মতে ঘোড়ার গোশত হালাল।

আল্লাহ তাআলার খাঁটি পেয়ারা বান্দাদের একটি সাধারণ রীতি এই যে, দুনিয়ার যে কোন বস্তু স্বীয় মা'বুদকে ভুলাইয়া দেয় সেই বস্তুকেই মা'বুদের নামে খরচ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ করিলে নফছ ও শয়তান সংযত হইয়া চলিতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ বাতাস, ছিল ইত্যাদি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হযরত ছোলায়মানের অধীনস্থ করার পূর্বে একদা আল্লাহর দ্বীনের জন্য জেহাদের ব্যাপারে কোন প্রকার অবহেলার দরুন সোলায়মান (আঃ) স্বীয় সৈন্য-সামন্তের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। আল্লাহর দ্বীনের জন্য জিহাদের ব্যাপারে অবহেলাকে বরদাশত করিতে না পারিয়া সৈন্যগণের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশপূর্বক নিজস্ব লোকজন দ্বারা সৈন্য বাহিনী গঠনে সচেষ্ট হওয়ার কথা ঘোষণা কল্পে তিনি বলিলেন, আমি আজ আমার সত্তরজন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করিব; যেন তাহাদের গর্ভে সত্তর জন মোজাহেদ সৈনিক জন্ম লাভ করে।

এ স্থলে হযরত ছোলায়মানের একটু ত্রুটি হইল যে, তাঁহার সঙ্গমে সত্তরটি ছেলে সন্তান লাভ করিবে কথাটি তিনি নির্ধারিতরূপে বলিলেন; অথচ ইহা নিছক আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর ন্যস্ত। সুতরাং কথাটি আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করিয়া বলা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তাহা ভুলিয়া গেলেন, এমনকি তাঁহার সঙ্গী নেক-পরামর্শদাতা ফেরেশতা তাঁহাকে এ সম্পর্কে চৈতন্য করিলেন, কিন্তু ক্ষোভ ও ক্রোধের সময় উহার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য হইল না। হযরত ছোলায়মানকে এই ত্রুটির ফল ভোগ করিতে হইল। সত্তর জন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম হইল, কিন্তু তন্মধ্যে শুধুমাত্র একজন গর্ভবতী হইলেন, অধিকন্তু তাঁহার গর্ভে একটি অপূর্ণাঙ্গ শিশু জন্ম নিল। ধাত্রী ঐ সন্তানটিকে হযরত ছোলায়মানের তখতের উপর তাঁহার সম্মুখে ব্যঙ্গ-কৌতুকের ভঙ্গিমায় রাখিয়া দিল।

এতদ্দৃষ্টে হযরত ছোলায়মান পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করা ব্যতিরেকে কথা বলার পরিণামে আমার ভাগ্যে এই ঘটিয়াছে; তৎক্ষণাৎ হযরত ছোলায়মান (আঃ) আল্লার দ্বীন প্রতিষ্ঠা করিতে অপ্রতিহত শক্তি স্বরূপ এমন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দরখাস্ত আল্লাহর দরবারে পেশ করিলেন যাহা সর্বোপরি ও সর্বোচ্চ হয়; কোন শক্তি যেন তাঁহার উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠায় বাধা দিতে না পারে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁহার দরখাস্ত আশাতীতরূপে মঞ্জুর করিলেন এবং বাতাস, জিন ইত্যাদি শক্তিসমূকে তাঁহার অধীনস্থ করিয়া দিলেন।

নবীগণ মনুষ জাতির অন্তর্গতই হইয়া থাকেন, সুতরাং মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব ভুল-চুক, ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁহাদের দ্বারাও সংঘটিত হইয়া থাকে। নবী ও নবীর পথ অবলম্বনকারী নেককারগণ ভুল-ত্রুটিতে পতিত হন বটে, কিন্তু অতি সামান্য তাম্বিহ্ ও ইঙ্গিতের দ্বারাই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সতর্ক হইয়া যান, তাঁহাদের চক্ষু খুলিয়া যায়, তাঁহারা নিজের সংশোধন করিয়া নেন এবং নূতনভাবে পূর্ণরূপে প্রভুপানে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করেন। পক্ষান্তরে যাহারা শয়তানের দলের সাথী তাহাদের অবস্থা হয় উহার বিপরীত, অর্থাৎ তাহারা বিনা দ্বিধায় গোনাহের ও আল্লাহদ্রোহিতার পথ বাহিয়া যাইতে থাকে, তাহারা অপর পথের দিকে তাকায়ও না। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের একটি বিবরণ বিশেষ আকর্ষণীয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ - وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ -

অর্থ ঃ খোদাভীরু লোকদের স্বাভাব এই যে, শয়তানের কারসাজির দরুন প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব তাঁহাদের উপর প্রবর্তিত হইল তাঁহারা হুশিয়ার হইয়া যান– সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে চেতনাবোধ আসিয়া যায়। পক্ষান্তরে যাহারা শয়তানের পথের পথিক, শয়তান তাহাদিগকে বিপথে পরিচালিত করিতে থাকে এবং তাহারাও বিনা দ্বিধায় সেই পথ বাহিয়াই চলিতে থাকে, ঐ পথ ত্যাগ করিতে মোটেও সচেষ্ট হয় না। (পারা–৯, রুকু– ১৪)

সারকথা এই যে, ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বিষয়। ভাল-মন্দ উভয় দলের পক্ষেই উহা সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু ভাল মন্দের পার্থক্য হয় দ্বিতীয় ধাপে। নেককার লোকগণ সর্বদা সতর্ক থাকার দরুন প্রথমতঃ ভুলটা সহজেই ধরা পড়ে, দ্বিতীয়তঃ ভুল ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার সংশোধনের জন্য তাঁহারা পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। আর বদকার লোকগণ গাফলত ও অসতর্কভাবে জীবন যাপন করিয়া থাকে, সুতরাং ভুলটা তাহাদের চোখে ধরা পড়ে না; ধরা পড়িলেও অনেক বিলম্বে, তদুপরি ভুল ধরা পড়ার পরেও তাহারা দেখিয়া না দেখার ভানে অচৈতন্যরূপে ঐ ভুলের উপরই চলিয়া থাকে।

এই দ্বিতীয় অবস্থা মানুষের জন্য ধ্বংসকারী। বোখারী শরীফেরই হাদীছে বর্ণিত আছে– রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তি কোন গোনাহ্ করিলে (সে অতিশয় ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়–) সে যেন একটি পাহাড়ের নীচে আছে এবং পাহাড়টি যে কোন মুহূর্তে ধ্বসিয়া পড়ার আশঙ্কা করিতেছে পক্ষান্তরে বদকার ব্যক্তি গোনাহ্ করিয়া গোনাহ্কে অতি হালকা মনে করে, উহা যেন একটি মাছি– নাকের সম্মুখে উড়িতেছে, উহাকে সে হাতের ইশারা দিয়া খেদাইয়া দিতে সক্ষম।

গোনাহ্ করিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হওয়া তথা তওবা-এস্তেগফারের সহিত প্রভুপানে প্রত্যাবর্তন পূর্বক প্রভুকে রাজি করিতে সচেষ্ট হওয়া– ইহাই হইল খাঁটি মোমেনের কাজ এবং ইহার দ্বারা অধিক নৈকট্য লাভ হয়। হাদীছ– كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ -

"মানুষ মাত্রই খাতা-কছুর, ত্রুটি-বিচ্যুতি করিয়া থাকে, যাহারা সঙ্গে সঙ্গে তওবা করতঃ প্রভুপানে প্রত্যাবর্তন করে তাহারাই হইল উত্তম।" (তিরমিযী শরীফ)

হযরত ছোলায়মান (আঃ) উল্লিখিত উভয় ঘটনার মধ্যেই এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনে ঘটনা দুইটির বিবরণ এই–

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ - اِنَّهٗ اَوَّابٌ - اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ - فَقَالَ اِنِّىْ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ - رُدُّوْهَا عَلَىَّ

ـ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ـ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ـ قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لَايَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَّعْدِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ـ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ـ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ـ هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ـ

অনুবাদ ঃ আমি দাউদের জন্য দান করিয়াছিলাম ছোলায়মানকে। তিনি আমার উত্তম বান্দা ছিলেন, প্রভুপানে সদা নিমগ্ন থাকিতেন। (তাঁহার প্রভুভক্তির নমুনা–) একদা বৈকালে তাঁহার পরিদর্শনে একদল উত্তম ঘোড়া উপস্থিত করা হইয়াছিল; (উহা পরিদর্শনে তখনকার এবাদতের কথা ভুলিয়া গেলেন।) অতপর (সচেতন হইয়া) অনুতাপ করিয়া বলিলেন, আমার প্রভুর স্মরণ হইতে সরিয়া সম্পদের মায়া-মহব্বতে মগ্ন হইলাম, এমনকি (নির্ধারিত এবাদতের সময় শেষ হইয়া) সূর্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে! এখনই ঐ ঘোড়াগুলি আমার নিকট পুনঃ উপস্থিত কর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি (আল্লাহর নামে কোরবানী রূপে) ঘোড়াগুলির গলা ও পায়ের রগ কাটিতে লাগিলেন।

অপর এক ঘটনায় আমি ছোলাময়ানকে কর্মফল ভোগের সন্মুখীন করিয়াছিলাম যে, তাঁহার সিংহাসনের উপর (তাঁহার সম্মুখে) একটি অকর্মা অর্দ্ধাঙ্গ দেহ (ধাত্রীর মার্ফত) রাখিয়া দিয়াছলাম (যদ্বারা তাঁহার একটি কথা ব্যর্থ ইয়াছিল।) তারপর তিনি স্বীয় প্রভু ভক্তির কর্তব্য আদায়ে বলিয়াছিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার ত্রুটি ক্ষমা করুন এবং (আপনার দ্বীন প্রতিষ্ঠায়) আমাকে অপ্রতিহত রাজকীয় শক্তি দান করুন, যাহা আমি ভিন্ন কাহারও লাভ না হয়; আপনি একমাত্র দাতা। ফলে আমি বাতাসকে তাঁহার অধীনস্থ করিয়া দিলাম; বাতাস তাঁহার আদেশে তাঁহাকে বহন করিয়া) আরামদায়করূপে চলিত। তাঁহার গন্তব্য স্থান পর্যন্ত। আরও– জিন জাতিকে তাঁহার অধীনস্থ করিয়া দিয়াছিলাম যাহারা সব রকম কঠিন নির্মাণ কার্য এবং (মণিমুক্তা আহরণে) ডুবুরীর কাজ করিত। কার্যে অবহেলাকারী শাস্তি ভোগে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিত। আমি (আল্লাহ) ছোলায়মানকে বলিয়াছিলাম, আমার এইসব নেয়ামত তোমার জন্য; তুমি অন্যকেও দান কর বা একা নিজেই বে-হিসাব ভোগ কর। হে বিশ্বাসী! নিশ্চয় ছোলায়মানের জন্য আমার বিশেষ নৈকট্য এবং অতি উত্তম পরিণাম নির্ধারিত রহিয়াছে। (২৩-১২)

১৬৫০। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, হযরত দাউদের পুত্র ছোলায়মান একদা ঘোষণা করিলেন, (আল্লাহর দ্বীনের জন্য জেহাদ উদ্দেশ্যে নিজস্ব বাহিনী গঠন প্রচেষ্টায়) আমি আজ একই রাত্রে স্বীয় নব্বইজন* স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিব; যাহাতে তাহাদের প্রত্যেকের গর্ভে যেন এক একজন বীর মোজাহেদ জন্ম লাভ করিবে– যে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিবে। সঙ্গী ফেরেশতা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, (আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভর ও ভরসা স্থাপন বোধক বাক্য) "ইনশাআল্লাহ" বলুন। কিন্তু তখন সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য হইল না। পরিণাম এই হইল যে, তিনি স্ত্রীগণের সহিত সঙ্গম করিলেন, কিন্তু কোন স্ত্রীই গর্ভধারণ করিল না, শুধুমাত্র একজন স্ত্রী অপূর্ণাঙ্গ একটি সন্তান গর্ভে ধারণ করিল।

অতপর নবী (সঃ) বলিলেন, ছোলায়মান (আঃ) যদি তখন "ইনশাআল্লাহ" বলিতেন, তবে অবশ্যই নব্বইজন স্ত্রীর গর্ভে নব্বইজন বীর মোজাহেদ জন্ম লাভ করিত এবং তাহারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিতে সক্ষম হইত।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'আলা বায়ু-বাতাস, দেও-জ্বিন ইত্যাদি মহাশক্তি সমূহকে তখনও হযরত ছোলায়মানের করতলগত করেন নাই– একদা তিনি আল্লাহর দ্বীনের জিহাদে সৈন্যদের মধ্যে শিথিলতা